Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

67

ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

9/215

চতুর্থ খণ্ড

With best Compliments ...
Calcutta-700013

LIBRARY
No. 9/215
BANARAS

স্বামী সত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASH
Bhadaini, Varanasi-I
No. 9/215
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

30-8-76				
20.9.76				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/215

নিগম-প্রসাদ গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১৯

ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

চতুর্থ খণ্ড

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

LIBRARY
No. 9/215
Shri Shri Ma ... Ashram
BANARAS.

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী—১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

দক্ষিণা : তিন টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীসুবোধকুমার রায়
নিগম-ভবন
তেজপুর, আসাম

—প্রাপ্তিস্থান—
মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর
পি. এন. চৌধুরী
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৯, এ্যাণ্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

8677 9/2/15
8-67

With best Compliments of:-
NIRMOY-CALCUTTA.
H. O. 78/1, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-700013.

জয়গুরু

উৎসর্গ

আর্য্যশাস্ত্রপ্রচারক নামরসপ্রেমিক

ভারতপূজ্য মহাপুরুষ

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর

করকমলে

পরম শ্রদ্ধার সহিত ভক্ত-চরিতখানা

অর্পণ করিলাম।

ঋতম্ভরা
শ্রীরামপুর

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
স্বামী সত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৯৭ 9/215

ভক্তমালের ভক্তচরিত সম্পর্কে

অভিমত

(১)

শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথজী—

"ভক্তমালের ভক্ত-চরিত তো মধুর, সেই মাধুর্য্যকে স্বীয় অনবদ্য ভাষার দ্বারা সমলঙ্কৃত করত মধুর হইতেও মধুরতম করিয়া আজ ভক্ত-গণের করকমলে প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন—শ্রীমন্নিগমানন্দের আনন্দের দুলাল পরমপ্রেমাস্পদ একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ শ্রীমৎ সত্যানন্দ সরস্বতী বাবা। তিনি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সেবক, জ্ঞানী হইলেও শুষ্কজ্ঞানী নহেন; পরম প্রেমিক, জ্ঞানী ভক্ত; নচেৎ তাঁহার লেখনী হইতে এইরূপ ভক্তহৃদয়বিমোহিতকারিণী ভাষা বহির্গত হইত না। 'ভক্তমালের ভক্ত-চরিত' পাঠে যে ভক্তগণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইবেন ইহাতে আমাদের কোন সংশয় নাই। শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি শ্রীমৎ সরস্বতী বাবা দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ ভক্ত-চরিত-সুধাধারায় ভক্তগণের হৃদয়ে পরমানন্দের প্লাবন আনয়ন করুন।"

(২)

আচার্য্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাসজী—

"শ্রীমৎ স্বামীজী ভক্তিরসাপ্লুত একজন উচ্চস্তরের মরমী পরম ভক্ত প্রবীণ পুরুষ। তাঁহার সম্পাদিত ভক্তমালের ভক্ত-চরিতে, ভক্তের ভগবৎপ্রেম এবং ভগবানের ভক্তমোহ—উহাই পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানিকে ভক্তমালে ভক্ত-চরিত্রের 'ভাষ্য'বিশেষ বলিতে পারা যায়। কুশলী লেখকের এই অভিনব লিখনশৈলী পাঠক-পাঠিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া চিত্ত আর্দ্র না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন একটি ভক্ত-চরিত্রের পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইতে পারিবেন না।”

(৩)

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী—

“ভক্তের কথা পরিবেশনে সুদক্ষ কারিগর চাই। ছানা-চিনির আস্বাদন হইতে সন্দেশের আস্বাদন মধুরতর, কারণ কারিগরের পারদর্শিতা ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। রন্ধন একটি কলাবিদ্যা। দুগ্ধ তণ্ডুল ও চিনি-সংযোগে পরমান্ন প্রস্তুত হয়। ইহার মাধুর্য্যাতিশয্য রন্ধনকারীর কলাবিদ্যার প্রভাবহেতু। ভক্তমালের ভক্তচরিত মধুর বস্তু। বহুকাল ধরিয়া দুধ-ভাত খাইয়াছি। আজ কলাবিদ্ স্বামী সত্যানন্দজী তাঁহার গুরুকৃপালব্ধ কলাবিদ্যাপ্রভাবে ভক্তচরিতের উপাদেয় পরমান্ন প্রস্তুত করিয়াছেন। ভক্তমাল যে এত মধুর তাহা পূর্বে অনুভব করি নাই। এখন দেখিতেছি ইহার নিরন্তর আস্বাদনেও রসনার তৃপ্তি হইতেছে না—‘বদন ছাড়িতে নাহি পারে।’ এ হেন পরমান্ন যিনি বিতরণ করেন, তিনি ভূরিদা, দাতাশিরোমণি। ভূরিদা সত্যানন্দজী জয়যুক্ত হউন। তাঁহার ভক্ত-চরিতের জয়জয়কার।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 9/215
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

অবতরণিকা

মঙ্গল আদি বিচারি য়হ বস্তুন ঔর অনূপ।
হরিজনকো যশ গাবতে হরিজন মঙ্গলরূপ ॥

ভক্তমালরচয়িতা ভক্তরাজ শ্রীনাভাজী মহারাজ ভক্ত হইতে মঙ্গল মূর্ত্তি আর কিছু খুঁজিয়া পান নাই। তাই তিনি বলেন—হরিজনই মঙ্গলবিগ্রহ। তিনি গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছেন—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ আর গুরু—চারিনাম পৃথক্ থাকিলেও তাঁহারা এক। ইহাদের পদ-বন্দনায় বিঘ্ন দূর হয়। শ্রীগুরু অগ্রদেবের আজ্ঞায় তিনি ভক্তের যশ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিয়াছেন—

'ভবসাগরকো তরনকো নাহিঁ ন আন উপায়।'

সংসার-সাগরের পারে যাইবার আর কোনও উপায় নাই। ভক্ত-মহিমা কীর্ত্তনেই সংসারের পারে যাওয়া যায়।

হিন্দী 'কল্যাণ' পত্রিকায় 'ভক্তাঙ্ক', 'সন্তাঙ্ক' 'ভক্তচরিতাঙ্ক' প্রভৃতি বিশেষাঙ্কগুলি—ভক্ত-জীবনের ব্যবহার, ইন্দ্রিয়জয়, সেবার রীতি, বৈরাগ্য, তপস্যা, ত্যাগ, অনুভব এবং প্রেম সম্বন্ধে বহুল তথ্যপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।

'ভক্ত চরিতাঙ্কে' মূল 'ভক্তমাল' (নাভাজীকৃত) প্রকাশিত হওয়ার পরেও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রবাবুর সংগৃহীত 'ভক্তমাল উত্তরার্দ্ধ' সংস্কৃত 'ভক্তনামাবলী' ও 'ভক্তসহস্রনাম' প্রভৃতি দেখা যায়। গীতা প্রেস হইতে 'ভক্ত-চরিতমালা' সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়া হিন্দি সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়াছে। ওড়িয়া 'দার্ঢ্যতা ভক্তি' গ্রন্থে প্রধানতঃ ওড়েষাদেশের ভক্ত-চরিত সংগৃহীত হইয়াছে। 'ভক্তের জয়' তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খণ্ডে প্রভু অতুলকৃষ্ণ সেই চরিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে সংযোজিত করিয়াছেন তাঁহার অতুলনীয় রচনায়। মদীয় আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অতুল-কৃষ্ণ ও বলাইচাঁদ প্রভুর সংকলিত বাংলায় লালদাসকৃত (কৃষ্ণদাস অপর নাম) ভক্তমাল গ্রন্থে নাভাজীর মূল ও প্রিয়দাসের তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যার তাৎপর্য আছে। লালদাস শ্রীনিবাস আচার্যের পঞ্চম অধস্তন বলিয়া খ্যাত।

'ভক্তমালের ভক্ত-চরিতের' চতুর্থ খণ্ডের অবতরণিকা লিখিবার জন্য পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজী মহারাজ আমাকে কৃপানির্দেশ দিয়াছেন। এ যে ভগবানের চতুর্ব্যূহের চতুর্থ স্বরূপ বা তুরীয় আনন্দের সংবাদ দিয়া আমাকে জাগ্রত করা হইল। এ যেন ভক্ত-সম্মেলনের অভিনব পরিচিতির আমন্ত্রণপত্র। দেখিলাম, ইতিপূর্বে প্রকাশিত ও প্রচারিত তিনটি খণ্ডেরই ভূমিকায় বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সাধকমণ্ডলীর স্বাক্ষর রহিয়াছে। 'সন্ধানীর সাধুসঙ্গ' ও 'ভক্ত-চরিত্র' এই দুইখানা গ্রন্থে কয়েকটি ভক্তের চরিত্র অঙ্কনে তাঁহাদের সঙ্গে আমার মানস-দেবতার যে তাৎকালিক সম্মেলন ঘটিয়াছিল, মনে হয় তাহারই ফলস্বরূপ সম্প্রতি এই দীনেরও ডাক পড়িয়াছে ভক্তসঙ্গমহোৎসবে। মহোৎসব বলিবার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন আছে কি? 'ভক্তমালের ভক্ত-চরিত'—সর্বশ্রেণীর, সর্বস্তরের, সর্বভাবের ভক্ত - মহাসম্মেলন। ভারতের সাধনা, ঐতিহ্য, ভাবসাধনা-রহস্য—একাধারে জীবনদর্শন ভক্তমালে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীনতম কালের নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, অম্বরীষ, ধ্রুব, কুন্তী, দ্রৌপদী হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুর নরোত্তম পর্যন্ত কেহ আর বাদ পড়েন নাই। সেই সকল চিরবন্দনীয় মহনীয় আদর্শের রেখাঙ্কনে কথাশিল্পীর রচনাচাতুর্য দূরদূরান্তের সংবাদকেও প্রাত্যহিক জীবনের আঙ্গিনায় টানিয়া আনিয়াছে তাহার দেশ কাল ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তির ব্যবধান দূরীভূত করিয়া। অনুভব করিয়াছি, পয়ার বা ত্রিপদী-ছন্দে লালদাসের বাঙ্গলা ভক্তমাল সকলের কাছে তেমন আসর জমাইতে পারে নাই তাহার প্রাচীনতার ছাপ ও ভাষার রীতিতে। আলোচ্য গ্রন্থের সাবলীল বর্ণন-কুশলতায় বিশেষ করিয়াই লক্ষ্য করিবার বিষয়, সেই প্রাচীন পর্য্যায় যেন নতুন পোষাক পরিয়া ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হইয়া নিজস্ব মাধুরীতে চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

ভক্তমালে ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু 'শ্রীহরিনামকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 'মহাপ্রসাদের' মহিমা পুরাণ-প্রমাণে ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। 'ভক্তিবশ পুরুষের' কথায় শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের নিবিড়তম সম্বন্ধের সূচনা দিয়া নিজের আচারে প্রচারে উহা স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তিবাদে জাতি, কুল, পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী বিচার নাই।

যেই ভজে সেই উত্তম অভক্ত হীন ছার।
শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

ভক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। ভক্তির অধিকার সর্বত্র সকলেরই আছে। ভক্তি যাহার আছে তাহার সকলই আছে। কর্ম, যোগ, জ্ঞান—ভক্তির অনুগমন করেন। ভক্তি যাহার নাই, তাহার আর কেহ নাই বা কিছু নাই। জ্ঞান স্থূল তুষাবঘাত, যোগ বিঘ্ন-বহুল অধঃপতন ঘটাইয়া ব্যর্থ, কর্ম বিফল হরিভক্তিবৈমুখ্যদোষে। কমলগন্ধে প্রমত্ত ভ্রমরের মত ভক্তিগন্ধে ভগবান্ সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া সাধারণ অতি দীনহীন নীচ গৃহেও গমন করেন। ভক্তিগঙ্গা অবিচারে পবিত্র করে, ভগবদারাধনায় যোগ্য করে। ভক্ত-চরিতে ইহাই প্রমাণ পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের মূলধন পরমেশ্বরবিশ্বাস। তাঁহার কৃপা সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়, পরম পুরুষোত্তমের আকর্ষণ মহৌষধি। অলৌকিক দর্শন, স্পর্শন, অনুভব, ভক্তের সঙ্গ ভিন্ন লাভ হয় না। আলোচ্য ভক্ত-চরিতে প্রতিকথন এই দিব্য সংদেশ। গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ শ্রীগুরুকৃপায় অনুভবসিদ্ধ মহাজন। তাঁহার সরল প্রাণের উদার ভাষায় মহিমময় ভগবান্ ভক্তের দ্বারে আসিয়াছেন 'ভক্ত-চরিত' অবলম্বন করিয়া। ভক্ত ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্। ভাগবতের কথায় ভগবানও ভক্ত-ভক্তিমান। যে-ভক্ত যে-ভাবে ভজেন, ভগবান্ অনুরূপ ভাবে ভজিবেন এই প্রতিজ্ঞা।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

ঐশ্বর্য-কথা ভুলিয়া ভক্তকে ভজনের নিমিত্ত তাঁহার মাধুর্যভূমিতে আবির্ভাব। নাম, রূপ, গুণ, লীলা, বয়স, ধাম ও পরিকর সবই মধুময় করিয়া তাঁহার প্রকাশ। বিশ্বাতীত বিশ্ববান্ধবরূপে প্রেমময় লীলায় মুগ্ধ। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু জ্ঞানহীন মুগ্ধ শিশুলীলা করেন। আবার কালাতীত পুরাণপুরুষ বয়সের মাধুরী ছড়াইয়া 'নবকিশোর নটবর গোপবেশ বেণুকর' হইয়া থাকেন। নাদ-বিন্দু-কলাতীত হইয়াও তিনি মধুর মুরলীর কলতানে 'ত্রিজগৎ কৈল কামময়'। আত্মারাম পূর্ণকাম হইলেও প্রীতির আকর্ষণে বিশ্ববিমোহন প্রিয়জনের সহিত অভিরমিত হওয়ার নিমিত্ত কামনা করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণবন্দিত চরণারবিন্দ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহার অনুসরণ—অনুবর্ত্তন করেন। ক্ষুধা পিপাসার কথা যাঁহার সম্বন্ধে মোটেই উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারও প্রেমক্ষুধার পরিচয় ভক্তের সমীপে পাওয়া যায়। ভগবানের অভিলাষ নিষ্কাম প্রেমিকের সঙ্গ। তাঁহারই ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছা, তাঁহারই গতি ভগবানের গতি, তাঁহারই মতি ভগবানের মতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমিকের দ্বারে ভগবান স্বচ্ছন্দবিহারশীল। অন্যত্র বিধি-বিধানে আবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিকতার নীতি অনুসরণে ব্যগ্রচিত্ত। ভক্তের হৃদয়ে তাঁহার বিশ্রাম। সেখানে কোনো চাহিদার রোল নাই। আছে শুধু তাঁহারই সুখের নিমিত্ত সেবাবিলাস আর মধুর বোল। ভক্তের প্রেমবিলাস ভগবানের সেবায়। সেবা-অভিলাষ তাঁহার চির প্রার্থনীয়।

অনন্তশক্তির পরমাধার পুরুষোত্তমের আনন্দবিলাসের সূত্রধার তাঁহার মাধুর্যোপাসক প্রেমিক-ভক্ত। বিধিভক্তি তাঁহার ঈশ্বর-স্বরূপাবধারণেই সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার মধুরতম রূপের আবরণ উন্মোচন করেন তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ প্রেমিক ভক্ত। অন্তঃপুরে পরমাত্মীয়ের সমীপে নিরাবরণ রূপের দর্শন। বাহিরে কর্মক্ষেত্রে উপাধিক আবৃতস্বরূপের সাক্ষাৎকার। কেবল নিরুপাধি শুদ্ধাভক্তিতে আনন্দময়ের রসরাজরূপে মিলন। আর জ্ঞানকর্মযোগ-মিশ্র ভজনে তাঁহার সর্বেশ্বর নিয়ন্তা-স্বরূপের অভিব্যক্তি।

ভক্তের ভক্তি কেবল এক শ্রেষ্ঠ ভগবৎকেন্দ্রিক। ভগবানের দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত। ভক্ত বলেন, 'হে প্রভু! তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি।' এই ভাবে ভগবান ধরা পড়েন। আর স্নিগ্ধপ্রেমে মুগ্ধ ভগবানের লীলার বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে প্রতিটি ভক্তের চরিত্রে। ভগবান্‌কে ছাড়িয়া ভক্তের জীবনে আর কোন কথা নাই, আর থাকিতেও পারে না। ভক্তের কথা বলিতে যাওয়ার মুখ্যতম বিষয় হইল—ভগবানের করুণা, সহৃদয়তা, ভক্তবৎসলতা ও তাঁহার অনন্ত লীলানুসন্ধান। ভক্ত অগণিত আর তাহার আরাধ্য ভগবানের লীলাও অনন্ত। অনাদি কাল হইতে তাহার আরাধনার আগ্রহ—অনন্ত কাল ভগবানের লীলার সমারোহ। একটির পর অপরটি অফুরন্ত বিস্ময় মাধুর্য ও করুণার উৎস। উহারা এক অখণ্ড সরসতা বিশ্বজনের পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্যাণে প্লাবন আনিয়াছে ভক্ত চরিতের খণ্ডের পর খণ্ডে। এমন করিয়া ভক্তমাল পরিবেশন বাংলায় আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। ভাষার প্রাচীন ছাপগুলি প্রায়শঃ সংরক্ষণ করিয়াও উহার মধ্যে গ্রন্থকার যে সৌন্দর্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করিয়া পারি না। যেমন—

'অতেব ঐশ্বর্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই'—এখানে 'অতএব' লিখিয়া তিনি প্রাচীন দাগটি মুছিয়া না দিয়াও অপূর্ব ব্যঞ্জনায় কথাটির সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ অন্যত্রও 'এতেক' 'যতেক' প্রভৃতি শব্দগুলির দিকে পাঠকের দৃষ্টি অবশ্যই আকৃষ্ট হইবে।

প্রতিটি চরিত্রের মুখবন্ধে একটি একটি বিশেষ ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্পুটিত করিয়া স্বামীজী অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ও তাহার প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন—এই অনবদ্য রচনায়।

সে অনেক দিন আগের কথা—স্বামী নিগমানন্দজীকে দেখিয়াছি ঢাকা সহরে তাঁহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তমধ্যে। তিনি জ্ঞানী, যোগী, তান্ত্রিক হইয়াও প্রেমিকগুরুর যে মহিমা-মাধুরী তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্বামী সত্যানন্দের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় এই গ্রন্থসমালোচনায়।

অকুণ্ঠ কণ্ঠেই বলিব স্বামিজীর এই রচনা তাঁহার গুরুকৃপার বাস্তব নিদর্শন। ভক্তগণের মধ্যে ইহার প্রচার ও সমাদর অবশ্যই হইবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাক্-কথন

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে, শোনালে হয় ভক্তি আস্বাদন ॥
সে সব কাহিনী গ্রন্থে যাঁহার বিস্তার।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ॥

নিখিল শাস্ত্র ভক্তের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আর করিয়াছেন স্বয়ং ভগবান্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

—হে পার্থ! যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, আমার ভক্তের ভক্ত নহে, তাহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহে। কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই ভক্তোত্তম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। আবারও কহিয়াছেন—ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"—হে উদ্ধব! আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিতা আমার ভক্তের পূজা।

এমনি ভক্তের কাহিনী ভক্তমালের ভক্তচরিত। কাহিনী তো নিত্যকালের—যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই কাহিনীই কহিয়াছেন ভক্তাগ্রগণ্য সাধকশ্রেষ্ঠ স্বামিজী মহারাজ। কহিবার ভঙ্গিমা—ভাষার বীর্য্যবত্তা কহানিকে করিয়াছে বিস্ময় হইতেও বিস্ময়—রসমাধুর্য্যে করিয়াছে অতুলনীয়। মন্ত্রবীর্য্যের ওজশক্তিসমন্বিত তাঁহার ভাষা, তাই তাঁহার প্রকাশের এই অপূর্ব্বতা।

বিষয় উত্তম, ভাষাও উত্তম। উভয়ের যোগ মণিকাঞ্চনযোগ। এই মণিকাঞ্চনযোগে যে 'ভক্তমালের ভক্তচরিত' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মসাহিত্যে তার তুলনা বিরল। ভাষার স্বচ্ছতায়, ভাবের মধুরিমায় হৃদয়কে করে উদ্বেলিত। মহাজনপদাবলী স্বতঃই অধরে স্ফুরিত হইয়া বলিতে চায়—

সই! কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

গ্রন্থমাধ্যমে স্বামিজী সেই শ্যামনামই কহিয়াছেন—কহিয়াছেন প্রাণের দরদে—হৃদয়নিংড়ান মধুর ভাষাতে। তাই গ্রন্থপাঠ শেষ করিয়া বলিতে হয়—

"আকুল করিল মোর প্রাণ।"

গ্রন্থের বিষয়বস্তু ভক্তের সহিত ভগবানের লীলাখেলা। এ লীলায় একে অন্যকে হাসিয়া হাসায়, কাঁদিয়া কাঁদায়। কত মান-অভিমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়ের মাঝে। এই কান্নাহাসি ও মান-অভিমানের রসমাধুর্য্য নিতুই নব—অতুলনীয়। এই রসমাধুর্য্যই পরিবেশিত হইয়াছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রতিটি আখ্যান—চরিতকথা যেমন অভিনব তেমনি ভাবমধুরিমার অমিয়ধারা।

ভগবান আসেন—আসেন এই ধূলির ধরণীতে ভক্তের হৃদয়ের টানে—ভক্তির আকর্ষণে। শ্রুতি বলেন, ভগবান রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"। সে রস আস্বাদনের খেলাতেই এক তিনি বহু হইলেন—জগৎরূপে দ্বৈত লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। সে লীলায়—খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভক্তই তাঁহার প্রধান অবলম্বন এবং লীলার পরিপোষক। তাই ভক্তের সহিত খেলা করিতে, মান অভিমানের পালা গাহিতে, তার দায় দায়িত্ব বহন করিতে কতরূপে কত ছলেই না তিনি আসেন! সে-সবের কত বিস্ময়কর কাহিনীই না গ্রন্থে রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থের মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করা কিন্তু সহজ ব্যাপার নহে। সত্যের বিমল জ্যোতিতে হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত না হইলে, বিশ্বাসের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিতে না জানিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না—হইবে না। তাই বলা হয়—

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর"।

একথা আপনার আমার মত অবিশ্বাসীর—যাদের কৃষ্ণ মিলে নাই তাদের কথা নহে। যাঁদের কৃষ্ণ মিলিয়াছে তাঁদেরই কথা। কাজেই এ সত্যবাণী—ঋষিকথিত মন্ত্রবাণী—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্"।

সদাই স্মরণে রাখিতে হইবে —আর মনন করিতে হইবে—

"তর্কে বহু দূর।"

তর্কের মূলে বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের অভিমান কিনা। শ্রুতি তো বলিয়াই দিয়াছেন, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"।

"তর্কে বহু দূর" এই দূরান্তরের পথ বাহিয়াই আমরা চলিয়াছি, তাই গন্তব্যস্থলের সীমারেখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তর্কের পথ সংশয়ের পথ। আর সংশয়ের পথ মহতী বিনষ্টিকে ডাকিয়া আনে—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" তাই ভক্তমালের ভক্ত-চরিত পাঠ করিবার পূর্বে বিশ্বাসের অঞ্জন চোখে লাগাইয়া লইতে হইবে। তা না হইলে এক দেখিতে আর দেখা হইবে, এক বুঝিতে আর বুঝা হইবে। এই ভুল দেখাদেখি এবং ভুল বুঝাবুঝিই জীবনের সকল দুঃখের মূল। ভক্তের জীবন সকল ভুলের উর্দ্ধে—তাই তাঁহারা "গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে"—অত্যন্ত দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও বিচলিত হন না। তাই ভক্ত-চরিত আমাদের অমৃত-পথের দিশারী। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নহে—জাতীয় জীবনেও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতির আজ চরম দুর্দ্দিন। এই দুর্দ্দিন আমরা ডাকিয়া আনিয়াছি বিশ্বাসের লক্ষ্যবস্তু ভগবানকে দূরে ঠেলিয়া। অতএব ভগবানকে ধ্রুব করিয়াই আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন যাত্রা স্নুরু করিতে হইবে। সে যাত্রায় পথ দেখাইবে—"ভক্তমালের ভক্ত-চরিত।"

জাতির এই চরম দুর্দ্দিনে ভগবানই যদি না হয় পথের লক্ষ্য—চলার পথের আলোক-দিশারী, তবে তার মহতী বিনষ্টি কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। এই মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবান স্বয়ংই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"

"ভক্তমালের ভক্ত-চরিত" গ্রন্থের মর্মবাণীও ইহাই। তাই আত্ম-কল্যাণার্থী সকলকেই এই গ্রন্থপাঠে সাদর আহ্বান জানাই।

স্বামিজীর গুরুসেবা ও ভগবদর্চ্চনার সার্থক রূপায়ণ এই গ্রন্থ। মহৎ কর্ম্মের ফল মহৎই হইয়া থাকে। তাই আশা করিতেছি, স্বামিজীর মহৎ কর্ম্ম এই গ্রন্থরচনা মহৎ ফলই প্রসব করিবে।

এমনি মহৎকর্ম্মের কর্ম্মী স্বামিজীমহারাজকে জানাই আমার ভক্তিবিনম্র চিত্তের নতি প্রণতি।

বক্তব্যশেষে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সঙ্গে স্থর মিলাইয়া বলি—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধীষু বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

শ্রদ্ধাবনত
ব্রঃ শিশিরকুমার
সম্পাদক—স্নুদর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীগুরুভগবৎকৃপায় "ভক্তমালের ভক্ত-চরিত" চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইল। মনে হয়, আরেকটি খণ্ডে অবশিষ্ট সব চরিত্রগুলি সন্নিবেশিত করিতে পারিব। 'অবতরণিকা' এবং 'প্রাক্ কথন' লিখিয়া দিয়াছেন পরমশ্রদ্ধাস্পদ ভাগবতাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ, বিদ্যাভূষণ মহোদয় এবং সুদর্শন-সম্পাদক, নিরভিমানী ভক্ত, শাস্ত্ররসিক, পরমপ্রীতিভাজন ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহাদের লিখিত 'অবতরণিকা' এবং 'প্রাক্ কথনে' গ্রন্থের মর্যাদা এবং মহিমা সমৃদ্ধ হইয়াছে। যাঁহার অমোঘ ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়, সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইতেছি। তাঁহার ইচ্ছা এবং কৃপা হইলে ভক্ত-চরিতের পঞ্চম খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রুফসংশোধনকার্য্যে প্রধানতঃ সতীর্থ শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দজীর সাহায্য অবিস্মরণীয়। শ্রীমান্ গদাধর পূততুণ্ড এবং শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজীর সহায়তাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীগুরুচরণে সকলের অবিচলা গুরুভক্তি প্রার্থনা করি। 'ভক্ত-চরিত' সকলের প্রাণকে ভক্তিরসে আপ্লুত করুক।

আসাম তেজপুরনিবাসী ভক্ত শ্রীমান্ সুবোধকুমার রায়কে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইতেছি এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য। শ্রীগুরু ভগবচ্চরণে তাহার শুদ্ধাভক্তি হউক। জয় শ্রীগুরুভগবানের জয়, জয় ভগবদ্ভক্তের জয়।

শ্রীরামপুর ৯ই ভাদ্র, ১৩৭৩ সন	}	বিনীত গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক
অতেব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই	...	...	১
বৈষ্ণবচরণামৃতে এতেক বিশ্বাস	...	...	১০
ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি	...	...	১৬
দ্রৌপদী সতীর অসাধারণ মহিমা	...	...	২৩
ভেকের মহিমা দেখ রত্ন প্রসবিল	...	...	৩০
রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবীবরে	...	...	৩৫
যতেক মারিল মোরে শরীরে বাজিল	...	..	৬৪
বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত	..	...	৭৭
বিষ্ণুর প্রসাদ-অন্ন দেবতা বাঞ্ছয়	...	...	৮১
তুমি ধন্য রাধাশ্যামে খাওয়াইলে করিয়া রসুই	...	...	৯৬
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর	...	...	১০৬
শ্রীমন্ নারায়ণ ভট্ট বড় অধিকারী	...	...	১২১
চিন্তামণিবেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য	...	...	১২৮
বাঁকা নামে পতি তাঁর রাঁকা নামে স্ত্রী	...	...	১৫০
নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস	...	...	১৫৭
যার স্পর্শমাত্রে হেন পাপী চাঁদ রায়	...	...	১৬১
চৌরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহো ভাগবত হৈল	...	...	১৭৩
কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকুমার	...	...	১৭৮
নীচজাতি হরিভক্তে কিনা লভ্য হয় ?	...	...	১৮৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পত্রাঙ্ক
শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয় ভক্ত হয়	...	...	২০৮
অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণকুমার	...	...	২১৪
হাড়ির ঠাকুর নাম তাঁহার হইল	...	...	২২২
শ্রীহরিরাম ব্যাস বৈষ্ণবপ্রধান	...	...	২২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

চতুর্থ খণ্ড

অতেব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই

আরাধ্য ইষ্টদেবতাকে সম্পূর্ণ আপনার আত্মীয়জ্ঞানে যথা—পিতা, পুত্র, বন্ধু, সখা, সুহৃদ্ ইত্যাদি যে কোন একটি ভাব অবলম্বন করিয়া যে উপাসনা, তাহাই প্রকৃত পক্ষে মাধুর্য্যের উপাসনা। ভয়-ভীতিমূলক বা সম্ভ্রমের উপাসনা মাধুর্য্যের উপাসনা নহে। বৈষ্ণব মহাজনগণ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যভাবে উপাস্য-উপাসকসম্বন্ধের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে। ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমই যথার্থ প্রেম। ব্রজগোপীগণের এই সঙ্কোচবিহীন প্রেমই ছিল ভগবানে। ভগবানকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ব্রজগোপীরা কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবানের সঙ্গে জীবের মধুরভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। ভয়, সম্ভ্রম বা শ্রদ্ধার পাত্ররূপে ভগবানকে দূরে রাখিয়া উপাসনা—ইহাও একপ্রকার উপাসনা বটে; কিন্তু মাধুর্য্যরসের উপাসক এইরূপ উপাসনাকে মোটেই পছন্দ করেন না। বিশ্বেশ্বরজ্ঞানে দেবতাকে পূজা করিয়া মাধুর্য্যের উপাসক মোটেই তৃপ্তি পান না। বিশ্বেশ্বর যদি প্রাণেশ্বর না হন, জগতের পতিকে যদি আমার নিজস্ব পতিরূপে লাভ করিতে না পারি, তবে প্রাণে সম্পূর্ণ তৃপ্তিই বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবে কেমন করিয়া ? এই জন্যই বিরাট বিশ্বরূপ বা ঐশ্বর্য্যের ভাব পরিত্যাগ করিয়া অনুরাগের পথে প্রেমিকভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করিতে বেশী ব্যাকুল। পরমপ্রেমাস্পদ ভগবানের প্রতি ভক্তের আবদার, অভিমান, দাবী সবই খাটে। কেন না, তিনি যে আপনার হইতেও আপন জন। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হইতে তবেই ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধমাধুর্য্যের অঙ্কুর দেখা দেয়। ভয়ে ভক্তি আর ভালবাসায় প্রীতি—এক বস্তু নহে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই হইল পাঁচটি ভাব। ভগবান্ আমার প্রিয়তম স্বামী, ভগবান্ আমার সখা-বন্ধু, ভগবান্ আমার পিতা বা পুত্র—এইরূপ অপ্রাকৃত ভাব খুবই উচ্চাঙ্গের। শুদ্ধমাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যের লেশাভাসও থাকে না। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমেই ভগবান্ বেশী বশীভূত। গোকুলের ভাবুক ব্রাহ্মণের শুদ্ধমাধুর্য্যের উপাসনার আখ্যানটিই ভক্তমাল হইতে আলোচনার জন্য আজ বাছিয়া লইলাম।

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান।
বাল্য-উপাসক হয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
শুদ্ধমাধুর্য্য বাৎসল্যভাবে সেবে।
অনন্য ভকতি মতি ভজে এক ভাবে॥
অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে ভজে হরি।
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ করি॥
ভজিতেই ভাবসিদ্ধি বিপ্রের হইল।
বাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাৎ পাইল॥

ভগবান্ ভাবগ্রাহী। যে যে-ভাবে তাঁহাকে পাইতে চায়, অকপট-ভাব হইলে ভগবান্ তাহাকে সেইভাবেই দর্শনদানে তৃপ্ত করেন। গোকুলের অপুত্রক ভাবুক ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে পুত্রভাবেই সাধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সেই মনের সাধ, ভগবান্ পুত্ররূপে ধরা দিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বিশুদ্ধ ভাবের সাধনাতেও মানবজীবনে তৃপ্তি আসিতে পারে—ভাবুক ব্রাহ্মণই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ। যাহার অন্তরে যে-অভাব, সেই অভাবও পূর্ণ হইতে পারে সর্ব্বভাবরূপী একমাত্র ভগবানের আরাধনায়। ভগবান্ যে ভক্তির বশ। পুত্রহীন পিতা, স্বামীহীনা স্ত্রী, বন্ধুহীন সাধক যাহার যে অভাব, ভগবানকে সেই অভাবের স্থানে লক্ষ্যবস্তুরূপে রাখিয়া সাধনা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ভাবুক ব্রাহ্মণ ছিলেন পুত্রহীন, তাই তাঁহার পুত্রের সাধ মিটাইতে স্বয়ং ভগবান্‌কে পুত্ররূপে আসিতে হইল। ভাবুক ব্রাহ্মণ যে পুত্ররত্ন লাভ করিলেন, সেই পুত্র রক্ত-মাংস-মল-মূত্রের নহে। স্বয়ং চিন্ময় ভগবান্ পুত্ররূপে ব্রাহ্মণের অন্তরের অভাব পূর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা নাই। ভাবের সাধনায় ভাবুক ব্রাহ্মণের সিদ্ধিলাভ ঘটিল। পুত্ররূপে ভগবান্ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। যথার্থ ভাবের সাধনা, নিছক কল্পনার মত মিথ্যা নহে। বাল-বিধবা বিখ্যাত গোপালের মা-ও ভগবানকে গোপালরূপে বাস্তবদেহে দর্শন পাইয়াছিলেন। ভাবের সাধনা, অধ্যাত্ম-পথে সাধকের একটি সার্থক ফলপ্রদ আবিষ্কার।

আকাশের চান্দ যেন করেতে পাইলা।
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা।
প্রেমেতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শিথিল হইয়া।
শুদ্ধমাধুর্য্য ব্রজানুগা-ভাব পাইয়া॥
লালন-পালন করে পুত্র করি জ্ঞান।
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা অলঙ্কার বস্ত্র মাল্য পরাইয়া।
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক রচিয়া।
চুম্ব আলিঙ্গন করে নাচায় কাচায়।
স্নেহানন্দ সিন্ধু বিপ্র দেহে না আশয়॥
যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে।
গোপাল কারণ আনি যত্ন করি রাখে॥
নাটিম ঝুমঝুমি গেণ্ডু ভাঁটা রাঙ্গা কড়ি।
কন্যা-বর মৃত্তিকার ভাঁড় হাড়িকুড়ি॥
খেলনা খেলিতে দেয় আনন্দিত মনে।
কোলে করি নাচায় অশ্রু বহয়ে নয়ানে॥
দিবানিশি নাহি জানে গোপাল পাইয়ে
কোটি ব্রহ্মানন্দ যবে সমান না হয়ে॥
রাত্রে ক্রোড়ে বিপ্র করয়ে শয়ন।
হাত চাপড়ি অঙ্গে নিদ্রা করায়েন॥

অপ্রাকৃত ভাবের মূর্তবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইয়া ভাবুক ব্রাহ্মণ আনন্দে বিহ্বল—আত্মহারা। শুদ্ধমাধুর্য্যের উপাসনা, কাজেই ঐশ্বর্য্যের লেশাভাসও তাহাতে নাই। পুত্ররূপী ভগবান্‌কে ভাবুক ব্রাহ্মণ নিজে মনের মত করিয়া খাওয়াইতে পরাইতে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গের বস্তু আসিয়া মর্ত্ত্যে ভক্তের সঙ্গে সহজ লীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ভক্ত-ভগবানের এই লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদনেরই বস্তু বটে। ভক্ত ভাবুক ব্রাহ্মণ বাল-গোপাল ভগবানকে মনোভিলাষ মত সাজাইয়া খাওয়াইয়া পরম সুখী। ভগবানও ভক্তের ভাবেই পরমানন্দিত। ভক্ত যাহা করিয়া, যেরূপে সাজাইয়া সুখী, ভগবানও ভক্তের সেই ভাবেই পরম প্রীত। অবিশ্বাসী, নাস্তিকের কাছে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাভিনয়ের কোন মূল্য না থাকিলেও, বিশ্বাসী ভক্তের নিকট যুগ যুগ ধরিয়া এই লীলা সত্যরূপেই প্রতিভাত। বিশ্বাসী ভক্তের কাছে পটের ঠাকুর, মাটির ঠাকুরও কথা বলেন, ভোগ গ্রহণ করেন, বিচিত্র লীলাভিনয় প্রদর্শন করেন। পাষাণদেবতাও প্রাণবন্ত এবং চিন্ময়রূপে ফুটিয়া উঠেন। অপুত্রক ভাবুক ব্রাহ্মণ পুত্রলাভ করিয়াছেন, আর সে-পুত্র যে-সে পুত্র নয়, স্বয়ং ভগবান্ পুত্ররূপে ধরা দিয়াছেন; কাজেই ভগবান্-পুত্রকে লইয়া ব্রাহ্মণের তো অফুরন্ত আনন্দ হইবেই। কোটি ব্রহ্মানন্দও এই সহজ লীলানন্দের কাছে পরাভূত। বাল-গোপালকে লইয়া ভাবুক ব্রাহ্মণ কতভাবেই না মনের সাধ পূর্ণ করিতেছেন। এই ভাবে পরমানন্দেই ব্রাহ্মণের দিন অতিবাহিত হইতেছে। হঠাৎ একদিন দুর্দ্দৈববশতঃ ভগবানের সহজ লীলা বা আচরণে ব্রাহ্মণের মনে সংশয় উপস্থিত হইল।

ভগবানের অলৌকিক-লীলায় প্রতীতি আসিলেও তাহা অনেক সময় স্থায়ী হয় না।

> কম্প্রতি কথয়িতুমীশে
> সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতি।
> গোপতিতনয়া কুঞ্জে
> গোপবধূটি-বিটং ব্রহ্ম ॥
>
> —পদ্যাবলী

যমুনার কুঞ্জে গোপবধূটিলম্পট পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। এ কথা আমি কাহাকেই বা বলি আর সম্প্রতি কেই বা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? সত্যই তো এই ঘটনা অনেকের পক্ষেই বিশ্বাসযোগ্য নহে! ভাবুক ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে টিকাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিতে পারিলেন না। কিম্বা ভগবানেরই ইচ্ছা অন্যরূপ। এই জন্মে ভাবুক ব্রাহ্মণের লীলা-আস্বাদনের সীমা হয়ত এই খানেই।

একদিন রাত্রে ঘরে বিড়াল ডাকয়ে।
গোপাল নিদ্রা না যায় চমকি উঠয়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে বিপ্রের গলা চাপিয়া ধরয়।
কেনে কেনে বলি সাধু বক্ষঃস্থলে লয়॥

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ ভক্তের কাছে বালক-রূপে ধরা দিয়াছেন। কাজেই বালকের মত স্বাভাবিক আচরণই ত তিনি করিবেন। একদিন রাত্রে বিড়ালের ডাকে বালকরূপী ভগবান্ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বালকের পক্ষে এই ভয়টা অস্বাভাবিক নহে। ভয়ে বালক-ভগবান্ ভাবুক ব্রাহ্মণের গলা জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও ছেলেকে বুকে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পুনঃ যখন বিড়াল ডাকিয়া উঠিল বালক গোপাল আবার পূর্ব্ববৎ আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবুক ব্রাহ্মণের মনে তখন এই প্রশ্ন জাগিল, জগতের ভয় যিনি দূর করেন, যাঁহার নামে ভয় বিদূরিত হয়, তিনি আজ সামান্য একটি বিড়ালের ডাকে কেন এত ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবেন?

গোপাল কাঁদিয়া কহে মোরে ভয় করে।
অই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে॥
কোলের ভিতরে দাবি ব্রাহ্মণ কহয়।
না না না না ভয় নাই বিড়াল ডাকয়॥
পুনর্ব্বার আর দিন ঐ মত ডরিল।
ভরসা-বচনে তেঁহো লালন করিল॥

ভাবুক ব্রাহ্মণ এতদিন ধরিয়া শুদ্ধমাধুর্য্যেরই উপাসনা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছেন, কাজেই বিড়ালের ডাকে বাল-গোপালের ভয়কে অন্য কিছু মনে করিতে পারেন নাই। বালকের পক্ষে বিড়ালের ডাক সত্যই ত ভয়ের কারণ। কিন্তু ভাবুক ব্রাহ্মণের মনে এখন ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বিভূতির দিকটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুর্দ্দৈববশতঃ ব্রাহ্মণের মনে আর সেই শুদ্ধমাধুর্য্যের ভাব নাই।

একদিন দ্বিজে কিবা দুর্দ্দৈব ঘটিল।
ঐশ্বর্য্যের ভাব আসি উদয় হইল॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদ্ভুত।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত॥
দেবের দেবতা বিভু কালের যে কাল।
ভয়ের যে ভয় হয়ে যমের করাল॥
বিড়ালের ডাকে ঞিহো ভয় পায় কেনে।
মুগধ বালক প্রায় কান্দে কি কারণে॥

ভগবানের আবার ভয় কি? যিনি জগতের ভয় দূরকারী, তিনি আবার সামান্য একটা বিড়ালের ডাকে ভীত হইতে পারেন? এই চিন্তাধারা তো ঐশ্বর্য্যের, শুদ্ধমাধুর্য্যের নহে। শুদ্ধমাধুর্য্যের উপাসক ভাবুক ব্রাহ্মণের মনে ঐশ্বর্য্যভাব আসিয়া গিয়াছে, কাজেই মাধুর্য্য-মূর্ত্তি বালক ভগবান্ আর তাঁহার নিকট থাকেনই বা কেমন করিয়া? ঐশ্বর্য্যভাবের দরুণই ভাবুক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভগবান্‌কে অন্তর্ধান হইতে হইল।

এতেক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেলা।
ঐশ্বর্য্য ভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিলা॥
ভাবান্তর বুঝি কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা।
হাহাকার করি বিপ্র ভূমেতে পড়িলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিধিহারা কঙ্ক যেন, মণিহারা ফণী।
শিরে করাঘাত করি, উচ্চ করি ধ্বনি ॥
দৈববাণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি।
এবে তব হৈল অন্য ভাবান্তর মতি ॥
অতএব পুনঃ দেখা না পাবে এ দেহে।
দেহ অন্তে পাবে মোরে নাহিক সন্দেহে ॥

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভক্তের কাছে ভাব বুঝিয়াই আসেন। এতদিন বা এতক্ষণ ব্রাহ্মণের মনে শুদ্ধবাৎসল্যভাব ছিল, কাজেই ভগবানও বালক রূপেই লীলা-খেলা করিয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই ভগবানকেও ভক্তের ভাব বুঝিয়া অন্তর্হিত হইতে হইল। যাওয়ার সময় ভগবান্ দৈববাণী করিয়া গেলেন 'এ দেহে আর তাঁহার ভগবদ্দর্শন লাভ হইবে না, দেহান্তে ব্রাহ্মণ পুনঃ ভগবানের দর্শন পাইবেন।'

দৈববাণী শুনি তবে স্থির হৈল মন।
সেই দিন নিরখিয়া রহিলা ব্রাহ্মণ ॥
অতেব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাই পাই।
এই দেহে উৎকট মাধুর্য্য পাইল যেই ॥
পুনঃ ভাবান্তরে পুনঃ অন্তর্ধান কৈলা।
দেহান্তে স্বমতে সাধু ব্রজে কৃষ্ণ পাইলা ॥

ঐশ্বর্য্যের উপাসনায় ঐশ্বর্য্যধামপ্রাপ্তিই ঘটে, ব্রজধাম লাভ হয় না। দুর্দ্দৈববশতঃ ব্রাহ্মণের মনে সাময়িক ঐশ্বর্য্যের ভাব আসিয়াছিল। নতুবা ভাবুক ব্রাহ্মণ আজীবনই তো মাধুর্য্যভাবেই ঈশ্বরারাধনা করিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, আগন্তুক ভাব হইলেও, ভাবান্তরের জন্য ভাবুক ব্রাহ্মণ ভগবানকে স্থূলদেহে আর সেই ভাবে পাইলেন না বটে, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ অন্তে ব্রজধামে পুনঃ ভগবানকে মাধুর্য্যমণ্ডিতরূপেই লাভ করিলেন।

প্রিয়-আত্মা-পিতৃ-সখা-গুরু-দৈব মিত্র।
সুহৃদ-ইষ্ট-পতি-ভ্রাতৃ-প্রেষ্ঠ আদি পুত্র॥
কোনো ভাবে চিত্তে যেই সেই হয়ে মুক্ত।
প্রাপ্তির বিশেষ ধাম যথা ভাবযুক্ত॥

যেরূপ ভাব, সেই ভাবানুযায়ীই ভক্তের সেই সেই ভগবদ্ধামপ্রাপ্তি ঘটে। ভাবুক ব্রাহ্মণ দীর্ঘকাল যাবৎ শুদ্ধমাধুর্য্যেরই উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। দৈব-বিড়ম্বনায় তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল মাত্র। এই জন্যই স্থূলদেহে আর তিনি ভগবানকে নিজের বালক পুত্ররূপে পাইলেন না। ভাবরূপী ভগবান্ ভাবের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখিলে আর সেখানে থাকেন না। থাকিলে যে ভাবের বিপর্য্যয় ঘটে। ঐশ্বর্য্যভাবের উদয়ে মাধুর্য্যভাবের অন্তর্ধান স্বাভাবিক। ভগবান তো বাঞ্ছাকল্পতরু। যে যে ভাবে তাঁহাকে পাইতে চায়; তাদের নিকট সেই ভাবে সেই রূপেই ধরা দেন তিনি। ভাবুক-ব্রাহ্মণ মাধুর্য্যভাবেরই উপাসক ছিলেন। দৈববিড়ম্বনায় তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাও ভগবানেরই লীলা। আগন্তুক ভাব তিরোহিত হইলে, ভাবুক ব্রাহ্মণ আবার সেই বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়াই ব্রজধামে ভগবানকে লাভ করিয়া ধন্য-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য এ দেহে নয়— দেহান্তরে।

কেবলা বা শুদ্ধমাধুর্য্যের উপাসনায় অন্য রূপের মিশ্রণ থাকিলে তাহাতে ভাববিপর্য্যয় ঘটে। এই জন্যই দেহান্তরে অর্থাৎ স্বাভীষ্টদেহে ভাবুক ব্রাহ্মণ অভিলষিত ভগবানকে ভাবানুযায়ী লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবচরণামৃতে এতেক বিশ্বাস

ভারতের একদিন এমন সুদিন ছিল যখন ঘরে ঘরে সাধু-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা পরম আগ্রহ এবং আদর সহকারে সম্পন্ন হইত। ঋষিদের উপদেশই ছিল—'অতিথিদেবো ভব' 'অতিথিকে দেববৎ পূজা করিবে'—ইহা শাস্ত্রের বিধান। গৃহস্থ নর-নারীর নিকট অতিথিসেবা ছিল প্রাণবন্ত। বিশ্বাস এবং অটুট প্রত্যয় লইয়া সকলেই নারায়ণ-জ্ঞানে সমাগত অতিথিকে সেবা পূজা পরিচর্য্যা করিতেন। মতবাদ লইয়া অনর্থক দ্বন্দ্ব করিয়া অমূল্য সময় তাঁহারা নষ্ট করিতেন না। সেবার সুযোগ পাওয়া তাঁহারা পরম ভাগ্যই মনে করিতেন। ভগবদ্‌জ্ঞানে সেবা-পূজা করিয়া প্রত্যেকের অন্তরই তৃপ্তিতে ভরপূর হইয়া থাকিত। সেই শুভদিনের আদর্শচরিত এক রাজা-রাণীর অতিথি-সেবার কথাই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব এই প্রবন্ধে।

হরিভক্ত এক মহারাজা ভক্তসেবী।
উদারচরিত্র যে শাস্ত্রজ্ঞ মহাকবি॥
দৃঢ়ব্রত ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবে পিরীতি।
এক ভক্তরাজ আসি হইল অতিথি॥
পাদ ধৌত আদি করি আসন ভূষণ।
ভোজন করায়্যা কৈল অনেক স্তবন॥
বৈষ্ণবের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজন।
রাণীর সহিত হৈল প্রণয়ে মগন॥
বৈষ্ণব বিদায় হৈয়া চাহে যাইবারে।
কিছুকাল রহ রাজা কহে বারে বারে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ হইল—সাধু-বৈষ্ণবে প্রীতি। বর্ত্তমান কালে অতিথির প্রতি অনাদর-অবজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এইরূপ ছিল না। অতিথিকে বিদায় করিতে পারিলেই যেন পরিত্রাণ লাভ হইল—আজকাল এইরূপ ভাবেরই প্রাধান্য। কিন্তু পূর্ব্বে অতিথিকে ঘরে স্থান দিয়া দিনের পর দিন সেবা করিতেও গৃহস্থের মনে কুণ্ঠা দেখা দিত না। রাজা-রাণী উভয়েই বৈষ্ণবসেবা করিয়া নিজেদের ধন্য কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। ভক্তরাজ অতিথি রাজগৃহে দুই একদিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। কিন্তু রাজা-রাণীর প্রাণগত ইচ্ছা কিছুকাল বৈষ্ণবসেবা করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করেন।

এই মত বৎসরেক বৈষ্ণব রহিল।
পুনঃ আর নাহি রহে কোমর বান্ধিল॥
রাজা প্রাণ ত্যজিবারে উদ্যুক্ত হইল।
রাণী উৎকণ্ঠায় এক যুক্তি ঠাহরিল॥
অনেক মিনতি করি কহিল বৈষ্ণবে।
আজ দিন রহ কালি সকালে যাইবে॥
বহু উপরোধ সাধু সেদিন রহিলা।
রাত্রে নিজপুত্রে রাণী বিষ খাওয়াইলা॥
মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিলা।
অন্তঃপুরে রোদনের ধ্বনি উথলিলা॥

একদিন দুইদিন করিয়া রাজগৃহে অতিথি এক বৎসর অবস্থান করিলেন। এইবার অতিথি যাওয়ার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজা-রাণী অতিথি চলিয়া যাইবেন এই সংবাদ শুনিয়াই মর্ম্মাহত হইলেন। আর একটি দিন মাত্র অতিথিকে থাকিবার জন্য রাণী অনুরোধ করিলেন। অগত্যা অতিথি সম্মত হইলেন। কি করিয়া অতিথির যাওয়ার সঙ্কল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যক্ত হয় রাণীর মনে তাহার একটি অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইল। রাণী নিজ পুত্রকে বিষ প্রয়োগ করিলেন। রাত্র প্রভাতে অন্তঃপুরে পুত্রবিয়োগে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

প্রাতে সাধু চলিবার উদ্যোগ করিতে।
দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রেরিতে॥
মহাশয় রাজার যে পুত্রটি মরিল।
কান্দিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল॥
দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয়।
স্বতন্তর ইচ্ছা তব যেবা মনে লয়॥

দাসীর মুখে দুর্ঘটনার সংবাদ এবং রাজা-রাণীর শোক-বিহ্বল অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া অতিথি মহাশয় চিন্তায় পড়িলেন। এতদিন রাজার অন্ন সেবন করিয়া এই দুঃসময়ে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তিনিও উচিত মনে করিলেন না।

বৈষ্ণব ভাবেন মনে এতেক প্রণয়।
বিপদ সময় যাওয়া উচিত না হয়॥
বিবেচনা করি পুনঃ কোমর খুলিলা।
রাজা-রাণী মনে মহা আনন্দিত হৈলা॥
অন্তঃপুরে গেল রাজা সান্ত্বনা করিতে।
দেখে গিয়া রাণী বসিয়াছে আনন্দিতে॥
সাধু কহে এতো তব আহ্লাদের কাল।
নহে যে তথাপি দেখি আনন্দ উথাল॥

অতিথি-বৈষ্ণবের যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। রাজা-রাণী উভয়েই আনন্দিত হইলেন। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন রাণীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে, কেন না রাজাও পুত্রের মরণ-রহস্য সম্পর্কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই জানিতেন না। তিনি অন্তঃপুরে গিয়া দেখেন রাণীর মনে একটুও বিমর্ষ ভাব নাই, বরঞ্চ রাণী বেশ আনন্দেই আছেন। সাধু-বৈষ্ণব পর্য্যন্ত রাণীর এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাণী এতক্ষণে আসল রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ।
বিষ খাওয়াইলু পুত্রে তোমারি কারণ॥
পাদোদক দেহ পুত্র বাঁচিবে এখনি।
কৃপা করি দিন কথো থাকহ আপনি॥
পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিলা।
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে যেন চমকি উঠিলা॥
বিশেষ শুনিঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া।
সাধুর আশ্চর্য্য হৈল চমকিত হিয়া॥
বিচার করিল মনে এ হেন সৎসঙ্গ।
সদাই যাহার সনে কৃষ্ণকথা রঙ্গ॥
ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভে কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥

রাণীর মুখে আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৈষ্ণব-অতিথি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। মৃত বালককে বৈষ্ণবের পাদোদকই পুনঃ প্রাণ দান করিল। রাজপুত্র পাদোদক পান করিয়া যেন নিদ্রাভঙ্গ হইতে চমকিয়া উঠিলেন। রাণীর প্রাণে এই অটুট বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পুত্র কিছুতেই মরিবে না। কেন না বাড়ীতে বৈষ্ণব আছেন, বৈষ্ণবের পাদোদক পাইতেও বিলম্ব হইবে না। রাণীর এই দুঃসাহসিক কার্য্য এবং অটুট প্রত্যয় দেখিয়া বৈষ্ণব-অতিথির পর্য্যন্ত চক্ষুরুন্মীলন হইয়া গেল। এই সিদ্ধস্থান ছাড়িয়া এবং প্রকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব আর শ্রেষ্ঠস্থান পাইবেন কোথায়? বৈষ্ণব রাজা-রাণীর আলয়কেই নিত্যসিদ্ধধাম বলিয়া গণ্য করিলেন।

রাণীরে কহেন তব এ হেন সদ্গুণ।
পুত্রে বিষ খাওয়াইলা বৈষ্ণব কারণ॥
বৈষ্ণব-চরণামৃতে এতেক বিশ্বাস।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ তব অন্তরে বিলাস॥
তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়ি কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব।

ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবে অটুট শ্রদ্ধা-প্রত্যয়ই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাসে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আর বিশ্বাসহারা হইলেই দুর্গতি আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব পাদোদকই আসল মৃতসঞ্জীবনী সুধা। গুরু-বৈষ্ণবে অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি-প্রীতি থাকিলে কি হয়, রাণী তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলেন জগদ্বাসীকে। বৈষ্ণব-পাদোদকে প্রাণ-দানের ক্ষমতা আছে, ইহা শুধু শুনা কথা নয়, রাণী তাহা প্রত্যক্ষ গোচরীভূত করাইলেন সকলের। বিশ্বাসই আসল প্রাণ, বাহিরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাহার কাছে কিছুই নয়। বিষের ক্ষমতা অপেক্ষা বৈষ্ণব-পাদোদকের মহিমা যে বেশী, জগৎ তাহা জানিতে পারিল। এই অচল অটল বিশ্বাসই ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ্।

শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দ-সাগরে।
মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে॥
রাজন্ বৃত্তান্ত সব বিশেষ শুনিঞা।
রাণীরে প্রশংসে বহু গদ গদ হিয়া॥
বৈষ্ণব থাকিল বলি উৎসাহ হইল।
খয়রাত করি নহবত বসাইল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন ধর্ম্মপ্রাণা—ভক্তিপ্রাণা রাণী, তেমনি ধর্ম্মপ্রাণ—বৈষ্ণবগত প্রাণ রাজা। রাণীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। বিষদানে পুত্রের মৃত্যু এবং বৈষ্ণব-পাদোদকে মৃতপ্রাণে পুনর্জ্জীবন--এই দুই অলৌকিক ঘটনা অতিথি-বৈষ্ণবকে মুগ্ধ বিস্মিত করিয়া ফেলিল। তিনি রাজগৃহকেই পরম তীর্থ ভাবিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবে পিরীতি।
কিবা সুচরিত্র নিষ্ঠা কিবা ভক্তিরীতি॥
আমরা অভাগ্যবন্ত জন্ম অকারণ।
শিশ্নোদরপরা মাত্র বৃথাই জীবন॥
হে হে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাণী।
এ দুর্গত জনে অবলম্বন দেহ পাণি॥
তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিভব।
সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে তব॥

ভক্তকৃপালাভই ভক্তিলাভের অমোঘ অব্যর্থ উপায়। তাই গ্রন্থকার বৈষ্ণবপ্রেমী রাজারাণীর কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। এইরূপ ভক্তের কৃপাতেই জীবন-জনম ধন্য হয়। কবে আমাদের এইরূপ বৈষ্ণবপ্রীতি দেখা দিবে? 'ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল আর ভক্তভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল'—বৈষ্ণব মহাজনের উপদেশ-বাণীর প্রতি যেন আমাদের অটুট প্রত্যয় বা বিশ্বাস জন্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব আর শ্রেষ্ঠস্থান পাইবেন কোথায়? বৈষ্ণব রাজা-রাণীর আলয়কেই নিত্যসিদ্ধধাম বলিয়া গণ্য করিলেন।

রাণীরে কহেন তব এ হেন সদ্‌গুণ।
পুত্রে বিষ খাওয়াইলা বৈষ্ণব কারণ॥
বৈষ্ণব-চরণামৃতে এতেক বিশ্বাস।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ তব অন্তরে বিলাস॥
তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়ি কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব।

ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবে অটুট শ্রদ্ধা-প্রত্যয়ই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাসে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আর বিশ্বাসহারা হইলেই দুর্গতি আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব পাদোদকই আসল মৃতসঞ্জীবনী সুধা। গুরু-বৈষ্ণবে অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি-প্রীতি থাকিলে কি হয়, রাণী তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলেন জগদ্বাসীকে। বৈষ্ণব-পাদোদকে প্রাণ-দানের ক্ষমতা আছে, ইহা শুধু শুনা কথা নয়, রাণী তাহা প্রত্যক্ষ গোচরীভূত করাইলেন সকলের। বিশ্বাসই আসল প্রাণ, বাহিরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাহার কাছে কিছুই নয়। বিষের ক্ষমতা অপেক্ষা বৈষ্ণব-পাদোদকের মহিমা যে বেশী, জগৎ তাহা জানিতে পারিল। এই অচল অটল বিশ্বাসই ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ্।

শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দ-সাগরে।
মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে॥
রাজন্ বৃত্তান্ত সব বিশেষ শুনিঞা।
রাণীরে প্রশংসে বহু গদ গদ হিয়া॥
বৈষ্ণব থাকিল বলি উৎসাহ হইল।
খয়রাত করি নহবত বসাইল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন ধর্ম্মপ্রাণা—ভক্তিপ্রাণা রাণী, তেমনি ধর্ম্মপ্রাণ—বৈষ্ণবগতপ্রাণ রাজা। রাণীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। বিষদানে পুত্রের মৃত্যু এবং বৈষ্ণব-পাদোদকে মৃতপ্রাণে পুনর্জ্জীবন--এই দুই অলৌকিক ঘটনা অতিথি-বৈষ্ণবকে মুগ্ধ বিস্মিত করিয়া ফেলিল। তিনি রাজগৃহকেই পরম তীর্থ ভাবিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবে পিরীতি।
কিবা সুচরিত্র নিষ্ঠা কিবা ভক্তিরীতি॥
আমরা অভাগ্যবন্ত জন্ম অকারণ।
শিশ্নোদরপরা মাত্র বৃথাই জীবন॥
হে হে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাণী।
এ দুর্গত জনে অবলম্বন দেহ পাণি॥
তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিভব।
সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে তব॥

ভক্তকৃপালাভই ভক্তিলাভের অমোঘ অব্যর্থ উপায়। তাই গ্রন্থকার বৈষ্ণবপ্রেমী রাজারাণীর কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। এইরূপ ভক্তের কৃপাতেই জীবন-জনম ধন্য হয়। কবে আমাদের এইরূপ বৈষ্ণবপ্রীতি দেখা দিবে ? 'ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল আর ভক্তভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল'—বৈষ্ণব মহাজনের উপদেশ-বাণীর প্রতি যেন আমাদের অটুট প্রত্যয় বা বিশ্বাস জন্মে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি

প্রত্যহ ভগবৎ-লীলাকথা শ্রবণ ভক্তের সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ।

'সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা
কায়মনে করিয় সুসার'।'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই পদাবলীর মধ্যে সাধন কাহাকে বলে, সুন্দরভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবানের লীলাস্মরণই সর্ব-শ্রেষ্ঠ সাধন। দাসাদি ভক্তগণের লীলাস্মরণাত্মক সমাধি পর্য্যন্ত হয়। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের অশেষ কল্যাণগুণের—লীলা স্মরণ, পরিকরলীলা স্মরণ এবং সেবালীলা স্মরণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবৎ-লীলা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিতে করিতে দেহস্মৃতি লুপ্ত হইয়া সমাধি অবস্থা পর্য্যন্ত আসিয়া যায় ভক্তের। লীলা-স্মরণাত্মক সমাধিই ভক্তের কাম্য, তাঁহারা অন্য কোন সমাধি চাহেন না। ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে এমন তন্ময়তা আসিয়া যায় ভক্তচিত্তে, যেন তাঁহারা বর্ণিত লীলাকে প্রত্যক্ষভাবে সম্মুখে দর্শন করেন। যে লীলা ভক্তের শ্রবণ-সুখকর নহে, তাহা যদি পাঠক বর্ণনা করেন, তাহা হইলে ভক্ত তাহার প্রতিকার করিতে পর্যন্ত উদ্যত হন।

ভাল অভিনেতা, ভাল বক্তা বা পাঠকের কথায় দর্শক বা শ্রোতা সম্বিৎহারা হইয়া পড়েন। অত্যাচারের ঘটনা দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিনেতার দিকে নাকি পায়ের চটি খুলিয়া নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। ভাল নাট্যাভিনয় এবং ভাল পাঠকের পাঠ শুনিয়া বাস্তবিকই তন্ময় হইয়া যায় দর্শক বা শ্রোতৃবৃন্দ। ভক্তের লীলাস্মরণাত্মক সমাধি অবস্থাতেও এইরূপ আত্মহারা ভাব উপস্থিত হয়। পাঠকের পাঠ বা অভিনেতার অভিনয়কে তখন সত্য বলিয়াই মনে হয়। পাঠকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠ শুনিতেছি, অভিনেতার অভিনয়মাত্র দেখিতেছি—এই জ্ঞান তখন থাকে না। ত্রেতাযুগের সীতাহরণ-লীলা শুনিয়া এক ভক্তের কিভাবে দেশ-কাল-জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল, ভক্তমালে বর্ণিত সেই প্রবন্ধেরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি।
শ্রীরামচন্দ্রেতে অসাধারণ পিরীতি॥
এক বিপ্রস্থানে সদা রামায়ণ শুনে।
রাজার বিশেষ প্রেম বিপ্র ভাল জানে॥
সর্ব্বলীলাকথা কহে যথা স্রোত বহে।
সীতার হরণ কথা বিপ্র নাহি কহে॥
দৈবাৎ ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইলা।
অন্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিতে লাগিলা॥

ভক্তদাস নামে এক শুদ্ধমতি মহারাজা ছিলেন। তিনি প্রত্যহ এক ব্রাহ্মণের নিকট রামায়ণ-পাঠ শুনিতে যাইতেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহারাজার ছিল অসাধারণ প্রেমভক্তি। তাঁহার ভাব বুঝিয়া পাঠক বিপ্র কোনদিন সীতাহরণ লীলাটি তাঁহার নিকটে কীর্ত্তন করিতেন না। সীতাহরণ লীলা মহারাজার নিকট অসহনীয় ছিল। যে রামায়ণ পাঠকের নিকট মহারাজা পাঠ শুনিতে যাইতেন, হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় অগত্যা অন্য এক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি পাঠ শুনিতে গেলেন।

রাজার প্রেমের তেঁহো স্বভাব না জানে।
উপস্থিত হৈল সীতাহরণ আখ্যানে॥
রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেল।
শুনিতেই নৃপচিত্তে ক্রোধ উপজিল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেঙ্গা তলোয়ার করি ঘোড়ায় চড়িয়া।
মার মার করি ধাইল লম্ফ দিয়া॥
ক্রোধাবেশে ঘোড়াসহ সমুদ্রে পড়িল।
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃত রক্ষা কৈল॥
হরির চরণে যার প্রণয় সঞ্চরে।
কাল যে পলায় ভয়ে মৃত্যু ভাগে ডরে॥
সমুদ্র তথায় পূজা সম্মান করিল।
রাজা ক্রোধে বলে রাবণিয়া কোথা বল॥

নূতন পাঠক ত ভক্তদাসের অন্তর্নিহিত ভাব কিছুই জানিতেন না, কাজেই অবাধে সীতাহরণ আখ্যান পাঠ করিলেন। পাঠ শুনিতে শুনিতে ভক্তদাস রাজার অর্দ্ধ-বাহ্যদশা বা আবেশাবস্থা উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিতেছে। শুনামাত্র রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তলোয়ার লইয়া রাবণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। ক্রোধাবেশে রাবণকে অনুসরণ করিতে গিয়া রাজা ঘোড়াসহ সমুদ্রে পড়িলেন। ভক্তের পরশ পাইয়া সমুদ্রাধিপতি স্বয়ং আসিয়া ভক্তদাস রাজাকে সম্মান-পূজা করিলেন। রাজা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাবণিয়া বেটা কোথায় গেল আমাকে বল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার সম্মুখে সে সীতাহরণ করিবার সাহস রাখে? ওকে আচ্ছা শিক্ষা দিব আমি। আবেশে যখন ভক্তদাস রাজার এই অবস্থা, তখন দয়াল শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন।

হেনকালে দয়াল শ্রীরামচন্দ্র আসি।
কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেয়সী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভাগ্যবান মহারাজার সম্মুখে।
দাণ্ডাইলা মুচকি হাসিয়া চন্দ্রমুখে॥
তথাচ সম্বিত নাহি করে মার মার।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর॥
রাবণিয়া বেটারে যে বধিয়া জানকী।
আনিনু এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী॥

ভক্তের ভক্তিতে মুগ্ধ-অবশ হইয়া জানকীসহ নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। ভক্তের আবেশ অবস্থা দেখিয়া তিনি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। তবুও ভক্তের সম্বিৎ বা বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। তখন রাজার ইষ্টদেবতা তাঁহার হাত ধরিলেন। আবেশাবস্থাতেই শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্তদাস রাজা বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ, আমি রাবণবেটাকে বধ করিয়া চন্দ্রমুখী জানকী-দেবীকে আনিয়াছি।" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীহস্তের পরশ পাইয়া এতক্ষণে ভক্তদাস রাজার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজার বাহ্যজ্ঞান ছিল না বটে, ভিতরে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সজাগই ছিলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশা হইতে রাজা ভগবানের পরশ পাইয়া বাহ্যদশায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার অভীষ্টদেবতা সম্মুখেই প্রকটমূর্ত্তিতে বিরাজমান। ধন্য ভক্তের লীলা-স্মরণ, ধন্য ত্রৈলোক্যমোহন কৃপালু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র।

যথার্থ অনুভব বা সাক্ষাৎকার ইহাকেই বলে। ভক্তিসন্দর্ভের ভাষায় বলা চলে—"প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ, স চান্তর্বহিঃসাক্ষাৎকারলক্ষণঃ"। অন্তরে বাহিরে দর্শন হওয়া চাই। আবেশাবস্থায় অন্তরে যাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছিলেন রাজা, বাহ্যচৈতন্যে তাঁহারই দর্শন পাইলেন তিনি। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থা একাকার হইয়া গেল। কোন্‌টা স্বপ্ন, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্‌টা বাস্তব তাহার ভেদরেখা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়া গেল। স্বপ্নেও রাজার বাস্তব দর্শন হইল, বাস্তবেত দর্শন হইলই।

তখন চেতন পাইয়া সম্মুখে দেখয়।
চমৎকার ত্রৈলোক্যমোহন রূপ হয়॥
অনিমেষে চাহি মনে বিতর্ক করয়।
এ কি অপরূপ রূপ চমৎকার হয়॥
নব কাদম্বিনী সহ স্থির সৌদামিনী।
কিংবা মত্ত অলি সহ বিকচ নলিনী॥
কিংবা নীলকঞ্জ সহ সোণার ভ্রমরী।
অথবা অঞ্জনপুঞ্জে হেমের গাগরি॥
নবঘনে উদিত বা শরদ চন্দ্রিকা।
নবীন তমালে কিংবা স্বর্ণের লতিকা॥
এতেক চিন্তিয়া গলদশ্রুধারা বহে।
শতবার মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়য়ে॥

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরেও রাজা ইষ্টদেবতার অপরূপ রূপ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ অনির্ব্বচনীয়, সুন্দর ভগবানের সুন্দর রূপ বর্ণনা অসম্ভব। তবুও ভক্তচক্ষে ফুটিয়া ওঠা রূপের ধ্যান-বর্ণনা করিয়াছেন ভক্তই। কিছুক্ষণ ভক্তের সঙ্গে আমরাও ধ্যান-তন্ময়-চিত্তে ভগবানের অপরূপ রূপমাধুরী আস্বাদন করি।

শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া ভক্তদাস রাজা বর্ণনা করিতেছেন। 'মনে হইতেছে যেন নূতন মেঘশ্রেণীর মধ্যে স্থির বিদ্যুৎ, কিংবা মত্ত অলিসহ প্রস্ফুটিত পদ্ম। কিংবা নীলপদ্মের সঙ্গে সোণার ভ্রমরী, অথবা কাজলসমূহে সোণার ঘড়া বা কলসী, নবঘনে উদিত শারদীয় জ্যোৎস্না, নবীন তমালে স্বর্ণলতা।' রূপ বর্ণনা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে রূপচিন্তা করিতে হয়। রাবণ সীতাহরণের বেলায় শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া যায় নাই। রামচিন্তার ফলে সীতাহরণরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকিবে না, এইজন্য রাবণ রামরূপ ধারণ করে নাই। শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর রূপ চিন্তা এবং বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্তদাস রাজার নয়ন হইতে গলদশ্রুধারা বহিতে লাগিল। শতবার তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। ভক্তের এই দুর্লভ দশা বা অবস্থা দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—

রামচন্দ্র কহেন যে বাঞ্ছা থাকে কহ।
ত্রৈলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ॥

ভক্তের প্রতি ইষ্টদেবতা সুপ্রসন্ন, কাজেই তিনি বর দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু ভক্ত যে ইষ্ট ছাড়া আর অন্য কিছুরই প্রার্থী নহেন।

তেঁহো কহে কি চাহিব তোমার অধিক।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক্ ধিক্॥
এই রূপ রত্নযুগ আমার হৃদয়।
সদা ঝকমক করে করিয়া উদয়॥
সর্বেন্দ্রিয় মগ্ন যেন অনন্য বিষয়।
থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয়॥

ভক্ত—ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ কিছুরই অভিলাষী নহেন, ভক্তের লক্ষ্য ভগবৎ-শ্রীপাদপদ্ম। রাজা এই বরের প্রার্থী হইলেন যে, যুগলরূপ যেন তাঁহার অন্তরে সদা ঝক্মক্ করে। অনন্যবিষয় হইয়া যেন তিনি ভগবানে সর্ব্বেন্দ্রিয়কে মগ্ন রাখিতে পারেন। ভগবৎচিন্তায় বা ধ্যানে যেন তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় আপ্যায়িত হয়।

প্রভু কহে তথাস্তু যে তাহাই হইবে।
এখন রাজত্ব কর পিছে মোরে পাবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের প্রার্থনায় ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া এখন গিয়া স্বধর্ম্মপালন অর্থাৎ রাজ্যশাসন করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন রাজাকে। কর্ত্তব্য সমাপনান্তে আবার ইষ্টদর্শন এবং ইষ্টধামপ্রাপ্তি ঘটিবে—এই আশ্বাসও ভগবান্ ভক্তকে দিয়া গেলেন।

তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা।
পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা॥

রাজার মনস্কাম সিদ্ধ হইলে, পুনঃ রাজা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভক্তের ভাগ্যলাভের জন্য ব্রহ্মা শিবও ব্রতী। এইরূপ ভক্তের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া জগদ্বাসী ধন্য।

তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি।
যে সৌভাগ্য লাগি ব্রহ্মা শিব আছে ব্রতী॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদী সতীর অসাধারণ মহিমা

মহাভারতে সতী দ্রৌপদীর চরিত্র সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়াও ভগবৎকৃপালাভে জীবন ধন্য করিতে পারা যায়। এইসব আদর্শচরিত্র নারীর জীবন-কথা আলোচনায় মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা উপলব্ধি হয়। আজ ভারতের দুর্দশা কেন? রামায়ণ ও মহাভারতের উন্নত চরিত্রের নর-নারীর কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া। আলোচনা-চর্চ্চার অভাবে আমাদের দেশেরই ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। নিখুঁত আদর্শে পরিপূর্ণগ্রন্থ রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, ত্যাগ-সংযমে, তিতিক্ষায়, অতিথিপরায়ণতায় ও শিক্ষায়-দীক্ষায় এ দেশ কত উন্নত ছিল। দেহে-মনে-প্রাণে বলিষ্ঠ হইয়াও সকলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। বিপদনিবারণে পৌরুষ বা সামর্থ্য থাকা ত চাই-ই, সর্বোপরি বিপত্তারণের কথাও মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। আত্মশক্তিতে মানুষ দম্ভ-অহঙ্কারী হইয়া উঠিলে, কি ভাবে মানুষের পরাজয় ঘটে এসব কথা আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস মহাভারতে বর্ণিত আছে। রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ, সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে উন্নত আদর্শ। এইসব আদর্শ দিব্য-জীবনপ্রসঙ্গ যত আলোচিত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। ভক্তমালে বর্ণিত দ্রৌপদীর দিব্যচরিত্র অবলম্বনে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব আমরা।

দ্রৌপদী সতীর অসাধারণ মহিমা।
গুণের সাগর যার নাহি হয় সীমা ॥
যাঁর গুণ গাহিতে ভারত-ইতিহাস।
উল্লাসে উপরি ঘন ঝুপরি বহে শ্বাস ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং মহাভারত, গুণের সাগর দ্রৌপদীর গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। ভগবৎকৃপাশ্রিতার জীবনেও কত রকমের বিপদ আসে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিপদে ধৈর্য্যহারা না হইয়া কি ভাবে সেই সব উন্নতচরিত্রের সাধক-সাধিকা ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজ সেই সব কথাই আমাদের স্মরণীয়।

সভা মধ্যে লইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসন।
বিবস্ত্রা করিতে করে বস্ত্র আকর্ষণ॥
'কৃষ্ণ হে' বলিয়া সতী ডাকে উচ্চস্বরে।
উৎকণ্ঠা হইয়া আসি বস্ত্ররূপ ধরে॥

লজ্জাই নারীর ভূষণ। দুর্ম্মতি দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে কেশাকর্ষণ করিয়া টানিয়া সকলের সম্মুখে বস্ত্রহীনা করিতে উদ্যত হইল। নিরুপায় হইয়া দ্রৌপদী তখন আত্মসমর্পণ করিলেন লজ্জানিবারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কাছে। 'কৃষ্ণ হে' বলিয়া দ্রৌপদী যখন করুণ আর্ত্তনাদ করিলেন, ভগবান্ তখন বস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। বিপক্ষের আপ্রাণচেষ্টা দ্রৌপদীকে বস্ত্রহীনা করা, আর অন্তর্য্যামী ভগবানের চেষ্টা ভক্তের মানরক্ষা করা। আসুরিক শক্তি এবং দেব-শক্তির মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব চলিল।

বিপক্ষ যতেক বস্ত্র টানিয়া খসায়।
ততই আইসে তার শেষ নাহি হয়॥
মহারাজগণ সভে বুঝিলেন মর্ম্ম।
অনুভাবে পাণ্ডব-নাথের এই কর্ম্ম॥

বিপদে পড়িয়া অসুরও ভগবানের দোহাই দেয় আবার ভক্তও ভগবানের দোহাই দেয়। ভগবান্ কর্ণপাত করেন ভক্তের ডাকেই। দানব-দৈত্য-অসুরের উৎপাত হইতে ভক্তকে রক্ষা করা যে ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দায়। এইজন্যই তো বারংবার তাঁর আগমন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র যত টানিতে লাগিল, তদপেক্ষা বেশী বস্ত্র আসিয়া দ্রৌপদীর কোমরে জড় হইতে লাগিল। আসুরিক শক্তির অবসান আছে কিন্তু ভগবৎ-কৃপার অবসান নাই। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণের দায় যে লইয়াছেন স্বয়ং ভগবান্। প্রবল প্রতাপান্বিত অসুর-দানবও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের কাছে আর কি, অর্থাৎ অতীব তুচ্ছ। উৎপাত লাগিয়া না থাকিলে ভগবানের অফুরন্ত কৃপাশক্তিরই বা আবির্ভাব হইবে কেমন করিয়া ?

একদিন দুর্য্যোধনপক্ষের প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা ঋষি পাণ্ডবদের সকলের ভোজনের পরে দশহাজার শিষ্য লইয়া তাঁহাদের কুটিরে অতিথিরূপে উপস্থিত। উদ্দেশ্য—পাণ্ডবদের বিব্রত, অপ্রতিভ করা এবং সঙ্কটে ফেলিয়া অপমানিত করা। সকলেই উদ্বিগ্ন এবং চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। সূর্য্যদত্ত পাকস্থালীতে পাক করিলে লক্ষ লোককে খাওয়ানো যাইত। দ্রৌপদীর খাওয়া হইয়া গেলে পাত্রে আর কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। শেষবেলায় দ্রৌপদীরও তখন খাওয়া হইয়া গিয়াছে, সেই সময় আসিয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষি হাজির পাণ্ডবকুটিরে। দুর্ব্বাসা ঋষি অগ্নিশর্ম্মা তাহা সকলেই জানে, কাজেই সকলের রীতিমত ভয় হইতে লাগিল।

দুর্ব্বাসা নদীতে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে গিয়াছেন, এদিকে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ সকলেই মহা ভাবনায় পড়িলেন। এবার দুর্ব্বাসা ঋষির প্রকোপে সকলকেই ভস্মীভূত হইতে হইবে।

বুদ্ধিবিপর্য্যয়ও ঘটান তিনি, আবার ঘটে বুদ্ধি দেনও তিনিই। দ্রুপদনন্দিনীর বুদ্ধিতে উপায় উদ্ভাবিত হইল। শরণাগতি ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। দ্রৌপদী আকুলপ্রাণে বিপদ্‌হারী মধুসূদনকে ডাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করিলেন। সমূহ বিপদ্ একজন ভক্তের প্রার্থনাতেও কাটে, যদি সেই প্রার্থনা অকপট হয়। সকলের আকুলতা ব্যাকুলতা দ্রৌপদীর মাঝে পুঞ্জীভূত হইয়া প্রার্থনারূপে নির্গত হইল। ভক্তের ডাকে ভগবান্ আর কতক্ষণ নীরব থাকিতে পারেন? দ্রৌপদীর কান্না ভগবানের হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া দিল।

ইহা বলি উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলা।
হেন কালে শীঘ্র কৃষ্ণ উপনীত হৈলা॥
কৃষ্ণ কহে কেনে সখী কান্দ কি কারণ।
চমকিয়া উঠি হর্ষে কহে বিবরণ॥

বিপদের সময় বিপদহারী মধুসূদনের দর্শন পাইয়া দ্রৌপদী বিস্মিতা ও আনন্দিতা হইলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের সখ্যভাব। তাই দ্রৌপদীকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্বন্ধজ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া তোলা। সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে আশ্বাস জাগিয়া উঠিল। তবে আর ভয় নাই, পাণ্ডব-সখা স্বয়ং আসিয়া হাজির। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞানটি উজ্জ্বল থাকিলে সেখানে আর ভয় ভাবনা থাকিতে পারে না। জীব এবং ঈশ্বরের সম্পর্কজ্ঞানটি উজ্জ্বল থাকে না বলিয়াই মনে যত দুশ্চিন্তা আসে। 'সখী' সম্বোধনে দ্রৌপদীর ভিতর আসল স্বরূপজ্ঞানটি ফুটিয়া উঠিল। এখন দ্রৌপদী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, কেন-না পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্যা-সমাধানে ব্রতী হইয়াছেন।

কৃষ্ণ কহে যে হউ সে পশ্চাতে করিহ।
সম্প্রতি আমার ক্ষুধা খাইতে কিছু দেহ॥
বিপদ ভুলিয়া স্নেহে চমকিত হৈল।
কৃষ্ণ মুখ শুষ্ক দেখি অন্তর বিকল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদীর মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকারের জন্য নিজে কিছু আহার্য্য চাহিলেন। বিশ্বম্ভরের তৃপ্তিতেই ত জগৎ তৃপ্ত। দ্রৌপদী ভগবানের শুষ্ক মুখ দেখিয়া স্নেহে কাতর হইয়া পড়িলেন। এখন সখাকে কি খাইতে দেই ?

হা হা ঘরে কিছু নাহি কি দিব খাইতে।
কৃষ্ণ কহে বহু দ্রব্য আছে পাক-পাত্রে ॥
দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া।
কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশ-পাশ চাঞা ॥
দেখয়ে আছয়ে মাত্র এক শাক-কণা।
কৃষ্ণ জোরাবরি দিল বদনে আপনা ॥
বিশ্বম্ভর সেই কণায় তৃপ্ত যদি হৈলা।
জগতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব দূরে গেলা ॥

সকলের ভোজনের শেষে পাক-পাত্রও যেনিঃশেষ। মাত্র শাক-কণা পাত্রে লাগিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দ্রৌপদীর নিকট হইতে যাচিয়া অমৃতরূপে গ্রহণ করিলেন। ভক্ত-ভুক্ত অবশেষের জন্য স্বয়ং ভগবানও প্রার্থী। এতদিন আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, ভক্তই ফেলালবপ্রার্থী বা ভক্ত-ভুক্ত অবশেষের জন্য কাঙ্গাল, কিন্তু আজ বিপরীত ঘটনা ঘটিল। যজ্ঞাবশেষের জন্য স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর আজ ব্যাকুল প্রার্থী। যাহা হউক যজ্ঞাবশেষ শাক-কণা খাইয়া বিশ্বম্ভর তৃপ্ত হইলেন, তাঁহার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইয়া পরম তৃপ্তির ভাব সঞ্জাত হইল।

হোথা ঋষি দশ হাজার শিষ্যের সহিতে।
উদরস্পন্দন কেহ না পারে চলিতে ॥
নানা মিষ্ট সামগ্রীর উদ্গার উঠয়।
হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্ত বুলায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পর সভে সভার মুখপানে চাহে।
উদর ফাটিয়া উঠে সভে সভায় কহে ॥
রাজস্থানে না যাইয়া কারে না কহিয়া।
অমনি শিষ্যের সহ গেল পলাইয়া ॥

পাণ্ডবদের জব্দ করিতে আসিয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিই জব্দ হইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভরের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিও ভুরি-ভোজনের ক্রিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই উদর পরিপূর্ণ হইয়া উদ্গার উঠিতে লাগিল। একজন আরেক জনের মুখের পানে তাকাইয়া দেখেন সকলেরই এক অবস্থা। কাজেই পাণ্ডবালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া নদী-তীর হইতেই সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষি পলায়ন করিলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে স্বয়ং ভগবান্, কাজেই দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহাদের কোন ক্ষতিসাধনে সক্ষম হইবেন কেমন করিয়া?

কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে ত্রৈলোক্যের মাঝে।
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ত্যজে ॥
অতএব কৃষ্ণ-কৃপা পূর্ণ দ্রৌপদীতে।
লজ্জা নিবারিয়া পুনঃ রাখে ঋষি হৈতে ॥
বহু রূপে কৃপা যার কৈল কৃষ্ণচন্দ্র।
অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত ॥
তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে।
কৃষ্ণ-প্রেম ভক্তিনিধি লভ্য যাহা হৈতে ॥

কৃষ্ণ যাঁহাদের পক্ষে, তাঁহাদের পরাজয়, পরাভব নাই। 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥' যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং সখা অর্জ্জুনের মিলনে বিজয়-অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণে যিনি সহায় ছিলেন, আজ দুর্ব্বাসার প্রকোপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেও পাণ্ডবদের তিনিই রক্ষা করিলেন। এত আপন, অমন সুহৃদ সখা যিনি, সেই ভগবানের চরণে সকলেরই শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য। জগতে দুঃখ বিপদ আছে সত্য ; কিন্তু দুঃখহারী, বিপদতারী মধুসূদনও যে আছেন। জীবের সঙ্গে ভগবানের যে প্রীতির সম্পর্ক। প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভগবান্ ভক্তের জন্য সবই করিতে প্রস্তুত।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেকের মহিমা দেখ রত্ন প্রসবিল

শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস দৈবীসম্পদ। এ সম্পদগুলি যাঁহার আছে, অনায়াসেই তাঁহার ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। বিশ্বাস-ভক্তিশূন্য ব্যক্তির হৃদয় হতাশায় পরিপূর্ণ—রিক্ত-শূন্য। শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি লইয়া বস্তুর দিকে তাকাইলে স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার জন্যই বস্তুলাভে বঞ্চিত হইতে হয় আমাদের।

প্রকৃত বৈষ্ণব-মহাত্মা যিনি, তাঁহার ত কথাই নাই, এমন কি বৈষ্ণব বেশধারী মাত্রেই আমাদের নমস্য—পূজ্য। বেশের বা ভেকেরও অপূর্ব্ব মহিমা রহিয়াছে। যে বেশভূষা ঈশ্বরস্মৃতি জাগ্রত করে, তাহাও উদ্দীপন বিভাবের মধ্যেই গণ্য। ময়ূরের নীলকণ্ঠ দেখিয়া মহাপ্রভু নাকি শ্রীকৃষ্ণের আবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কাল তমালবৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বৈষ্ণব-বেশধারীর নিকট যমদূত কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। ভাগবত বস্ত্র বা চিহ্নধারণেরও এতখানি গুরুত্ব। ভেকের মহিমাই যদি এতখানি, না জানি আসল বৈষ্ণবের মহিমা কতখানি। ভক্তমালে বর্ণিত ভেকের মহিমা যে কতখানি, আজ সে সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া নিজেকে ধন্য পবিত্র এবং কৃতকৃতার্থ করিব।

দেহে কুষ্ঠব্যাধি এক রাজার হইল।
এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল॥
ঔষধ করিব রাজহংস-পিত্ত দিয়া।
মান-সরোবর হৈতে আনহ ধরিয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক মহারাজার কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। কোন চিকিৎসক আসিয়া রাজাকে আশ্বাস-প্রদান করিলেন যে, 'কুষ্ঠব্যাধি আমি ভাল করিয়া দিতে পারিব, যদি কোন মতে মানস সরোবরের রাজহংসের পিত্ত আনিয়া আমাকে দিতে পারেন।'

ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংস লাগি।
ব্যাধে দেখি অন্যত্র উড়িয়া যায় ভাগি॥
না পাইয়া ব্যাধগণ খেদিত হইল।
কেহ এক উপায় যুকতি কহি দিল॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুনঃ যাও সভে।
ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না যাবে॥

চিকিৎসকের পরামর্শ মত মহারাজা পশুপক্ষী শিকারী ব্যাধগণকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ব্যাধগণ শত চেষ্টা করিয়াও একটি হাঁসও ধরিতে পারিল না। হিংসাপরায়ণ ব্যাধকে দেখিবামাত্র হংসগুলি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। বিফলমনোরথ হইয়া ব্যাধগণ বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। এই অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া ব্যাধগণকে অভিনব এক পরামর্শ দিল যে, "বৈষ্ণব বেশ পরিধান করিয়া গেলে একটি হংসও উড়িয়া যাইবে না। তোমরা সকলে কার্য্যোদ্ধারের জন্য বৈষ্ণববেশ পরিধান কর।"

এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সভে কৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল॥
মান-সরোবর-হংস অপ্রাকৃতময়।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয়॥
অবিশ্বাসি কর্ম্ম কৈল দুষ্ট ব্যাধগণ।
ধরিয়া লইয়া গেল রাজার সদন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাধের পরামর্শদাতার উপদেশ এবার কার্য্যকরী হইল। ব্যাধগণ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ বৈষ্ণববেশ পরিধান করিয়া মানস-সরোবরে গিয়া উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবের মধ্যে হিংসার ত স্থান নাই, কাজেই হংসরাও নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণববেশধারীকে মানসসরোবরনিবাসী হংসকুল অবিশ্বাস করিবেনই বা কেমন করিয়া? সেখানকার হংসশ্রেণীও যে অপ্রাকৃতময়। বৈষ্ণবে বিশ্বাস যে তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু দুষ্ট ব্যাধগণের ত বেশধারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই? কাজেই দুষ্টমতি এক ব্যাধ নির্ভয়ে বিচরণকারী একটি হংসকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাজার নিকট লইয়া গিয়া উপস্থিত হইল।

বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়া।
আদ্যোপান্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিয়া॥
আপনা ধিক্কার করি ক্ষোভিত হইল।
বৈদ্য হংস নাহি ছাড়ে বধে প্রবর্ত্তিল॥

বৈষ্ণববেশধারী ব্যাধগণকে দেখিয়া এবং তাহাদের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মানস-সরোবরের হংসকে বধ করা দূরে থাকুক মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন রাজা; কিন্তু রাজবৈদ্য হংসটিকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইল। এমন সময় ঈশ্বরপ্রেরিত আরেক বৈদ্য আসিয়া রাজসভায় হাজির হইলেন।

রাজার বিবেক হৈল ভগবানের দয়া।
হংস ছাড়াইতে প্রভু কৈল কিছু মায়া॥
উপযুক্ত এক বৈদ্য তাহার হৃদয়।
প্রেরণ করিলা গেলা রাজার সভায়॥
ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ভাল কৈলা।
পিঞ্জরা হইতে হংস ছাড়াইয়া দিলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিংসার আশ্রয় না লইয়াই নবাগত বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াই রাজার কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ হংসকেও সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করিয়া দিলেন তিনি। অপ্রাকৃতময় হংসকে বধ করিবে কে? তাঁহারা যে ভগবানের নিত্যপার্ষদ। আপনজনকে রক্ষার ভার যে স্বয়ং ভগবানের। বৈষ্ণব ত নিজ রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না। তাঁহাদের রক্ষার ভার স্বয়ং বিশ্বম্ভরের। অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া দুষ্ট ব্যাধেরও মতি পরিবর্ত্তিত হইল। বৈষ্ণব ভেকধারণ নিষ্ফল হইল না। চৈতন্যোদয় হইলে ব্যাধগণেরও আর নিষ্ঠুর হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্তি রহিল না। বৈষ্ণব বেশধারণের অলৌকিক মহিমা দুষ্টচিত্ত ব্যাধগণও উপলব্ধি করিতে পারিল।

ব্যাধগণ বৈষ্ণবের ভেকমাত্র কৈল।
ভেকের মহিমা দেখ রত্ন প্রসবিল॥
ব্যাধগণের মন তখন নির্ম্মল হইল।
আপনা আপনি কিছু বিচার করিল॥
ভেকমাত্র কৈনু মোরা বৈষ্ণব আভাস।
তাহাতে হইল পশুপক্ষীর বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের না জানি যে কেমন মহিমা।
চল ভাই নীচ কর্ম্মে সব দেহ ক্ষেমা॥
কার ঘর কার দ্বার কেবা কার হয়।
ছাড়ি সব চল করি কৃষ্ণের আশ্রয়॥
এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হইল।
সর্ব্বত্যাগ করি বৃন্দাবন বাস কৈল॥

আসলের নকলও যে ভাল এই ঘটনায় তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইল। প্রকৃত বৈষ্ণব না হইয়া ভেকমাত্র পরিধানেরই যদি এত মহিমা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না জানি, খাঁটী বৈষ্ণবের মহিমা কত! কেবল বৈষ্ণব বেশপরিধানেই দুষ্টচিত্ত ব্যাধেরও চিত্তের মোড় ঘুরিয়া গল। হীন কার্য্যে তাহাদের বিতৃষ্ণা-বিরাগ দেখা দিল। তাহারা হীনবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয় লইয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়া গেল।

অতএব এই দেখ ভেকের মহিমা।
স্পর্শমাত্র কৃষ্ণে রতি হইল নিষ্কামা॥
সেই যে নিষ্কাম ভক্ত তাঁহার মহিমা।
ব্রহ্মা শিব আদি যার নাহি পায় সীমা॥
সেই ব্যাধি হউ মোর ত্রাণের কারণ।
মস্তকে আমার ধরু অভয় চরণ॥

যে ব্যাধ হীনবৃত্তির জন্য জগতের নিকট ঘৃণ্য ছিল, আজ বৈষ্ণববেশ ধারণের ফলে জীবনে তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ব্যাধ আজ প্রকৃতই খাঁটি বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছেন। ভেকের মহিমায়, পক্ষীবেশধারী বৈষ্ণবের সংস্পর্শে এবং ধামমাহাত্ম্যে ব্যাধের কুবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া গিয়া আজ সেই ব্যাধই বৈষ্ণব মহাজনে পরিণত হইলেন। গুরুপ্রদত্ত ভেকের মহিমা যে অপার, আজ তাহা আমাদের সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল। বৈষ্ণববেশধারীমাত্রেই যে আমাদের প্রণম্য নমস্য এ সম্পর্কে আর সন্দেহ রহিল না! গুরুপ্রদত্ত সব বস্তুই অমূল্যনিধি। ভেকধারী বৈষ্ণব দেখিলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয়। 'জীবে সম্মান দিবে, জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'—এই মহাজনবাণী যেন আমাদের স্মৃতিপথে চিরজাগ্রত থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবীবরে

লীলাময় ভগবান্। তাঁহার লীলার অন্ত নাই। বেশে কখন তিনি পুরুষ, কখনো বা নারী! লীলাবারিধির লীলা বুঝিয়া শেষ করিবে কে? বাংলা দেশে দুইটি ভাব-প্রবাহ। এক শক্তিধারা, আরেক বৈষ্ণব ধারা। ভক্তি এবং শক্তি—উভয়েরই লীলার পারাপার নাই। কখনো দেখি ঘোর শাক্তকে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী করিয়া তুলিতেছেন, আবার কখনো পরম বৈষ্ণবকে পরম শাক্তে পরিণত করিতেছেন। সবই ইচ্ছাময় এবং ইচ্ছাময়ীর লীলা। বাস্তবিকই শ্যাম-শ্যামা, কালী-কালাতে যে ভেদ নাই এই দেশে পরম সাধক দাশরথি রায়ের নিম্নলিখিত পদাবলীটি অনুধাবন করিলেই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। যথা—

মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী।
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী॥

রামপ্রসাদের পদাবলীতেও এই অভেদের সুরই ঝঙ্কৃত। যথা—'ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী।' 'হরি-হর তোর এক হ'লোনা।' 'অসি-বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে, কর্ম্ম করা আর হ'লোনা।' 'যশোদা নাচাতো গো মা ব'লে নীলমণি; সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী?' 'হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে। একবার হয়ে বাঁকা, দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।' 'অভেদে ভাবরে মন কালা আর কালী। মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী॥' 'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে।' 'মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যামতনু, একই সকল, বুঝিতে নারি।'

শাক্তপদাবলীতে এইরূপ অসংখ্য পদ আছে, যাহার মধ্যে অভেদ সাধনার সুরই সুস্পষ্ট। শক্তিসাধনা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের ভাব এবং বৈষ্ণবসাধনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ মাধুর্য্যের ভাব—দুইটিই পাশাপাশি চলিয়াছে! ভগবদিচ্ছাতেই যখন একটির হয় প্রাধান্য, অন্যটি থাকে তখন স্তিমিত; আবার সময়ে স্তিমিত ভাবই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভগবানের উভয় লীলাই মধুর। তাঁহার ইচ্ছাই মূল—এই কথাটি মনে থাকিলে, তখন আর কোন দ্বন্দ্বই থাকে না।

গাঙ্গরোলের রাজা নাম পিপা হয় শাক্ত।
দেবীর প্রতিমা পূজে অতি অনুরক্ত॥
দৈবাত্ত বৈষ্ণব এক অতিথি হইলা।
হেলা করি যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দিলা॥
রন্ধন করিয়া সাধু খাইয়া বসিলা।
রাজা শাক্ত কৃষ্ণভক্তিবিহীন জানিলা॥
ক্ষোভিত হইয়া কিছু মনোরথ করে।
রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবী বরে॥
তবে এই রাজ্য ধন মানবজনম।
সফল যে হয় নহে কেবল ভরম॥

শাক্ত রাজা শ্রীপিপাজী ছিলেন গাঙ্গরোলের অধীশ্বর। দেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তিনি। ভোগ-মোক্ষকামী রাজা-জমিদারগণকে প্রায়ই শাক্তমতাবলম্বীই দেখা যায়। শাক্তধর্মাবলম্বী রাজার বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি ছিল রীতিমত অবহেলা। একদিন দৈবাৎ রাজগৃহে এক বৈষ্ণব অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অতিথিকে রাজা স্থান দিলেন বটে; কিন্তু তেমন সমাদর করিলেন না। বৈষ্ণব-সাধু হেলায় প্রদত্ত খাদ্য-দ্রব্য দিয়া রন্ধন করিয়া ভোজনান্তে জানিতে পারিলেন, রাজা ঘোর শাক্ত। বৈষ্ণবের মনে দুঃখ এবং প্রার্থনা দুইই জাগিল। এই রাজা যদি দেবীর বরে হরিভক্ত হয়, তবে কতই না আনন্দের বিষয়। রাজ্যধন, মানব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন সবই যে বিফল, হরিভক্তি ছাড়া। রাজার যেন অচিরে হরিভক্তি হয় বৈষ্ণব ভক্ত—মনে মনে এই প্রার্থনা করিলেন।

দেবীর কৃপার পাত্র সহজে রাজন্।
বিশেষ সাধুর কৃপা পরম কারণ ॥
শঙ্খিনী-যোগিনী সহ নিশিতে ভবানী।
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাইয়া আপনি ॥
নিদ্রাকালে রাজার বসিয়া বক্ষঃস্থলে।
হুঙ্কার করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে ॥
আরে মূঢ় সাধু করি মান আপনারে।
অবজ্ঞা করিলি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে ॥
প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান করিবে।
স্তবন করিয়া অপরাধ মানাইবে ॥
যুক্তি যে করিবে তেঁহো তাহাই করিবে।
সর্ব্ব সিদ্ধ সেই যাহে কল্যাণ হইবে ॥

কোন ধর্ম্মের প্রতিই অবহেলা-অবজ্ঞা থাকা উচিত নয়! ভবানীর প্রতি রাজা ছিলেন বিশেষ অনুরক্ত। নিষ্ঠা থাকা ভাল, কিন্তু অন্যের প্রতি অবজ্ঞা থাকাও ত ভাল নয়। কৃষ্ণভক্তের প্রতি অনাদর করায় মা ভবানী রাজার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। রাত্রে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া মা ভবানী রাজাকে শাসন করিলেন এবং সাধু-অবজ্ঞার জন্য অনুতপ্ত হইয়া বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষালন করিতে প্রত্যাদেশ দিলেন। রাজা যাঁহার আশ্রিত সেই মা ভবানীর আদেশকে তিনি উপেক্ষা করেন কেমন করিয়া? এতদিন নিষ্ঠাসহকারে যাঁহার পূজা-আরাধনা করিয়া আসিয়াছেন রাজা, তাঁহার আদেশকে মঙ্গলজনক ভাবিয়া শিরোধার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন তিনি। সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ পাইয়া রাজা প্রাতঃকালে গিয়া অতিথি বৈষ্ণবের শরণাপন্ন হইলেন।

প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব চরণে।
অষ্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে॥
চরণে ধরিয়া বলে কি আজ্ঞা করহ।
অপরাধ ক্ষম আর কি করি বলহ॥
যে আজ্ঞা করহ তাহা করি শিরে ধরি।
বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে ভারী॥

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইয়াছে বৈষ্ণবের মহিমা জগতে প্রচার করিতে, সেই ইচ্ছায় বাধা দিবে কে? রাজা অতিথি বৈষ্ণবমহাজনের পায়ে পড়িয়া ত্রুটি স্বীকার করিলেন এবং কর্তব্য কি তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৈষ্ণব কহেন রাজা তুমি ভাগ্যবান্।
এতাদৃশ দেবী সে তোমারে কৃপাবান॥
আমি যে মানস কৈনু তাহাতে সম্মতি।
হইয়া করিলা আজ্ঞা দিয়া অনুমতি॥
বড়কৃপা কৈলা দেবী কৃষ্ণভক্তি দিলা।
জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈলা॥
অতএব মহারাজ মোর মন কথা।
কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপত্রয় ব্যথা॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুখোল্লাস তাহা আস্বাদহ।
সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাহ॥
ইহার অধিক নহে রাজধর্ম্ম অর্থ।
আর যত দেখ হয় সকলি অনর্থ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত-বৈষ্ণবের মানসিক প্রার্থনায় কাজ হইল। মা ভবানীর কৃপায় রাজা কৃষ্ণভক্তি লাভের পথ পাইলেন কাত্যায়নীর কৃপায় যেমন ব্রজগোপীরা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন, এখানেও সেই ব্যাপার ঘটিল। মা ভবানীর পূজা-আরাধনা সার্থক হইল। স্বপ্নের দর্শন এবং বৈষ্ণবের সমর্থন পাইয়াও রাজা পুনঃ ইষ্টদেবীর নিকট মনের কথা নিবেদন করিতে গেলেন।

তবে রাজা দেবীরে কহয়ে স্তুতি করি।
এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেব্য হরি॥
তাহাতে বুঝিনু মোরে বড় কৃপা কৈলে।
সারাৎসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে॥
রাজ্য ধন পাইয়া যে মানিলাম অর্থ।
এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ॥
অতএব সার ধন দিতে ইচ্ছা কৈলে।
আশ্রয় করি যে কোথা তাহা না কহিলে॥
গুরুপদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া।
তাহা আজ্ঞা কর মোরে করুণা করিয়া॥

'মা! তোমার কৃপায় রাজ্য-ধন পাইয়া এত দিন মত্ত ছিলাম, এখন আবার তোমার কৃপাতেই বুঝিতে পারিয়াছি ও সব আসলে কিছুই নয়। সার ধন কৃষ্ণভক্তি দিতে চাহিতেছ তুমি। কিন্তু সেই ধন আমি কাহাকে আশ্রয় করিয়া পাইব? গুরুপদাশ্রয় লাভ না করিলে ত কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারিব না।' রাজা মা ভবানীর নিকট এই কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। ভক্তের অকপট প্রার্থনায় মা সাড়া দিলেন।

এতেক শুনিঞা দেবী আদেশ করয়।
গুরু রামানন্দ পদ করহ আশ্রয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা ভবানী ভক্ত রাজাকে গুরু রামানন্দের আশ্রয় লইতে সুস্পষ্ট আদেশ প্রদান করিলেন। মায়ের আদেশ পাইয়া শ্রীপিপাজী কাশীতে রামানন্দের চরণাশ্রয় লাভের জন্য উপস্থিত হইলেন।

কাশীতে শ্রীরামানন্দ নিকটে চলিলা।
শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা॥
অবৈষ্ণব পিপারাজা পূর্ব্বেতে জানয়।
অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয়॥

গুরুলাভ ত মুখের কথা নয়? কত পরীক্ষা দিতে হয় পথে। পিপাজী গুরু রামানন্দের নিকট পৌছিয়াও তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। রামানন্দজীর শিষ্যবৃন্দই পথে বাধার সৃষ্টি করিলেন। শিষ্যবৃন্দ গুরু রামানন্দজীকে বলিলেন, রাজার জীবনের পূর্ব্বাধ্যায়ের কথা। তিনি ত শাক্ত—অতএব অবৈষ্ণব! তাহাদের কথা শুনিয়া গুরু রামানন্দজীর মনেও উপেক্ষার ভাব দেখা দিল। কিন্তু পিপাজীও যে দমিবার পাত্র নহেন।

বাহিরে রহিয়া রাজা যোড় হাত করি।
বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি॥
দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল।
শরণ লইনু বলি কান্দিতে লাগিল॥

অন্তর্য্যামী গুরু রামানন্দজী ভিতরের ঘটনা সবই জানিতে পারিলেন। ভগবৎ ইচ্ছাতেই যে পিপাজীর মতিপরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহার আকুল ক্রন্দনে গুরু রামানন্দজীর হৃদয়েও দয়া—অনুকম্পার সঞ্চার হইল।

তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি।
আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারক ব্রহ্ম রাম নাম উপদেশ দিলা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে বড় কৃপা কৈলা॥

গুরু রামানন্দজী রাজাকে তারকব্রহ্ম রামনামে দীক্ষা প্রদান করিলেন। শাম্ভবী দীক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত হইল পিপাজীর প্রাণে। কয়েক দিন পিপাজী রামানন্দ চরণ-সন্নিধানেই অতিবাহিত করিলেন।

অভিমান তেজি রাজা কথোক দিবস।
সেবা কৈল গুরুর করিয়া অভিলাষ॥
গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন্।
বৎসরেক কৈল হরিভক্তির সাধন।
বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন।
হরি-অনুরাগে দৃঢ়তর কৈল পণ॥
বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা।
স্ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে ইহা সভার মতি হয়।
অবশ্য আমার ইহা করিতে যুয়ায়॥

দীক্ষার পর চাই—গুরুসেবা। পিপাজী তাই কয়েকদিন গুরুগৃহে থাকিয়া রাজাভিমান পরিত্যাগ করিয়া মনের সাধে গুরুসেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকিলেন। রাজা ত গৃহী, তাই গুরু রামানন্দ তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। গৃহে ফিরিয়া এক বৎসর হরিভক্তির সাধন করিয়া রাজার মনে বৈরাগ্য দেখা দিল। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া হরিভজনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন তিনি। বিবাহিত স্ত্রীর প্রতিও ত রাজার কর্ত্তব্য আছে। রাজার ইচ্ছা তাঁহার সহধর্মিণীরাও কৃষ্ণভজন পাইয়া জীবন ধন্য করে। ভজনের আস্বাদন পাইলে, তখন অন্যকেও ভজনমুখী করিবার অভিলাষ জাগে অন্তরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা ভবানী ভক্ত রাজাকে গুরু রামানন্দের আশ্রয় লইতে সুস্পষ্ট আদেশ প্রদান করিলেন। মায়ের আদেশ পাইয়া শ্রীপিপাজী কাশীতে রামানন্দের চরণাশ্রয় লাভের জন্য উপস্থিত হইলেন।

কাশীতে শ্রীরামানন্দ নিকটে চলিলা।
শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা॥
অবৈষ্ণব পিপারাজা পূর্ব্বেতে জানয়।
অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয়॥

গুরুলাভ ত মুখের কথা নয়? কত পরীক্ষা দিতে হয় পথে। পিপাজী গুরু রামানন্দের নিকট পৌঁছিয়াও তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। রামানন্দজীর শিষ্যবৃন্দই পথে বাধার সৃষ্টি করিলেন। শিষ্যবৃন্দ গুরু রামানন্দজীকে বলিলেন, রাজার জীবনের পূর্ব্বাধ্যায়ের কথা। তিনি ত শাক্ত—অতএব অবৈষ্ণব! তাহাদের কথা শুনিয়া গুরু রামানন্দজীর মনেও উপেক্ষার ভাব দেখা দিল। কিন্তু পিপাজীও যে দমিবার পাত্র নহেন।

বাহিরে রহিয়া রাজা যোড় হাত করি।
বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি॥
দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল।
শরণ লইনু বলি কান্দিতে লাগিল॥

অন্তর্য্যামী গুরু রামানন্দজী ভিতরের ঘটনা সবই জানিতে পারিলেন। ভগবৎ ইচ্ছাতেই যে পিপাজীর মতিপরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহার আকুল ক্রন্দনে গুরু রামানন্দজীর হৃদয়েও দয়া-অনুকম্পার সঞ্চার হইল।

তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি।
আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারক ব্রহ্ম রাম নাম উপদেশ দিলা ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে বড় কৃপা কৈলা ॥

গুরু রামানন্দজী রাজাকে তারকব্রহ্ম রামনামে দীক্ষা প্রদান করিলেন। শাম্ভবী দীক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত হইল পিপাজীর প্রাণে। কয়েক দিন পিপাজী রামানন্দ চরণ-সন্নিধানেই অতিবাহিত করিলেন।

অভিমান তেজি রাজা কথোক দিবস।
সেবা কৈল গুরুর করিয়া অভিলাষ ॥
গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন্ ।
বৎসরেক কৈল হরিভক্তির সাধন ।
বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন ।
হরি-অনুরাগে দৃঢ়তর কৈল পণ ॥
বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা।
স্ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে ইহা সভার মতি হয়।
অবশ্য আমার ইহা করিতে যুয়ায় ॥

দীক্ষার পর চাই—গুরুসেবা। পিপাজী তাই কয়েকদিন গুরুগৃহে থাকিয়া রাজাভিমান পরিত্যাগ করিয়া মনের সাধে গুরুসেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকিলেন। রাজা ত গৃহী, তাই গুরু রামানন্দ তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। গৃহে ফিরিয়া এক বৎসর হরিভক্তির সাধন করিয়া রাজার মনে বৈরাগ্য দেখা দিল। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া হরিভজনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন তিনি। বিবাহিত স্ত্রীর প্রতিও ত রাজার কর্ত্তব্য আছে। রাজার ইচ্ছা তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণীরাও কৃষ্ণভজন পাইয়া জীবন ধন্য করে। ভজনের আস্বাদন পাইলে, তখন অন্যকেও ভজনমুখী করিবার অভিলাষ জাগে অন্তরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতেক চিন্তিয়া স্বামী রামানন্দ স্থানে।
পত্রী পাঠাইলা এক অস্ফুট বচনে॥
একবার হেথা যদি পদার্পণ হয়।
নিবেদন করিব বিশেষ কিছু হয়॥

রাজ পরিবারের সকলকে লইয়া গুরু রামানন্দের কাছে যাওয়া অপেক্ষা বাড়ীতে তাঁহার পদধূলি পড়াই ত অধিক বাঞ্ছনীয়। পিপাজী গুরু রামানন্দজীর কাছে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

রাজার পাইয়া পত্রী স্বামী চলি আইলা।
রুইদাস-আদি শিষ্যসঙ্গে করি গেলা॥
সম্যক্ প্রকারে রাজা পূজিয়া স্বামীরে।
দীক্ষা করাইল রাণীগণ সভাকারে॥
রাজ্য তেয়াগিয়া রাজা বৈরাগ্য করিয়া।
যাইবারে চাহে গুরু স্থানে নিবেদিয়া॥

কর্ত্তব্যের যে-টুকু বাকী ছিল তাহাও সম্পন্ন হইল। অর্থাৎ রাজা সকল রাণীকেই গুরু রামানন্দ দ্বারা দীক্ষা প্রদান করাইলেন। এখন গৃহত্যাগের অনুমতি চাহিলেন তিনি।

স্বামী তাহে পরম সন্তোষচিত্ত হৈলা।
এই ক্ষণে শুভ বলি অনুমতি দিলা॥
রাজ্য তেজি বৈরাগ্য করিয়া রাজা চলে।
যাইবার কালে সাতরাণী আসি মিলে॥
মোরা সমিভ্যারে যাব সভে আসি বলে।
বিঘ্ন উপস্থিত রাজা পড়িল জঞ্জালে॥
নাহি ছাড়ে কেহো রাজা আপদে পড়িলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী তার স্ত্রীগণে অনেক বুঝাইলা ॥
না মানিল যদি তবে রাজা কিছু কহে ॥
যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর সহে ॥
অলঙ্কার বস্ত্র আদি দূরে তেয়াগিয়া।
নগ্ন বেশে সভামধ্যে আইসহ ফিরিয়া ॥

গুরু আজ্ঞা পাইয়া পিপাজী আনন্দিত হইলেন বটে ; কিন্তু এক নূতন বিঘ্ন দাঁড়াইল পথে। সব রাণীরা দল বান্ধিয়া রাজার সঙ্গে বনে যাইতে উদ্যতা হইলেন। অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাদের প্রতিনিবৃত্ত করা গেল না, তখন রাজা এক অদ্ভুত আদেশ করিলেন তাঁহাদের প্রতি। স্ত্রীধন—অলঙ্কার বস্ত্রাদি। রাজা বলিলেন, যে আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক তাহাকে অলঙ্কার বস্ত্র ছাড়িয়া নগ্ন বেশে আমার কাছে দাঁড়াইতে হইবে। রাজা ভাবিলেন, এই অসম্ভব কার্য্য কেহ করিতেও চাহিবে না, আর আমার সঙ্গেও কেহই যাইতে পারিবে না।

কহিবা মাত্রেতে সীতা নাম ছোট রাণী।
টান মারি ফেলি দিলা হীরা হার মণি ॥
হাত যোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে।
অপরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে ॥
এতো কহি ছেঁড়া এক কম্বল ফাড়িয়া।
পরিয়া লইলা জরিবস্ত্র তেয়াগিয়া ॥
রাজা চমকিয়া স্বামি-মুখপানে চাহে।
এহারে সঙ্গেতে লহ গুরুদেব কহে ॥

পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন ছোট রাণী সীতাদেবী। স্বামীর আদেশ-পালনে আবার লজ্জা কি? রাজাজ্ঞা মাত্র সীতাদেবী বহুমূল্যবান হার-হীরা প্রভৃতি সব পরিত্যাগ করিলেন। উলঙ্গ হইবার আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পর্কে ছোটরাণী রাজার নিকট কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করিলেন—'গুরুর সাক্ষাতে উলঙ্গ হওয়া যে মহা অপরাধ।' মূল্যবান জরিবস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছেড়া এক কম্বল ফাড়িয়া লইয়া তাহাই পরিধান করিলেন সীতা দেবী। গুরু রামানন্দ ছোট রাণীর অসাধারণ ত্যাগ দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া বনে থাকিতে রাজাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। আরও বলিতে লাগিলেন—

হরি অনুরাগী যেই সেই গ্রাহ্য হয়।
যদি বল রমণীর সঙ্গ না যুয়ায়॥
উভয়ের বীতরাগ যদ্যপি জন্মায়।
দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান না রহয়॥
তবে যে পুরুষ-স্ত্রী ভেদ কি রহিল।
সভাই সমান তাহে হরি ভক্তি হৈল॥
ভক্তিপক্ষে বন্ধু সম অবশ্য যে গ্রাহ্য।
রাগপক্ষে রিপু তুল্য যাথে যায় ধৈর্য্য॥
পিপাজীর রাণীর অধিকার অনুরাগ।
উভয় সমান-রীতি বিষয়ে বিরাগ॥
উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা।
অযোগ্য কোথায় যাথে স্বামী আজ্ঞা হৈলা॥
তাহে বিশেষতঃ হরিভক্তের আশ্রয়।
শ্রীমদ্ভাগবতে কহে করিয়া নিশ্চয়॥

সতীনারীর স্বামীই গুরু, স্বামীর আদেশ, তার উপর দীক্ষাগুরুর অনুমোদন—সীতাদেবীর ভাগ্যের অন্ত নাই। স্বামীর সঙ্গে বনে বাস যে স্বর্গবাস তুল্য। সীতাদেবীর উপযুক্ত কার্য্য ত ইহাই। রামের সীতা, আর পিপাজীর সীতা উভয়ের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। রাজাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণভক্ত, রাণীও কৃষ্ণভক্ত। সর্ব্বোপরি গুরু-আজ্ঞা বলবান। গুরু রামানন্দ আদেশ করিয়াছেন সীতাকে লইয়া হরিভজন করিতে। ভক্তি-পক্ষে সীতাদেবী যে পিপাজীর বন্ধুসম। আসক্তি বা রাগপক্ষে স্ত্রীলোক সাধনপথের বিঘ্ন; কিন্তু সীতাদেবীর সঙ্গ যে ভক্তসঙ্গ, সেখানে সঙ্গ যে রিপুর উত্তেজনা না জাগাইয়া চিত্তে জাগাইয়া তুলে ভগবদ্-উদ্দীপনা। রাজা পিপাজী এবং রাণী সীতাদেবী উভয়ের বৈরাগ্য যে তুল্যমূল্য। ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে উভয়ের মধ্যে। গুরু রামানন্দজীও বুঝিয়া শুনিয়াই তুই ভক্তকেই এক সঙ্গে বনগমনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সীতাদেবী ত পিপাজীর ভজনপথের কণ্টক নহেন, বরঞ্চ তুইটি অনুরাগের ধারা একত্র মিলিত হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি যে আরও সহজ-সুগম হইবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ-বিধির কোন প্রশ্নই নাই। তাহা ছাড়া গুরু রামানন্দজী উভয়কে একসঙ্গে ভজনের অনুমতি দিয়াছেন, তার উপর আর কথা কি ?

শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ দ্বিতীয় শ্রীরাম।
তাঁর কৃপা কটাক্ষেতে পূরে সর্ব্বকাম॥
তাহে তাঁর পূর্ণকৃপা তাথে কি সংশয়।
তুর্ঘটনা যার কটাক্ষেতে লয় হয়॥
জগতে না মিলে যাহা সর্ব্বধর্ম্ম করি।
সর্ব্বদেব সেবি মহাতপস্যা আচরি॥
হেন যে তুর্ল্লভ হরিভক্তি যেই দাতা।
তাঁহার কৃপায় রাগনিবৃত্তি কি কথা॥
রাগ-নিবর্ত্তন হরিভক্তি-অঙ্গ নহে।
তথাচ নিবর্ত্ত চাহি বাধা জন্মে যাহে॥
আরো আছে তাতপর্য্য ঐকান্তিক মতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগদোষ নাহি থাকে একান্তী ভকতে ॥
যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য-প্রধান।
ভক্তিমার্গে তেমন অবশ্য নাহি হন।
তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব।
আপনি জন্ময়ে আসি স্থনির্ব্বেদ ভাব ॥

গুরু রামানন্দ দ্বিতীয় রামমূর্ত্তি। পিপাজী বড়ই ভাগ্যবান, নতুবা রামানন্দজীর মত গুরুলাভ ভাগ্যে ঘটিত না। জ্ঞানপথে যেমন বৈরাগ্যই প্রধান, ভক্তিপথে তেমনি ভক্তিই প্রধান। বৈরাগ্য ভক্তের ভিতর আপনি উদিত হয়, তাহার জন্য পৃথক সাধনার প্রয়োজন করে না। ভক্তির গুণে নির্ব্বেদ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। বাসুদেবে ভক্তি হইতেই বিষয়বৈরাগ্য এবং নির্ম্মল জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্‌জ্ঞান উপজাত হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ১।২।৭
ভাগবত

দুর্ল্লভ হরিভক্তি যখন গুরুকৃপায় লাভ হইয়াছে, তখন পিপাজী-সীতাদেবীর ভিতর ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাবও স্বভাবতঃই জাগ্রত হইয়াছে। তাঁহাদের ত্যাগ-বৈরাগ্য বাধ্যতামূলক নহে, হরির জন্য তাঁহারা সর্বত্যাগী হইয়াছেন।

অতঃপর রাজা-রাণীর বিরক্তজীবনের কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা আলোচনা করিব। পরিব্রাজকাবস্থায় তাঁহারা শ্রীদ্বারকাধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

অতঃপর পিপাজীর নানা লীলা-কর্ম্ম।
সকল না কহা যায় কিছু কহি মর্ম্ম।
সীতা সঙ্গে চলে রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া।
মৃত্তিকার করোয়া ছিণ্ডা কম্বল উড়িয়া ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন করি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকানগরী॥
নিত্য শ্রীদ্বারকাধাম নিত্য-লীলা হয়।
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পায়॥
না দেখিয়া মনে বড় দুঃখ উপজিল।
আশ পাশ লোকে সাধু পুছিতে লাগিল॥
এই খানে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী হয়।
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায়॥

বৈরাগীর বেশে পিপাজী এবং সীতা দেবী দেশভ্রমণ বা পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। মুখে তাঁহাদের অনবরত রামনাম! বৈষ্ণবভক্তের নিকট ভগবদ্‌বিগ্রহের ন্যায়, ধামগুলিও নিত্য। মনোজগতে ধাম নিত্য হইলেও, বাহিরে দ্বারকাধাম সন্দর্শন করিতে না পারিয়া পিপাজী এবং সীতামাইজী বড়ই দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। দ্বারকাপুরী ত এইখানেই ছিল; এই ভাবাবেশে তাঁহারা তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন। আশেপাশের লোকদের দ্বারকাপুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা।

হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখিবে।
কলিকাল এখন দেখিতে কোথা পাবে॥
লীলা অন্তে সপ্তরাত্র পরে দ্বারাবতী।
সাগরে ডুবিলা কৃষ্ণ বিরাজয়ে তথি॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর সপ্তরাত্রির মধ্যেই দ্বারকাপুরীকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন ত কলিকাল, দ্বাপরের লীলা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বারকাপুরী সমুদ্রের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই আছেন। এখন তাঁহার অপ্রকট লীলা চলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতো শুনি উৎকণ্ঠাতে সীতার সহিতে।
দরশন হেতু ঝাঁপ দিল সাগরেতে॥
টাবু টুবু করিয়ে ডুবিয়ে রহে দুঁহে॥
তা দেখি রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরে কহে॥
কেমন নির্দ্দয় তুমি দয়ার লেশ নাঞি।
এ কলঙ্ক তোমার জগতে রবে ছাই॥
ভক্ত দুটি ডুবিয়া মরয়ে সিন্ধুজলে।
কৃপা করি দুঁহারে আনহে নিজ স্থলে॥

শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্র মধ্যে দ্বারকাপুরীতে আছেন শুনা মাত্র সীতা সহ পিপাজী ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে। সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছেন দেখিয়া রুক্মিণীদেবী ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। ভক্ত দুইজন যদি এই ভাবে সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যান, তবে কলঙ্ক ত হইবে শ্রীকৃষ্ণেরই। রুক্মিণী.দবী শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন, দুই ভক্তকে নিজ স্থানে আনয়ন করিতে।

তবে কৃষ্ণ গরুড়ে কহিয়ে আনাইলা।
যুগল মোহনরূপ দরশন দিলা॥
হেরিয়ে পরমানন্দে পাইল দুজনে।
চাতক যেমন হর্ষ মেঘদরশনে॥
করিয়া অমৃতপান কথোক দিবস।
রহিলা যে তথায় পাইয়া সেবারস॥

রুক্মিণীর কথায় শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে প্রেরণ করিলেন, ভক্তদ্বয়কে দ্বারকা-পুরীতে আনিতে। স্বস্থানে আনিয়া ভক্ত দুইজনকে যুগলরূপে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। পিপাজী এবং সীতামাইজী ইষ্টদর্শন এবং সেবানন্দে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ কহে তাঁহা দোঁহে আমার আজ্ঞাতে।
দ্বারকা প্রকাশ গিয়া কর উপরেতে॥
নিত্যধাম দ্বারকা বিনাশ কভু নহে।
তবে যে সমুদ্রমগ্ন যাহা লোকে কহে॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার।
লোকে জানাইতে কৈনু লীলার প্রকার॥
সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান মাগি লৈনু।
অসুরমারণ হেতু এ লীলা করিনু॥
অসুর বুঝিবে কৃষ্ণ পালাইয়ে গেল।
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল॥
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অদ্যাপি।
আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদাই চিদ্রূপী॥
তথায় সদাই মুঞি পরিবার সনে।
লীলা-অপ্রকটে থাকি সভে নাহি জানে॥
ভক্তজন জানে মোর সদা নিত্যলীলা।
অসুর স্বভাবে কহে সভে মরি গেলা॥
অসুর মোহের হেতু যদুবংশ ক্ষয়।
লীলা কৈনু যাথে বুঝে প্রাকৃতের ন্যায়॥
সেই ইন্দ্রজালবত যথার্থ না হয়।
ছলে দেবগণে পাঠাইয়া স্ব-স্বালয়॥
সমুদ্রের ভিতরে যে এখন দেখহ।
সমুদ্রেরে কৃপা করি থাকি যে জানিহ॥
সেই হেতু সর্ব্বতীর্থময় যে সাগর।
যাথে স্নান-আদি হয় সর্ব্বসিদ্ধকর॥

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব তোমরা যাইয়া দ্বারকার।
মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার ॥
যথা যেই লীলা তার স্থান নির্দ্দেশিয়া।
আমার চিন্ময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া।
সেবার শৃঙ্খলা কর মুঞি ভোগ করি।
বিরাজ করিব যে প্রতিমারূপ ধরি ॥
লোকের নিস্তার হেতু ইহা কর গিয়া।
দেহ অন্তে মোরে পুনঃ পাইবে আসিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তদ্বারকার রহস্য ভক্তের কাছে প্রকাশ করিলে তাঁহারা দুইজন আশ্চর্য্যান্বিত এবং কৃত-কৃতার্থ হইলেন। ভগবানের সব লীলাই নিত্য, অপ্রাকৃত এবং চিন্ময়। মোহবশতঃ যদুবংশের ধারণা হইল সমুদ্রগর্ভে পুরী সহিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পিপাজীকে কৃপা করিয়া আদেশ দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—'তোমরা গিয়া চিন্ময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া লীলাস্থলীগুলি প্রকাশ এবং প্রচার কর। আমি প্রতিমারূপ ধারণ করিয়া সেই সেই স্থানের মন্দিরে বিরাজ করিব।'

এতেক শুনিয়া সাধু চমৎকার হৈল।
হা হা মূঢ় লোকে বলে যদুবংশ মৈল ॥
চিদানন্দময় নিত্য সভার কারণ।
তা সবার ক্ষয় কোথা কোথায় মরণ ॥
বুঝিলাম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিঞা।
বিরুদ্ধার্থ করে লোক পণ্ডিত মানিঞা ॥
আপনিহ নাশ যায় লোকেরে ডুবায়।
ইহকাল-পরকাল দুই যায় ক্ষয় ॥

ভগবৎ-রহস্য ভক্ত ছাড়া বুঝিবার অধিকার আর কাহারও নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া পিপাজী এবং সীতামাইজী উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রকটলীলাতে ত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে ছিলেনই, অপ্রকট-লীলাতেও ভগবান্ রুক্মিণীসহ দ্বারকাপুরীতেই অবস্থান করিতেছেন। ভগবদ্ভক্ত ছাড়া এ লীলা-রহস্য বুঝিবেই বা কে, আর বিশ্বাস করিবেই বা কে? প্রকট-অপ্রকট উভয় লীলাই যে ভক্তের নিকট নিত্য চিন্ময়। যাহা হউক ভক্ত দুই জনকে সমুদ্র-গর্ভেও অপ্রাকৃত চিন্ময় মূর্ত্তিতে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া গরুড়কে পুনঃ তাঁহাদের শ্রীপুর হইতে উপরে সমুদ্র-তীরে পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ করিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

এতেক ভাবিয়া স্তম্ভ প্রায় দোঁহে রহে।
ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ গরুড়েরে কহে॥
গরুড় তৎক্ষণে দোঁহে শ্রীপুর হইতে।
উপরে উঠিয়া দিলা সমুদ্র তীরেতে॥
বিচ্ছেদ বিমর্ষ দোঁহে চারিপানে চাহে।
সেরূপ না দেখি হন বিকল বিরহে॥
দ্বারকা প্রকাশ কৈলা আজ্ঞা-অনুসারে।
যেখানে যে লীলাস্থান সব ব্যক্ত করে॥
রণছোড়জী টীকমজী দুই শ্রীবিগ্রহ।
স্বয়ম্ভুব আসি তাহে কৈল অনুগ্রহ॥
নির্ম্মাণ করিয়া পুরী ঠাকুর প্রকাশি।
সেবায় মজিল মন দোঁহা দিবানিশি॥
মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
তপ্তমুদ্রা ব্যবস্থিত স্থান নিয়ম করি॥

গরুড় যখন পিপাজী এবং সীতামাইজীকে সমুদ্র তলদেশে অবস্থিত দ্বারকাপুরী হইতে উপরে উঠাইয়া তীরেতে পৌঁছাইয়া দিলেন; তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেবল চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। অবাকবিস্ময়ে উভয়ে বলিতে লাগিলেন—"কৈ সেই মনোরম দৃষ্ট পুরী ত আর দেখিতেছি না।" উভয়ে বিচ্ছেদে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা অনুসারে মন্দিরনির্ম্মাণ এবং বিগ্রহস্থাপন করিয়া পিপাজী এবং সীতামাইজী ধন্য হইলেন। রণছোড়জী এবং টিকমজী—দুই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া প্রথমে তাঁহারা উভয়েই নিজেরাই সেবার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেবার সুশৃঙ্খলা এবং স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য দ্বারকামন্দিরদর্শনে তপ্তমুদ্রার ছাপ লইবার ব্যবস্থা করিলেন। অদ্যাবধি এই বিধি চলিয়া আসিয়াছে। তপ্তমুদ্রা গ্রহণ করিতে নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে হয়। সেই অর্থ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য্য চলে। সেবা-পূজার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া পিপাজী এবং সীতামাইজী এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলেন।

কথোক দিবস পরে সেবক স্থাপিয়া।
বেড়ান অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া॥
একদিন এক গভীর বনেতে যাইতে।
বিকরাল ব্যাঘ্র এক আইলা খাইতে॥
তাহার জটেতে ধরি তিলক নাশায়।
আর তুলসীর মালা কণ্ঠেতে পরায়॥
কৃষ্ণনাম কর্ণে তার উপদেশ দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র বনেতে চলিল॥

পিপাজী এবং সীতামাইজী শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজার সুব্যবস্থা করিয়া এখন তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারা মনের আনন্দে। একদিন এক গভীর বনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সম্মুখে এক বিকরাল ব্যাঘ্রের সঙ্গে তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ব্যাঘ্রের স্বভাবই হিংস্রতা, তাঁহাদের উভয়কে আক্রমণ করিতে আসিল। পিপাজী ভয় না করিয়া তাহাকে ধরিয়া নাকে তিলক এবং গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিয়া কানে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া দিলেন। হিংসা করা দূরে থাকুক ভক্তপ্রদত্ত নামের প্রভাবে হিংস্র পশু ব্যাঘ্রও কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

পরহিতকারী সাধু সবারে সমান।
সভারে নিস্তারে নর-পশু নাহি জ্ঞান॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দোঁহে গেল বৃন্দাবন।
যথা শেষ-শায়ী গৃহে শ্রীধর ব্রাহ্মণ॥
সর্ব্বস্ব ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব সেবায়।
বৈষ্ণবের প্রীতি তার অসাধার হয়॥
পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল।
শ্রীধর পাইয়ে বহু সমাদর কৈল॥
পাদ ধোয়াইয়া স্তব করি বসাইল।
ঘরে কিছু নাহি বিপ্র ভাবিতে লাগিল॥

সাধুর স্বভাবই পরোপকার করা, কি মানুষ, কি পশু সাধুর চক্ষে সবই সমান। সাধুকৃপায় বনের পশু পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া গেল। এই ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে সাধু পিপাজী এবং সীতামাই বৃন্দাবনে শেষশায়ী নারায়ণ-সেবক শ্রীধরবিপ্রের গৃহে আসিয়া অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণব-সেবক শ্রীধর অতি সমাদর করিয়া তাঁহাদের পাদধৌত করিয়া গৃহে যথাযোগ্য আসন দিয়া বসাইলেন। নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ-গৃহে তখন সেবার কিছুই ছিল না। শ্রীধর চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রী কহে মোর পরিধেয় লঙ্গীবস্ত্র।
বেচিয়া আনহ দ্রব্য খাদ্য পাকপাত্র॥
এত কহি উলঙ্গ হৈয়া বস্ত্র দিয়া।
গোধূমের কুঠি মধ্যে রহিল বসিয়া॥
এতাদৃশ অনুরাগ বৈষ্ণব-সেবায়॥
উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র বেচিবারে দেয়।

কোন উপায় করিতে না পারায়, শ্রীধরপত্নী উলঙ্গ হইয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানাই বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য এবং পাকপাত্র আনিতে বলিলেন। নিজে লজ্জা নিবারণের জন্য গোধূমের কুটিতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বৈষ্ণব-সেবায় প্রবল অনুরাগ না থাকিলে কি আপন পরিধেয় বস্ত্রখানা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে দেয় কেহ? ধন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতি। শ্রীধর বাজারে গিয়া জিনিষ-পত্র খরিদ করিয়া আনিল এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া গোবিন্দের ভোগ লাগাইলেন। ভোগারতি সম্পন্ন করিয়া পিপাজী এবং সীতামাইকে প্রসাদগ্রহণের জন্য ডাকিয়া আনিলেন ব্রাহ্মণ।

পিপা কহে সভে মিলি একত্রে বসিব।
প্রসাদের আস্বাদন একত্রে করিব॥
তাঁহাদের আগ্রহেতে শ্রীধর বসিলা।
তাঁহার ঘরণী লাগি অপেক্ষা করিলা॥
সীতা গৃহমধ্যে তাঁরে ডাকিতে যাইয়া।
দেখয়ে ডোলের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া॥
হাতে ধরি উঠাইয়া জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
উলঙ্গ বসিয়া কেন হেতু কহ মোরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে কিছু নাহি তাহে বসন বেচিয়া।
সামগ্রী আনিল তথ্য কহে বিবরিয়া॥
সীতা চমৎকার হৈয়া আলিঙ্গন কৈল।
বৈষ্ণবেতে এত প্রীত কোথা না দেখিল॥
ধন্য ধন্য করি সীতা প্রশংসা করিল।
মো হেন জনার এত রতি না জন্মিল॥

শ্রীধরঘরণীর অপূর্ব্ব ত্যাগের ঘটনা দর্শন-শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়া কেমন করিয়া বৈষ্ণব-সেবা, অতিথি-সেবা করিতে হয় শ্রীধর-ঘরণী তাহা প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিলেন। প্রসাদগ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও শ্রীধরঘরণী কেন লোকসমক্ষে বাহির হন নাই, সীতাদেবী নিজে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। নিজের পরিধেয় বসনখানি বৈষ্ণবসেবার জন্য বিক্রয় করিতে দিয়া শ্রীধরঘরণী লজ্জায় নিভৃতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। সীতাদেবী শ্রীধর ঘরণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অমন বৈষ্ণব-প্রীতি ত আজও আমি অর্জ্জন করিতে পারি নাই।" যাহা হউক সীতাদেবী নিজের অঙ্গবস্ত্রখানা ফাড়িয়া কোন রকমে শ্রীধরঘরণীর কটি আচ্ছাদন করিয়া দিলেন।

এতেক কহিয়া নিজ অঙ্গ বস্ত্র ফাড়ি।
পরাইয়া দিল যেঙ-তেঙ করি বেড়ি॥
ভোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈলা।
হেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিলা।
মুঞি কিছু ইহার বিহিত চেষ্টা করি।
এত ভাবি বাহিরিলা অনুরাগে ভরি॥

এক সঙ্গে সকলে মিলিয়া শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ মনের আনন্দে গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। সীতাদেবী ভোজনান্তে শ্রীধর বিপ্রের দুঃখমোচনের জন্য নিজে বাহির হইলেন। এইরূপ অতিথিপরায়ণ বৈষ্ণবের ভাণ্ডার ত স্বয়ং প্রভুরই পূর্ণ করিয়া রাখা উচিত। এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
হাব ভাব কটাক্ষ করয়ে কত ভাণে॥
বণিক ডাকিয়া নিজ স্থানে বসাইলা।
চৌদিকে অনেক লোক আসিয়া ঘেরিলা॥
হাস্য কৌতুক করি সবে মুগ্ধ কৈলা।
তণ্ডুল গোধূম বহু সবে মিলি দিলা॥
স্ত্রীর স্বাভিযোগের যে এমতি বিক্রম।
ব্রজলোক ভ্রষ্ট নহে তবু হৈল ভ্রম॥
ঠাকুরাণীর অনুরাগ বৈষ্ণবে এমতি।
ধর্ম কি অধর্ম নহে দেখয়ে সুমতি॥
কৃষ্ণের জনেরে পাপ নাহিক ঘটয়।
পাপ পুণ্য দুই কাজে আসিতে পারয়॥
শ্রীধরের গৃহে সেই গোধূমাদি যত॥
রাশি করিলেন আনি হৈল আনন্দিত॥
ইহার বিস্তার আর অনেক আছয়।
সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থূল যে আশয়॥

সীতাদেবীকে দিয়া শ্রীগোবিন্দ আরেক সুন্দর লীলা প্রকাশ করিলেন। ভক্তের জন্য হাব ভাব কটাক্ষ করিয়া বাজারের ধনী বণিকের নিকট হইতে সীতাদেবী প্রচুর গোধূম সংগ্রহ করিলেন॥ কৃষ্ণের জন যাঁহারা তাঁহাদের নিকট পাপ পুণ্য কোনটাই ঘেঁষিতে পারে না। সীতা ঠাকুরাণীর বৈষ্ণবের প্রতি এমন অপ্রাকৃত প্রেম বা অনুরাগ ছিল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের দুঃখমোচনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। প্রাকৃত-জন প্রাকৃত-দৃষ্টি লইয়াই সীতাদেবীকে বুঝিল, ভক্ত মহাজনেরা বুঝিলেন সীতাদেবী কত উর্দ্ধস্তরের সাধিকা। অতিথিপরায়ণ বৈষ্ণব শ্রীধরের গৃহে বৈষ্ণব-সেবার প্রচুর উপকরণ আনিয়া দিয়া সীতাদেবী প্রাণে পরম আনন্দ এবং তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

সাময়িক ব্যবস্থা হইল বটে ; কিন্তু সীতাদেবী শ্রীবিগ্রহের স্থায়ী সেবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেবার জন্য শ্রীধরের যেন আর কোন চিন্তা করিতে না হয় এইরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একদিন সীতা যমুনায় স্নানে গেলা।
তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিলা ॥
রাত্রে পিপাজীর স্থানে কহিতে লাগিলা।
প্রাতে যমুনায় স্নানে মুঞি যবে গেলা।
স্বর্ণভাণ্ড মুদ্রাসহ যমুনার তীরে।
দেখিনু আনিতে বল শ্রীধর বিপ্রেরে ॥
দৈবাৎ যে চোর চুরি করিতে আসিয়া।
সে বৃত্তান্ত শুনে চোর আড়ালে থাকিয়া ॥
শুনিঞা অমনি চোর ছুটিয়া চলিলা।
সেই খানে গিয়া সেই ভাণ্ড উঠাইলা ॥
দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয়।
তেমনি ঢাকিনী দিয়া লইয়ে চলয় ॥
ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তথায় আনিঞা।
সীতাজীর অঙ্গোপরি দিল ফেলাইয়া ॥
ঝণৎকার করি স্বর্ণ মোহর পড়িল।
সর্পেতে দংশিল বলি চোর চলি গেল ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত যে করিল বাঞ্ছা প্রভু পুরাইল।
ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল॥
ঠাকুরাণী তাহা নিঞা শ্রীধরেরে দিল।
বৈষ্ণব সেবার হেতু আনন্দিত হৈল॥

ভক্তের মনোবাসনা ভগবান্ কোন দিন অপূর্ণ রাখেন না। একদিন যমুনাতে স্নান করিতে গিয়া সীতাদেবী বৃক্ষমূলে মুদ্রাসহ এক স্বর্ণভাণ্ড দেখিয়া আসিয়া পিপাজীকে তাহা বলিলেন। সীতাদেবী যখন এই বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের গৃহে এক চোর প্রবেশ করিয়াছিল। গোপন কথা শুনিয়া চোর তৎক্ষণাৎ সেই ভাণ্ড আনিতে চলিয়া গেল। সত্যই ভাণ্ড দেখিতে পাইয়া চোরের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু ভাণ্ডের মুখের আবরণ সরাইবা মাত্র তাহার মধ্যে এক কালসর্প দেখা গেল। চোর মুখের ঢাকনি দিয়া সেই ভাণ্ডকে আনিয়া রাগে সীতাজীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিল। আঘাত পাইয়া ভাণ্ড হইতে স্বর্ণমোহর নির্গত হইতে লাগিল। চোর ভাবিল সীতাদেবীকে এতক্ষণে কালসর্প দংশন করিয়াছে। দুষ্ট লোক যাহা ভাবে, তাহা না হইয়া, অনেক সময় বিপরীত ফলই ফলে। সীতাঠাকুরাণীর বৈষ্ণব-সেবার জন্য প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, ভগবান্ ছলে তাঁহার সেই আশাকে পূর্ণ করিয়া দিয়া গেলেন।

শ্রীধরের বৈষ্ণব-সেবা দেখিয়া পিপাজীর মনেও সেবার বাসনা জাগিল। যমুনার তীরে একটি স্থান বাছিয়া লইয়া সেখানে বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা করিলেন পিপাজী এবং সীতাজী। সীতাদেবী নিজহস্তে রন্ধন করিয়া পরিপাটী সহকারে সাধু-ভোজন করাইতে লাগিলেন।

একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল।
হেনকালে কথোগুলি বৈষ্ণব আইল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তায় মগন সাধু কি করি উপায়।
ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাহিরায়॥
নদীতে যে অল্প জল পারেতে যাইয়া।
বাজারে ভিক্ষার লাগি বেড়ান ফিরিয়া॥
এক যে বণিক তাঁরে সুন্দরী দেখিয়া।
স্বাভিযোগ করে দুষ্ট আঁখি মটকিয়া॥

একদিন ভাণ্ডার শূন্য, সেই অবস্থায় পিপাজী কুটীরে অনেক বৈষ্ণব মহাজন অতিথিরূপে উপস্থিত। পিপাজী মহাচিন্তায় পড়িলেন। এখন উপায়, বৈষ্ণব বিমুখী হইয়া ফিরিয়া গেলে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। সীতাদেবী যমুনার অপর পারে বাজারে বণিকদের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থিনী হইলেন। সীতাদেবী পরমাসুন্দরী ছিলেন, সর্ব্বোপরি তিনি ভগবদ্ভক্ত, কাজেই তাঁহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। বণিক তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া পরম আনন্দিত

সীতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি।
সেবার সামগ্রা ঘরে কিছু নাহি স্থিতি॥
সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে।
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে॥
তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তারে দিয়া।
সন্ধ্যা অন্তে আসিহ কহিল তুষ্ট হৈয়া॥
ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধুসেবা কৈলা।
পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা॥
তেঁহো পূর্ব্বাপর যত বৃত্তান্ত কহিল।
ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল॥

পিপাজী অবাক হইয়া সীতাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৈষ্ণব-সেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত যে করিল বাঞ্ছা প্রভু পুরাইল।
ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল॥
ঠাকুরাণী তাহা নিঞা শ্রীধরেরে দিল।
বৈষ্ণব সেবার হেতু আনন্দিত হৈল॥

ভক্তের মনোবাসনা ভগবান্ কোন দিন অপূর্ণ রাখেন না। একদিন যমুনাতে স্নান করিতে গিয়া সীতাদেবী বৃক্ষমূলে মুদ্রাসহ এক স্বর্ণভাণ্ড দেখিয়া আসিয়া পিপাজীকে তাহা বলিলেন। সীতাদেবী যখন এই বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের গৃহে এক চোর প্রবেশ করিয়াছিল। গোপন কথা শুনিয়া চোর তৎক্ষণাৎ সেই ভাণ্ড আনিতে চলিয়া গেল। সত্যই ভাণ্ড দেখিতে পাইয়া চোরের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু ভাণ্ডের মুখের আবরণ সরাইবা মাত্র তাহার মধ্যে এক কালসর্প দেখা গেল। চোর মুখের ঢাকনি দিয়া সেই ভাণ্ডকে আনিয়া রাগে সীতাজীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিল। আঘাত পাইয়া ভাণ্ড হইতে স্বর্ণমোহর নির্গত হইতে লাগিল। চোর ভাবিল সীতাদেবীকে এতক্ষণে কালসর্প দংশন করিয়াছে। দুষ্ট লোক যাহা ভাবে, তাহা না হইয়া, অনেক সময় বিপরীত ফলই ফলে। সীতাঠাকুরাণীর বৈষ্ণব-সেবার জন্য প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, ভগবান্ ছলে তাঁহার সেই আশাকে পূর্ণ করিয়া দিয়া গেলেন।

শ্রীধরের বৈষ্ণব-সেবা দেখিয়া পিপাজীর মনেও সেবার বাসনা জাগিল। যমুনার তীরে একটি স্থান বাছিয়া লইয়া সেখানে বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা করিলেন পিপাজী এবং সীতাজী। সীতাদেবী নিজহস্তে রন্ধন করিয়া পরিপাটী সহকারে সাধু-ভোজন করাইতে লাগিলেন।

একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল।
হেনকালে কথোগুলি বৈষ্ণব আইল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তায় মগন সাধু কি করি উপায়।
ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাহিরায়॥
নদীতে যে অল্প জল পারেতে যাইয়া।
বাজারে ভিক্ষার লাগি বেড়ান ফিরিয়া॥
এক যে বণিক তাঁরে সুন্দরী দেখিয়া।
স্বাভিযোগ করে দুষ্ট আঁখি মটকিয়া॥

একদিন ভাণ্ডার শূন্য, সেই অবস্থায় পিপাজী কুটীরে অনেক বৈষ্ণব মহাজন অতিথিরূপে উপস্থিত। পিপাজী মহাচিন্তায় পড়িলেন। এখন উপায়, বৈষ্ণব বিমুখী হইয়া ফিরিয়া গেলে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। সীতাদেবী, যমুনার অপর পারে বাজারে বণিকদের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থিনী হইলেন। সীতাদেবী পরমাসুন্দরী ছিলেন, সর্ব্বোপরি তিনি ভগবদ্ভক্ত, কাজেই তাঁহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। বণিক তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া পরম আনন্দিত

সীতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি।
সেবার সামগ্রা ঘরে কিছু নাহি স্থিতি॥
সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে।
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে॥
তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তারে দিয়া।
সন্ধ্যা অন্তে আসিহ কহিল তুষ্ট হৈয়া॥
ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধুসেবা কৈলা।
পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা॥
তেঁহো পূর্ব্বাপর যত বৃত্তান্ত কহিল।
ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল॥

পিপাজী অবাক হইয়া সীতাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৈষ্ণব-সেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত উপকরণ সংগ্রহ করিলে তুমি কোথা হইতে? আশ্চর্য্য হইবারই ত কথা। রিক্ত ভাণ্ডার ছিল, বৈষ্ণব-সেবার কোন উপায়ই ছিল না। এখন দেখিতেছি, বৈষ্ণবদের পরিপাটী সহকারে ভোজন করান হইতেছে। যাক্, সীতাজী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা পিপাজীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। বৈষ্ণবসেবা নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে, পিপাজী তাহাতেই পরমানন্দিত। পরিণাম চিন্তা করিবার অবসরও নাই তাঁহার, প্রবৃত্তিও নাই। সন্ধ্যা সমাগত। পিপাজী সীতাজীকে তাহার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহেন সীতাজীরে।
সত্যে বদ্ধ হৈলে তথা হয় যাইবারে॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী হয় সৌন্দর্য্য যৌবন।
নিজসুখ হেতু বৃথা করয়ে ক্ষেপণ॥
ধন্য ধন্য তুমি তব যৌবন সফল।
বৈষ্ণবার্থে বেচিলা সে না হৈল বিফল॥
অতএব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা।
প্রতিশ্রুত হইলে বণিক স্থানে যথা॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মাতা চলয়ে তথায়।
সাধু দেখে নদীজলে বসন ভিজয়॥
উঠাইয়া আপনি যে পার করি দিলা।
বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা॥
সত্যবাদী নির্ম্মৎসর দেখহ দুরূহ।
বৈষ্ণবেতে অনুরাগ ভক্তির প্রবাহ॥
আশ্চর্য্য কথন এই অলৌকিক হয়।
অনুরাগে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না জানয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন সীতাজী, তেমনি পিপাজী—এইরূপ আদর্শ ভক্ত না হইলে কি ভগবানের প্রিয় হওয়া যায়? সীতাজী বণিকের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহার সত্যপালনে স্বামী পিপাজী সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। বৈষ্ণব-সেবার জন্য ধন, জন, জীবন, যৌবন সবই সমর্পণ করা যায়। অনুরাগের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান অতীব তুচ্ছ। সীতাজীর মনে ত আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা নাই। বৈষ্ণব-সেবার জন্য আজ তিনি কুণ্ঠাহীন। কতবড় উচ্চকোটির সাধিকা সীতাদেবী। এই রূপ ভক্তের মান রক্ষার দায় স্বয়ং ভগবানের। আদর্শ ভক্তকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন স্বয়ং তিনিই। পাপীর মনকেও স্বীয় শক্তি দ্বারা ভগবান্ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারেন।

তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া।
একভিতে বসি রহে কৃষ্ণে মন দিয়া॥
বণিক চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে।
আগুনের উল্কা হেন লাগয়ে শরীরে॥
নিকটে যাইতে নারে পোড়য়ে শরীর।
দূরে পলাইলা মূঢ় হইয়া অস্থির॥

প্রতিশ্রুতি মত সীতাজী বণিকগৃহে প্রবেশ করিলেন। মন তাঁহার ইষ্টচিন্তায় বিভোর। বণিক সীতাদেবীর দিব্যঅঙ্গ স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইল। স্পর্শ করা ত দূরের কথা, সীতাদেবীর নিকটেও ঘেঁষিতে পারিল না বণিক। আগুনের উল্কা যেন তাহার শরীরে লাগিল। অস্থির হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল বণিক।

তখন বুঝিল এতো প্রাকৃতিক নহে।
ঘৃণা হৈল আপনা ধিক্কার করি কহে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ কি কর্ম্ম করিনু।
হেন জনে হেন কর্ম্মে আশয় করিনু॥
আর্ত্তনাদ করি তাঁর চরণে পড়িয়া।
অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া॥
জগন্মাতা তুমি মোর লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
অপরাধ ক্ষম মোরে মূঢ় অজ্ঞ জানি॥
চল মাতা গৃহে তব রাখি গিয়া আসি।
কৃপা করি খোল মোর নরকের ফাঁসি॥

অধম পামরের প্রতি সীতাজীর কৃপাসঞ্চার হইয়াছে। অন্তরে অনুশোচনা এবং ধিক্কার জাগিয়া উঠিল বণিকের। বণিক মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিল সীতাদেবী প্রাকৃত রক্তমাংসের পিণ্ড নহেন। তাঁহার সব কিছুই অপ্রাকৃত। বণিকের কুমতি ফিরিয়া গেল। সীতাদেবীকে জগন্মাতা লক্ষ্মীঠাকুরাণী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল বণিক। সীতাদেবীর প্রতি জঘণ্যভাব বিদূরিত হইয়া বণিকের এখন মাতৃভাব জাগ্রত হইয়াছে; সুতরাং আর তাহার কোন ভয় নাই। বণিক বলিল, চল মা! আমি তোমাকে স্বস্থানে রাখিয়া আসি।

সীতা মাতা চলি গেলা আপন আশ্রমে।
বণিক যাইয়া তথা পড়য়ে সম্ভ্রমে॥
সাধুর চরণে পড়ি কাকুবাদ কৈল।
সদাই প্রসন্ন তারে আশ্বাস করিল॥
বৈষ্ণব-সেবায় যত সামগ্রী লাগয়।
নিতি নিতি বণিক লইয়া তথা যায়॥

মন পবিত্র হইয়াছে, সুতরাং বণিকপ্রদত্ত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিপাজী এবং সীতা মাইজী। সাধু ভোলানাথ। পিপাজী সব ব্যাপার বুঝিয়া বণিককে ক্ষমা করিলেন। বৈষ্ণবের প্রসন্নদৃষ্টি পড়িল বণিকের উপর। শোধন করিয়া বণিককে বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ প্রদান করিলেন পিপাজী এবং সীতাদেবী! সাধুমহাজনদের উপর পাপ-বাসনা কার্য্যকরী হইতে পারে না। দুরাচারও ভক্তসঙ্গমহিমায় পুণ্য-পবিত্র হইয়া যায়। বণিকের নবজন্ম লাভ হইল।

পিপাজীর লীলাকথা অনেক রহিল।
সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল না লিখিল ॥
ইহার শ্রবণে হরিভক্তিতে আগ্রহ।
অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহিক সন্দেহ ॥
মূঢ়লোক শুনে যদি প্রবৃত্তি জনমে।
হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদি রমে ॥

ভক্তলীলামাহাত্ম্যের কি অবধি আছে? পিপাজীর আরও অনেক লীলা থাকিয়া গেল। সংক্ষেপে মাত্র কিছু লীলার বর্ণনা করা হইল। ভক্তলীলামাহাত্ম্য শ্রবণে হরিভক্তির উদয় হয়। সত্যই ভক্তচরিতের প্রভাব অসাধারণ। গ্রন্থকার লালদাসজীর সঙ্গে আমরাও সমস্বরে বলি—

অতএব যার বাঞ্ছা হরিভক্তি ধনে।
ভক্তমাল কথা পুনঃ শুনহ শ্রবণে ॥
হে হে শ্রীমান্ পিপাজীউ সীতাঠাকুরাণী।
লালদাসে কর কৃপা দাস মধ্যে গণি ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

যতেক মারিল মোরে শরীরে বাজিল

'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর'—

এই মহাজনবাণী আজও অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ হইল—বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের যুগ। এই সরল বিশ্বাস-ভক্তিযুগের অনেক পরে আসিয়াছে, তর্কবিচার সন্দেহের যুগ। ভারতের এমন সুদিন ছিল, যখন মানুষে-ভগবানে পরমাত্মীয়ের সহজ সম্পর্ক ছিল। গোলক বৈকুণ্ঠ স্বর্গ হইতে ভগবান্ আসিয়া মর্ত্ত্য-জীবের সঙ্গে সহজ-ভাবেই মিশিতেন, লীলা করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে মানুষের মন যতই সন্দেহাতুর হইতে লাগিল, দেবতা ততই দূরে উপরের আকাশে উঠিয়া গেলেন। স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না যেদিন, সেদিন স্বর্গের দেবতা, মর্ত্ত্যে আসিতেন খেলা-ধূলা লীলা করিতেন। মানুষের মনে সন্দেহ অবিশ্বাস যত বাড়িতে লাগিল, দেবতারাও ততই আত্ম-গোপন করিতে লাগিলেন। আজ মানুষে ভগবানে একান্ত ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিশ্বাসের কাছে অসম্ভবও সম্ভব হয়। মন্দিরের অর্চাবিগ্রহ, জীবন্ত প্রাণীর মত কথা বলেন, হাসেন, অন্নব্যঞ্জন খান। এইরূপ ঘটনা যদিও আজ বিরল, তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে। ভক্তের ভক্তি ভগবদ্ বিগ্রহের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এইজন্যই মন্দিরের দেবতাও হাসেন কাঁদেন আনন্দ প্রকাশ করেন। হিন্দুর পূজিত দেবদেবী জড়বস্তু নহে, তাঁহারা চৈতন্যঘনবিগ্রহ প্রাণবন্ত।

বিশ্বাস—অমূল্য ধন। বিশ্বাসের যুগে ভারতবর্ষে প্রাত্যহিক জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতার অলৌকিকলীলা সংঘটিত হইত। আজ সেইরূপ একটি অলৌকিক অথচ প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলম্বনেই কিছু বর্ণনা করিব।

গোবর্দ্ধন গ্রামে বাস শ্রীগোবিন্দদাস।
নাথজী গোপাল গোবর্দ্ধনে যাঁর বাস॥
তাঁর সহ সখ্যভাব সদা কেলি করে।
শুদ্ধভাবাক্রান্ত যাথে ঐশ্বর্য্য না স্ফুরে॥
গোবিন্দদাসের দেখ সৌভাগ্যের সীমা।
অতি চমৎকার যার নাহিক উপমা॥
অলপ বয়স হয় গোবিন্দদাসের।
পরিপাক সাধন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের॥
গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজীর সহ।
খেলাইতে যান মাঠে করিয়া উৎসাহ॥

ভগবানের প্রকটলীলার সাথী—ভক্ত। ভক্তকে বাদ দিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরলীলার কোনটিই সম্ভবপর নহে। এই জন্যই ভগবদাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরিকর বা ভক্তদেরও হয় আবির্ভাব। গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজীর সঙ্গে আবির্ভূত হইলেন শ্রীগোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস ছিলেন শুধু সখ্যভাবাক্রান্ত ভক্ত। শ্রীনাথজীর সঙ্গে তাঁহার সখ্যভাব। ঐশ্বর্য্যের ধারও ধারিতেন না তিনি। বয়স অল্প হইলেও গোবিন্দদাস ছিলেন শ্রীনাথজী ভগবানের প্রিয় ভক্তপরিকর। সাধন পরিপাকে গোবিন্দদাসের ভিতর সখ্যভাবটিই ভালভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজী গোবিন্দদাসের সঙ্গে সখ্যানুরোধে মাঠে নামিয়া খেলাধূলা পর্য্যন্ত করিতেন। ভক্তের ভগবান্ এই ভাবে নিঃসঙ্কোচে সখা গোবিন্দদাসের সঙ্গে সহজ লীলা করিতেন। অবিশ্বাসীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষু এই লীলা দর্শন করিতে না পারিলেও, কোন কোন ভাগ্যবানের চক্ষুর সমক্ষেই এই লীলা আজও ঘটিতেছে।

একদিন দাণ্ডাগুলি খেলে দুইজনে।
গোবিন্দের দাণ্ডা হৈল নাথজীর সনে॥
খেলা ছাড়ি নাথজী আইল পলাইয়া।
পাছু পাছু গোবিন্দ ধরিতে যায় ধাঞা॥

গোবিন্দদাসের সঙ্গে দাণ্ডাগুলি খেলিতে খেলিতে হঠাৎ শ্রীনাথজী খেলার মাঠ হইতে পলায়ন করিয়া মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, গোবিন্দদাসও শ্রীনাথজীর পেছনে পেছনে ছুটিয়া আসিলেন।

নাথজী মন্দিরে গিয়া সিংহাসনোপরি।
দাণ্ডাইলা নিজ গিরিধারি ভঙ্গি করি॥
গোবিন্দ যাইয়া নাথজীর শিরোপরি।
তাকিয়া মারিল এক গুলি দম্ভ করি॥
পূজারি সেবকগণ তাহারা দেখিয়া।
মার মার করি সভে আইল হাঁকিয়া॥
ধরিয়া তাহারে চড়-চাপড় মারিয়া।
বাহির করিয়া দিলা গলে হাত দিয়া॥

সখ্যভাবের লীলায় ভয় ডর-সঙ্কোচের স্থান নাই। গোবিন্দদাস শ্রীনাথজীর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া নাথজীর শির লক্ষ্য করিয়া এক গুলি ছুঁড়িয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিতে পাইয়া, পূজারী সেবকগণ সোরগোল করিয়া তাহাকে চড়-চাপড় মারিয়া গলাধাক্কা দিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিলেন। গোবিন্দদাস তো সখার উপর রাগিয়া চটিয়া লাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রোধ করি গোবিন্দ কহয়ে নাথজীরে।
মোর দাণ্ডা ভাঙ্গি গিয়া রহিলি মন্দিরে॥
আর মোরে লোক দিয়া নিগ্রহ করিলি।
ভাল অরে দুষ্ট ছোঁড়া শিখাব যে কালি॥
ইহার সাজাই তোরে ভাল মতে দিব।
সাজাই না দিয়া তোরে জল না খাইব॥

অপমানে আহত হইয়া গোবিন্দদাস শ্রীনাথজীকে কটাক্ষ করিয়া মনের সাধে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে লাগিলেন। শ্রীনাথজী নিজে সখাকে অপমান করিলে হয়ত এতটা লাগিত না, কিন্তু অন্যের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ায় দুঃখের অবধি রইল না তাঁহার। তবুও গোবিন্দদাস নিরস্ত হইলেন না কিছুতেই। অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য গৃহে না ফিরিয়া গোবিন্দকুণ্ডের ধারে সেদিন অনাহারে পড়িয়া রইলেন। সখার সঙ্গে সখার মান-অভিমানের অভিনয় মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। শ্রীনাথজীকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোবিন্দদাস প্রতিজ্ঞাই করিয়া বসিলেন, দুষ্ট ছোঁড়াকে শিক্ষা বা সাজা ভাল করিয়াই দিতে হইবে, নতুবা তাঁহার চৈতন্যোদয় হইবে না।

এতো কহি গোবিন্দ গৃহেতে নাহি গেলা।
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিলা॥
হেথা নাথজীর ভোগ প্রস্তুত হইল।
গোসাঞিরে নাথজীউ ক্রোধ জানাইল॥
গোবিন্দ আমার সহ খেলাতে আইল।
নিগ্রহ করিয়া তারে নিকাশিয়া দিল॥
যতেক মারিল মোরে শরীরে বাজিল।
সব অঙ্গে অঙ্গে মোর বেদনা হইল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগ্রহ খাইয়া গিয়া গোবিন্দকুণ্ডের।
তীরে বসি আছে নাহি যায় নিজ ঘর॥
অন্ন জল নাহি খায় উপবাসী রয়।
আমি না খাইব সে না আইলে হেথায়॥

গোবিন্দদাসের সঙ্গে যে শ্রীনাথজীর সখ্যভাব—মন্দিরের পূজারিগণ তাহা জানিতেন না। প্রত্যহের মত ভোগ প্রস্তুত করিয়া পূজারিগণ ভোগ নিবেদন করিলেন বটে, কিন্তু ভোগ যেমন তেমনি পড়িয়া রইল। পূজারী সেবাইতগণের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রীনাথজী তাঁহাদের বলিতে লাগিলেন—"জান গোবিন্দদাস কে? সে আমার প্রাণপ্রিয় সখা। তাঁহার শরীরের প্রত্যেকটি আঘাত আমার শরীরে লাগিয়াছে। আমার সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জ্জরিত। আমার সখা রাগে দুঃখে অভিমানে উপবাসী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে। সে উপবাসী আর আমি এখানে ভোগ গ্রহণ করিব? সে এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে না খাইলে আমিও খাইব না।"

ভক্তের ব্যথায় ব্যথী ভগবানের উক্তি শুনিয়া পূজারিগণের চৈতন্যোদয় হইল। প্রাকৃত বুদ্ধিতে ভক্তের মহিমা বুঝিতে পারা যায় না।

এতেক শুনিঞা চমৎকার পড়ি গেলা।
পরস্পর সভে ব্যস্ত সমস্ত হইলা॥
এতো যে মহিমা গোবিন্দের জানি নাঞি।
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইলা গোসাঞি॥
গোবিন্দের তলাসে চলিলা সভে ধাই।
ঘরে বনে মাঠে খুঁজি কোথাও না পাই॥
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে দেখে বসি আছে।
রাগান্বিত হাতে এক ছড়ি নাচাইছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে যাইয়া কহে মিনতি করিয়া।
নাথজী তোমার স্থানে দিল পাঠাইয়া॥
তোমা না দেখিয়া তেঁহো কিছু না খাইলা।
তুমি রুষ্ট হৈল বলি উপবাস কৈলা॥

ভগবানের জন্য ভক্তই উপবাস ব্রতানুষ্ঠান করে; কিন্তু এক্ষেত্রে তার বিপরীত কাণ্ড, অর্থাৎ ভগবানই ভক্তের জন্য উপবাস করিতেছেন। গোবিন্দের খোঁজে গোঁসাই এবং সেবাইতগণ সকলে মিলিয়া বাহির হইয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে গিরিধারীর সখা গোবিন্দকে আবেশাবস্থায় দেখিতে পাওয়া গেল। নাথজীর প্রতি তখনও ক্রোধের অবসান ঘটেনি, তাই গোবিন্দ হাতের ছড়িটি শ্রীনাথজীকে লক্ষ্য করিয়া নাচাইতেছেন। গোবিন্দের অতি সন্নিকটে গিয়া শ্রীনাথজীর প্রাণের কথা সেবাইতগণ তাঁহাকে জানাইলেন।

গোবিন্দ কহয়ে হাসি হেরে পলাইল।
আর মোরে নিগ্রহ করিয়া নিকাশিল॥
তারে আমি এই ছড়ি দিয়া যে পিটিব।
যেমন সে আজি তার উচিত করিব॥

আবেশাবস্থাতেই গোবিন্দ সেবাইতগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি হাতের ছড়ি দিয়া আজ শ্রীনাথজীকে মনের সাধে পিটিয়া আমাকে অপমান করিয়া মন্দির হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার প্রতিশোধ লইব।"

সেবাইতগণ গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'শ্রীনাথজী আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।' তাঁহারা আরও বলিলেন, 'শ্রীনাথজী পুনঃ আপনার সঙ্গে সখ্যভাবে মাঠে খেলাধুলা করিবেন?'

ভক্তের নিকট পরাজয়েই ভগবানের গৌরব। গোবিন্দের সখ্যভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কত নিবিড় ছিল, তাঁহার কথাতেই তাহা সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ নিজ মুখে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন—ইহাতে গোবিন্দের আনন্দের আর সীমা নাই।

তা শুনি গোবিন্দ হর্ষ হইয়া কহয়।
হারি সে মানিল তবে যাইব তথায়॥

গোবিন্দের মনে আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। সখা শ্রীনাথজী নিজ মুখে নতি স্বীকার করিয়াছেন। পুঞ্জীভূত অভিমান এক নিমেষে ভগবানের কথায় উড়িয়া গেল। গোবিন্দ শ্রীনাথজীর মন্দিরের দিকে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহা কহি উঠিয়া চলিল শ্রীমন্দিরে।
কটিতে নেঙ্গটি এক ধুলায় ধুসরে॥
হাতে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা খেলার সামিগ্র।
হাসিতে হাসিতে গিয়া নাথজীর অগ্র॥
টিটকারী দিয়া কহে এখন কেমন ?
হারি মানি মোর ঠাই বাঁচিলে যে ধন॥
মন্দিরে যাইয়া দেখে শ্রীমুখ মলিন।
না খাইল জানিঞা হৃদয় হৈল ক্ষীণ॥
গোবিন্দ কহয়ে ভাই খাও নাই কেনে।
বদন মলিন দেখি দগধ পরাণে॥

সখা গোবিন্দ শ্রীনাথজীকে মনের সাধে টিটকারী দিয়া যখন ভগবানের শ্রীমুখের দিকে তাকাইলেন, তখন দুঃখে তাঁহার পরাণ ফাটিয়া গেল। সখার মলিন বদন দেখিয়া সখা মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। আর শ্রীনাথ-জীকে উপবাসব্যথা দিতে চাহিলেন না তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে কপাট দিয়া দোঁহে বসি খায়।
হাসিতে খেলিতে মহা আনন্দ উদয়॥
তখন সকল লোক গোবিন্দ দাসের।
মহিমা জানিঞা ধূলি লয় চরণের॥

বিরহের পর আবার সখায় সখায় মিলন হইয়াছে। দুই সখা মন্দিরে কপাট দিয়া এক সঙ্গে পরমানন্দে ভোগ গ্রহণ করিলেন। অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সকলে গোবিন্দের চরণধুলি মাথায় লইল।

গোবিন্দের আবেশাবস্থা প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। মানসে শ্রীনাথ-জীর চিন্তা লইয়া প্রায় সর্বদাই বিভোর থাকিতেন তিনি। আরেক দিনের এক আশ্চর্য্য লীলার কথাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত ভগবান্ এবং ভক্তের লীলাই আমাদের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অবিশ্বাস নাস্তিকতার মরুভূমিতে আমরা মরিয়া যাই নাই এই জন্যই।

একদিন শ্রীগোবিন্দ শৌচ ফিরিতে।
বসিয়াছে মাঠে কিন্তু মন নাথজীতে॥
নাথজী দেখিয়া তারে মুচকি হাসিয়া।
আকন্দের ফলগুলা উঠাইয়া নিঞা॥
কোঁচড়ে করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে।
রঙ্গ ভঙ্গি করি যায় নাচিতে নাচিতে॥
মৃদু মৃদু স্বরে গান করিতে করিতে।
কভু গাল-বাদ্য কভু তুড়ি দিতে দিতে॥
হেলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গি করি চলে।
নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে চরণ কমলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ।
ঝম্ ঝম্ করি বাজে কিঙ্কিনী কঙ্কণ ॥
নাসায় নোলক দোলে যেন পূর্ণ শশী।
গোবিন্দের সম্মুখে যাইয়া হাসি হাসি ॥
কোঁচড় হইতে আকন্দের ফল নিঞা।
গোবিন্দের অঙ্গে মারে ডারিয়া ডারিয়া ॥
রূপ দেখি শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে।
বাহ্য বিস্মৃত সাধু জড়বৎ রহে ॥
পুনঃ পুনঃ নাথজীউ মারিতে মারিতে।
বাহ্য হৈল গোবিন্দের উঠিল ত্বরাতে ॥

শ্রীনাথজীর চিন্তায় গোবিন্দ সব সময় তন্ময় হইয়াই আছেন। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে শুচিতে অশুচিতে সব সময় গোবিন্দ শ্রীনাথজীর চিন্তা লইয়াই থাকিতেন। একদিন গোবিন্দ শৌচ ফিরিতে মাঠে গিয়াছেন, সেখানেও বসিয়া বসিয়া শ্রীনাথজীর চিন্তায় তিনি বিভোর হইয়া গেলেন। নাথজীও গোবিন্দের শৌচ ফিরিবার স্থানেই আসিয়া হাজির। মাঠে আকন্দের গাছে ফুল ফল যথেষ্টই আছে। শ্রীনাথজী পরমানন্দে আকন্দের ফলগুলি মৃদু মৃদু হাসিয়া কোঁচড়ে তুলিয়া লইতেছেন। একটু পরেই গোবিন্দের গায়ে আকন্দের ফলগুলি শ্রীনাথজী নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গোবিন্দ শ্রীনাথজীর অপরূপের দিকে জড়বৎ কেবল তাকাইয়াই রহিলেন। চিরসুন্দরের রূপের ছটা দেখিয়া গোবিন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। আকন্দের ফল পুনঃ পুনঃ গোবিন্দের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতে মারিতে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল শৌচ না করিয়া অমনি উঠিয়া।
নাথজীর পিছে পিছে চলয়ে ধাইয়া ॥
আকন্দের ফল লৈয়া ফিরি ফিরি মারে।
হাসি হাসি নাথজী ছুটিয়া যায় দূরে ॥

গোবিন্দ জলশৌচ না করিয়াই শ্রীনাথজীর পেছনে ধাওয়া করিলেন। ফিরিয়া ফিরিয়া হাসিয়া শ্রীনাথজী তখনও গোবিন্দের গায়ে আকন্দের-ফলগুলি ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। সখার সঙ্গে সখার বেশ হাস্য-কৌতুকের লীলা চলিয়াছে। ভগবানের সহাস্য বদন, অপরূপ গমন-ভঙ্গী দেখিয়া কে-ই বা স্থির থাকিতে পারে? মর্ত্ত্যের লীলা সন্দর্শন করিবার জন্য স্বর্গের দেবতা গন্ধর্ব্ব অপ্সরীগণ পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছেন। ধন্য সখা গোবিন্দ এবং আনন্দলীলার নায়ক শ্রীনাথজী।

হায় হায় সে রূপ সে হাস্য সে গমন।
সে ভঙ্গি সে রঙ্গি নাট সে চন্দ্রবদন ॥
দেখি কি পরাণ কেহো ধরিবারে পারে।
গোপীর কি দোষ কেবা সম্বরিতে পারে ॥
আকাশে দেবতাগণ হেরে অনিমিখে।
দেবকন্যা গন্ধর্ব্বাদি স্ত্রী লাখে লাখে ॥

এইভাবে অপরূপ লীলা করিতে করিতে হঠাৎ শ্রীনাথজী মন্দিরে গিয়া বিগ্রহ শরীরে মিশিয়া গেলেন। এ দিকে গোবিন্দ গোবিন্দকুণ্ডের তীরেতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভগবানের নামে এমন পাগল গোবিন্দ যে আহার নিদ্রার জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না তাঁহার। কোথায় সকালে শৌচ ফিরিতে গিয়াছে গোবিন্দ, এত বেলাতেও তাঁর দেখা নাই। মা ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে গোবিন্দকুণ্ডের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভৎর্সনা করিয়া আহারের জন্য সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন।

পলাইয়া গিয়া নিজ মন্দিরে রহিলা।
গোবিন্দ গোবিন্দকুণ্ড তীরেতে বসিলা ॥
মাতা তাঁর আসি বহু ভৎর্সনা করিয়া।
ঘরেতে লইয়া গেলা ভোজন লাগিয়া ॥

ভোজন করিতে বসিয়া গোবিন্দের মনে পড়িয়া গেল তাঁহার জলশৌচ করা হয় নাই। শ্রীনাথজীর রূপ দেখিয়া গোবিন্দের যে সব বিস্মৃতি এবং ভুল হইয়া গিয়াছে। ইহার নামই ইষ্টতন্ময়তা। প্রগাঢ় ধ্যান বা চিন্তার ফলে সাধকের এইরূপ আত্মবিস্মৃতিই ঘটে।

ভোজন করিতে বসি মনেতে পড়িল।
শৌচ করিয়া জলশৌচ না করিল ॥
মাতারে কহিয়ে মুঞি নাহি ছোঁচাইল।
মাতা তাহা শুনি পুনঃ ভৎর্সন করিল ॥
অন্ন তেয়াগিয়া উঠি ছোঁচাইল গিয়া।
ভোজন না হৈল হোথা নাথজী জানিঞা ॥
গোসাঞিরে আজ্ঞা দিল গোবিন্দ লাগিয়া।
প্রসাদ সামগ্রী পাঠাও প্রচুর করিয়া ॥
নানা মত সামগ্রী নানা প্রসাদ উপাদেয়।
থাল ভরি গোবিন্দের গৃহেতে পাঠায় ॥

স্মরণ হওয়া মাত্র গোবিন্দ ভোজন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জলশৌচ করা হয় নাই এ কথা তাঁহার মনেই ছিল না। গোবিন্দের ভোজন-বিঘ্নের কথা শ্রীনাথজীর জানিতে বাকি রইল না। সখাকে উপবাসী রাখিয়া আরেক সখা ভোগ গ্রহণ করেন কেমন করিয়া? শ্রীনাথজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরের গোসাঞিকে গোবিন্দের গৃহে প্রচুর উপাদেয় প্রসাদসামগ্রী পাঠাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। গোবিন্দের চিন্তা নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই—সকল চিন্তা সখা শ্রীনাথজীর। ইহাকেই বলে সখ্যপ্রীতি—সখায় সখায় যে ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া যায়।

প্রসাদের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়, আজ গোবিন্দের জন্য ভগবৎ-প্রসাদ স্বয়ং আসিয়া হাজির। গোবিন্দ-প্রসাদ আজ ভক্ত-প্রসাদের জন্য ব্যাকুল—কাঙাল।

গোবিন্দ কহয়ে হাসি মারি খাবার ভয়।
নাথজী আমার তরে সামগ্রী পাঠায়॥

সখা গোবিন্দ শ্রীনাথজীর অযাচিতভাবে প্রসাদ প্রেরণের ব্যাখ্যা করিলেন অন্য রূপ। সখ্যভাবে 'তুমি বড়, আমি ছোট'—এইরূপ জ্ঞান থাকে না। 'তুমি আমি সম'—সখ্যভাবে এইরূপ দাবীর ভাবই ফুটিয়া ওঠে। গোবিন্দের ভাষ্য হইল, প্রহারের ভয়ে শ্রীনাথজী প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক তরফা প্রীতির মার খাইয়াছেন গোবিন্দই; কিন্তু শ্রীনাথজীকে তুল্য প্রত্যুত্তর ত দেওয়া হয় নাই। প্রহারের ভয়েই শ্রীনাথজী মন্দিরে পলায়ন করিয়াছিলেন। সখার ভয়েই মন্দির হইতে সখা প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মাতা শুনি কহে দূর দূর দুষ্ট ছোঁড়া।
বিশেষ নাহিক জানে ব্রজবাসী ভোরা॥
নাথজীর সহ নিজ পুত্রের যে সম্বন্ধ।
না বুঝি পুত্রের ভাব পাড়ে গালি মন্দ॥

গোবিন্দের উক্তি শুনিয়া মাতৃদেবী তাঁহাকেই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। নাথজীর সঙ্গে যে গোবিন্দের সখ্যভাব বা বন্ধুত্ব এই ভিতরের খবর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃদেবী জানিতেন না, তাই পুত্র গোবিন্দের ভাব না বুঝিয়া গালি-মন্দ দিলেন।

গোবিন্দ চরিত্র হয় সুধার সদন।
সর্ব্বমনরঞ্জন বিশেষে সাধুজন॥
গাইয়া তাঁহার আগে প্রেমের অঙ্কুর।
লালদাস মাগে এই কলির অসুর॥

গ্রন্থকার লালদাসজী সদৈন্যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন, প্রবন্ধ লেখক আমি, আমারও সেই একই প্রার্থনা। প্রেমিক ভক্তের চরিত্র অনুধ্যানে প্রেমের অঙ্কুর উন্মেষিত হউক। বন্ধুত্ব যদি করিতেই হয়, জগদ্বন্ধুর সঙ্গেই যেন সেই প্রীতিজনক সম্পর্ক স্থাপিত হয় আমার। সেই শুভদিন আমার কবে হইবে, যেদিন সব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া ভগবানকে পরমাত্মীয় বা সখা জ্ঞানে সকল সময় স্মরণ মনন করিতে পারিব। ভারতের সেই স্বর্ণ যুগ কবে আবার ফিরিয়া আসিবে, যেদিন ভক্ত-ভগবানে জীব এবং ঈশ্বরে সকল সঙ্কোচ-দ্বিধা দূরীভূত হইয়া সহজলীলা প্রকটিত হইয়া উঠিবে। মন্দিরের বিগ্রহ, আরাধ্য ইষ্টদেবতা—কবে প্রাণবন্ত ভাবে সেবকের সঙ্গে সহজলীলা করিবেন? সর্ব্বভাববিকাশক ইষ্ট-গুরুর চরণে সেই প্রার্থনাই করি।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত

গোকুলনিবাসী পণ্ডিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের নাম সুবিখ্যাত। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁহার। শ্রীমদ্ভাগবতের একখানা টীকা লিখিয়া গিয়াছেন তিনিও। টীকাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু হৃদয়গ্রাহী হয় নাই; তেমন। তাহা অপেক্ষা শ্রীধরস্বামিপাদের ভাগবতের টীকা বেশী প্রাণস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্য অপরিহার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, স্বামিপাদের প্রসাদেই তিনি ভাগবতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামিপাদকে জগদ্গুরুর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহারই অমর উক্তি যথা—

শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥

গুরুকৃপা ব্যতীত ভাগবত রহস্যাস্বাদন অসম্ভব। পাণ্ডিত্য দ্বারা ভাগবত রসের আস্বাদন হয় না। এই জন্যই স্বয়ং মহাপ্রভু পর্য্যন্ত শ্রীধরস্বামিপাদকে ভাগবতের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীধরানুগত ভাগবত ব্যাখ্যানকেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করিতেন। স্বামিপাদের ব্যাখ্যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু! শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য পণ্ডিত ছিলেন বটে; কিন্তু ভয়ানক দাম্ভিকও ছিলেন। স্বামিপাদের দোষ দেখাইয়া ভাগবতের একটি টীকা রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহা শুনাইতে গিয়াছিলেন এক সময়। অন্যের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষারোপ করিয়া যে টীকার রচনা তাহা শুনা ত দূরের কথা, মহাপ্রভু দুই কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত।
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া॥
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকায় দোষ দিয়া॥
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ স্থানে গেল শুনাইতে॥
আপন পৌরুষ মানি লাগিল কহিতে॥
শ্রীধর স্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু।
তাহা দূষি সদর্থ স্থাপিনু মুঞি পঁহু॥
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়।
ভ্রষ্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয়॥

কৃতিত্ব জাহির করিতে গিয়া মহাপ্রভুর নিকট রীতিমত তিরস্কৃত হইলেন আচার্য্য।

শ্রীধর স্বামী নিন্দি তুমি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মান, এত গর্ব্ব ধর॥
প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত॥

—চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভুর ধিক্কারে আচার্য্য বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভাবিয়াছিলেন এক, হইল অন্য। প্রশংসার স্থলে ধিক্কার শুনিতে হইবে বল্লভাচার্য্য তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া।
গৃহে গিয়া আধোমুখে রহিলা বসিয়া॥
প্রভু মোরে উপেক্ষা করিলা বলি মনে।
অভিমান করিয়া রহিলা সেই দিনে॥
সাধুর স্বভাব দ্বিজ বিচারিলা মনে।
ভাগবত টীকা কৈনু দম্ভের কারণে॥
বিশেষতঃ অন্যের উপরে দোষ দিনু।
কেবল আপন মাত্র গর্ব্ব প্রকাশিনু॥
প্রভু অন্তর্য্যামী মোর অন্তর জানিঞা।
খর্ব্ব করিবারে কহে ভঙ্গি উঠাইয়া॥

অল্প সময়ের ভিতরই আচার্য্য নিজ দোষ ধরিতে পারিলেন, ইহাও তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুরই অপার করুণা। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু আচার্য্যকে অদোষদর্শী করিতে চাহিয়াই ঐরূপ ভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে আচার্য্যের বেশী সময় লাগিল না। পরম ভাগবত বৈষ্ণবকে তো দোষদর্শী হইলে চলিবে না! আরেক কথা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের বাণীর রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। গীতা-ভাগবতের টীকা পণ্ডিত হইলেই লেখা যায় না, ভগবৎকৃপা বা তাঁহার আশীর্ব্বাদই এই পথের একমাত্র সম্বল।

এতো ভাবি দৈন্যভাবে প্রভু স্থানে গেলা।
শ্রীচরণে ধরি বহু মিনতি করিলা॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু আশ্বাস করিলা।
স্বতন্তর প্রভু এক লীলা প্রকাশিলা॥
আচার্য্যের লক্ষ্য করি সভার শাসন।
জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈন্য দেখিলে সহজেই মহাপ্রভুর মন বিগলিত হইত। আচার্য্যের দীনতা দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। স্বামিপাদের ভাগবতের টীকা যে অনিন্দনীয় ইহা জানাইবার জন্যই আচার্য্যকে নিমিত্ত করিয়া মহাপ্রভু রুষ্টের মত ভাব দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব বিনাশ করাই ছিল মহাপ্রভুর লক্ষ্য। আচার্য্যের টীকাকেও মহাপ্রভু একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিলেন না।

আচার্য্যের টীকা যেই অংশগ্রহ মত।
এক কর্ম্ম বহু কর্ম্ম সাধয়ে অদ্ভুত ॥

শ্রীধর স্বামিপাদের বৃহৎ টীকা ধারণা করিবার ক্ষমতা সকলের হইবে না, আচার্য্যের টীকা দ্বারা কিছুটা ধারণা হইবে পাঠকের। সর্ব্বাংশে না হইলেও ভাগবত বুঝিবার পক্ষে আচার্য্যের টীকা অংশত সাহায্য করিবে। এই মন্তব্য দ্বারা আচার্য্যকেও মহাপ্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আচার্য্য করিল বহু জনের নিস্তার।
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
তাঁহার সন্তান গোকুলিয়া যে গোসাঞি।
উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাই ॥

পরম ভাগবত বল্লভাচার্য্য বহু লোককে ভাগবত ব্যাখ্যায় নিস্তারের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। গোকুলবাসী তাঁহার সন্তান বাৎসল্যভাবে ভগবানের উপাসনা করিয়া সকলকে এই পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আচার্য্যগণ লোকশিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। বল্লভাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে যথার্থ আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুর প্রসাদ-অন্ন দেবতা বাঞ্ছয়

অনন্ত লীলাময় ভগবান্। লীলার যেমন অন্ত নাই, তেমনি রূপেরও নাই অন্ত বা সীমা তাঁহার। ভক্ত যে রূপে ভগবানকে চান, ভগবানও তাঁহার নিকট সেই রূপেই ধরা দেন। ভারতবর্ষে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায় থাকিলেও, সকলেই মূলত এক ভগবানেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। অনন্ত বিভূতি—অনন্ত রূপ ভগবানের। বাংলা দেশে শাক্ত এবং বৈষ্ণবের প্রভাবই বেশী দেখা যায়। শক্তির উপাসনা এবং কৃষ্ণ-বিষ্ণুর উপাসনা এই দুইটি উপাসনাই এই দেশে সমধিক প্রচলিত। কালীর উপাসনা করেন শাক্ত, কালার উপাসনা করেন বৈষ্ণব। যিনি কালী, তিনিই যে কালা। কালা এবং কালীতে ভেদ না থাকিলেও, সাধকের সংস্কারানুযায়ীই গুরু সাধন-পথের নির্দ্দেশ প্রদান করেন। শাক্তের বৈষ্ণবমত গ্রহণ এবং বৈষ্ণবের শাক্তমত গ্রহণ —এইরূপ ঘটনা এই বাংলা দেশে অনেক ঘটিয়াছে, এখনো ঘটিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাধক যে ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতেছেন, তিনিই আবার প্রপন্ন সাধককে অন্যরূপ ভজনের উপদেশ প্রদান করেন। ভগবদিচ্ছাতেই কালী ছাড়িয়া কেহ কালার উপাসনা করেন, আবার কালার উপাসনা ছাড়িয়া কালীর উপাসনা করেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই এইরূপ লীলাবৈচিত্র্যের কারণ। মোট কথা, প্রাণের সত্যিকার আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা যায় না। এক পথ ছাড়িয়া অন্য পথ অবলম্বন, এক মার্গ ছাড়িয়া অন্য মার্গে গমনের মূল কারণ—ঈশ্বরেচ্ছা। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরি।
উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী॥
সাক্ষাত প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে।
প্রতিমারূপেতে এক মূর্ত্তিতে বিরাজে॥

বুধুরীনিবাসী কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ ছিলেন মহামায়ার উপাসক—ঘোর শাক্ত। ভক্তের ভক্তিতে দেবী, প্রতিমারূপেতে তাঁহার গৃহে নিত্য বিরাজিতা ছিলেন। মৃণ্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীর দর্শন পাইয়াছিলেন কবিরাজ।

একদিন এক বিপ্রবৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইলা তাঁর মত না জানিঞা॥
সমাদর করি বিপ্রে স্নান করাইলা।
দেবীগৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা॥
দেবীর মণ্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয়।
মুক্তকেশী এক কালীমূর্ত্তি বিরাজয়॥
তাঁহার সেবায় যে নৈবেদ্য পুষ্প আদি।
কতেক প্রকার তার নাহিক অবধি॥
সেই গৃহমধ্যে এক শালগ্রাম দেখি।
পূজা আদি করিলা হইয়া বড় সুখী॥
সামগ্রী পুষ্পাদি দেখি আনন্দ জন্মিল।
সব দ্রব্য শালগ্রামে নিবেদন কৈল॥

শাক্তভক্ত কবিরাজ শ্রীগোবিন্দের গৃহে এক বৈষ্ণব-অতিথির আগমন হইল একদিন। অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া মণ্ডপে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন তিনি। অতিথি বিপ্র জানিতেন না, গোবিন্দ কবিরাজ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? যাহা হউক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণ্ডপে সন্ধ্যা-পূজা করিতে গিয়া দেখেন, মুক্তকেশী এক কালীমূর্ত্তি সেখানে স্থাপিতা। মণ্ডপে শালগ্রামশিলাও আছেন দেখিয়া বৈষ্ণব-বিপ্র বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি পরমানন্দে পূজার পুষ্প নৈবেদ্য সব শালগ্রামশিলাকে নিবেদন করিয়া সন্ধ্যা-পূজা অন্তে রন্ধনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

পূজা আদি করি বিপ্র রন্ধনেতে গেলা।
দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইলা॥
নিত্য নিয়মিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ।
সেই প্রসাদাদি দ্রব্য কৈল নিবেদন॥
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে প্রসাদ বলিয়া।
কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া॥

অতিথি-বিপ্রের পূজার পর আসিলেন দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ। তিনি জানিতেন না, দেবীর জন্য নৈবেদ্যাদি সব শালগ্রামকে ইতিপূর্ব্বেই নিবেদন করা হইয়া গিয়াছে। দেবীর নিত্যপূজারী সেই নিবেদিত নৈবেদ্যকেই যথানিয়মে নিবেদন করিলেন মহামায়া শঙ্করীকে।

রাত্রে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতুহলে।
আজি তুমি কিছু মোরে নাহি খাওয়াইলে॥
তোমার যে নিয়মিত কিছু না খাইনু।
আজি মুঞি বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ পাইনু॥

কবিরাজ গোবিন্দের গৃহে পূজিতা মহামায়া শঙ্করী জাগ্রত-দেবতা। রাত্রে তিনি তাঁহার প্রিয়ভক্ত কবিরাজকে বলিলেন, 'কৈ আজ ত তুমি নিয়মিত ভাবে আমাকে ভোগ দাও নাই? আজ আমি বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ পাইয়াছি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে।
দেবী কহে মোর গৃহে যতেক আনিলে ॥
যে কিছু সামগ্রী ওই অতিথি ব্রাহ্মণ।
সকলি শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন ॥
পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক।
মোরে নিবেদন কৈল সকল প্রত্যেক ॥

গোবিন্দের নিকট স্বয়ং ইষ্টদেবীই সব রহস্য ব্যক্ত করিয়া দিলেন। শালগ্রামে নিবেদিত নৈবেদ্যকেই নিত্যপূজারী আসিয়া পুনঃ নিবেদন করিয়া দিয়াছেন দেবীকে। আজ মহামায়া শঙ্করীর ভাগ্যে মহাপ্রসাদ আগত। শঙ্করী মহাপ্রসাদ পাইয়া পরমানন্দিতা হইলেন।

গোবিন্দ কহেন মাতা তুমি তো ঈশ্বরী।
তোমার ঈশ্বর কেবা বুঝিতে না পারি ॥
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে।
সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে ॥

দেবীভক্ত গোবিন্দের মনে এক দারুণ সংশয় উপস্থিত। পরমেশ্বরী জগদীশ্বরীর আবার ঈশ্বর কে? সমগ্র জগৎকে যিনি প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, তিনি আবার কাঁহার প্রসাদভিখারী? সংশয়ভঞ্জনের জন্য পরমেশ্বরীরই শরণাগত হইলেন তিনি।

দেবী কন গোবিন্দ মূলতত্ত্ব নাহি জানো।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মানো ॥
পরম ঈশ্বর সেই পরাৎপর হরি।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম সর্ব্ব অধিকারী ॥
নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয়।
সুন্দর বিগ্রহ সৎ-চিদানন্দময় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি মহামায়া ত্রয় ॥
চিন্ময় স্বরূপশক্তি জীব যে তটস্থা।
মায়া বহিরঙ্গাশক্তি বিকারি অবস্থা ॥
সেই যে স্বরূপশক্তি চিৎ-শক্তির বৃত্তি।
হ্লাদিনী সন্ধিনী আর সম্বিত শকতি ॥
হ্লাদিনীস্বরূপা তাঁর প্রেয়সীর গণ।
সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধুজন ॥
বসন ভূষণ গৃহ-আদি বৃক্ষ ধাম।
খাদ্যসামগ্রী আদি যত লীলা-কাম ॥
সম্বিতশক্তির বৃত্তি হয় কৃষ্ণজ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞান আদি যত যার পরিজন ॥
জীব যে তটস্থাশক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস।
শক্তির বিশেষ হয় তাঁহার আভাস ॥
তেঁহো স্বতঃসিদ্ধ জীব তাঁহার অধীন।
অতএব দাস ইহা সিদ্ধান্ত প্রবীণ ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ-আত্মিকা।
স্বাভাবিক জড় হন বিকার-আত্মিকা ॥
প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়।
নানা বস্তু জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয় ॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর এমন শকতি।
ভুলাইলা আব্রহ্ম যে সভাকার মতি ॥
অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসার রচন।
সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহত্তত্ত্ব অহংকার পঞ্চমহাভূত।
পঞ্চতন্মাত্র আদি চরাচর যত॥
যতো দেখ সকলি প্রাকৃত মায়াময়ী।
এমনি শকতি তাঁর ত্রিভুবনজয়ী॥
হেন মায়া মহিমা যে মন-অগোচর।
যোগমায়া যেঁহো তাঁর কোট্যংশের কর॥
যোগমায়া স্বরূপশকতি ঠাকুরাণী।
তাঁর দাসী অভিমান করয়ে আপনি॥
সেই মায়াশক্তি হয় আমার অংশিনী।
মুঞি যাঁর অংশ তাহা করিনু বাখানি॥
অতএব সেই যে স্বরূপ-শক্তি যেঁহো।
শক্তিমান সহিত অভেদ হন তেঁহো॥
তত্ত্ববিবরণ তোমায় কহিলাম সার।
অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভু যে আমার॥
তাঁহার অধরামৃত পূজ্যতম মোর।
ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার॥
শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাসে।
বিমলারূপেতে মাত্র প্রসাদের আশে॥

ইষ্টদেবীর শ্রীমুখে তত্ত্ববিবরণ শুনিয়া গোবিন্দ মৌন হইয়া গেলেন। বিমলারূপেতে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদের আশায় পুরুষোত্তমে মা শঙ্করী বিরাজ করিতেছেন—ইহা শুনিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইষ্টদেবীর শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার মনের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া গেল। স্বরূপ-শক্তি যোগমায়ার দাসী হইলেন মা শঙ্করী। মায়ের মুখে স্বরূপ-পরিচয় অবগত হইলেন গোবিন্দ। স্বরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি যোগমায়া শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ। ভক্ত গোবিন্দের ইষ্টদেবী হইলেন স্বরূপশক্তিরই দাসী। নিজমুখে আত্ম-পরিচয় দিলেন ভক্তকে মা শঙ্করী।

ভগবতী যে কহিল সব সত্য হয়।
বিষ্ণুর প্রসাদ-অন্ন দেবতা বাঞ্ছয় ॥
শাস্ত্রের সহিত দেখ একবাক্য হৈল।
সভার প্রতীত হেতু প্রমাণ যে দিল ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অন্য দেবে দেয়।
অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্ময় ॥

পাদ্মে তথা স্কান্দে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন দেবতাকে দেওয়া যায়—ইহা শাস্ত্রেরই বচন। কাজেই গোবিন্দের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তদ্ব্যতীত ইষ্টবচন এবং শাস্ত্রবচনেরও সমর্থন পাওয়া গিয়াছে।

দৈবাৎ শরীরে হৈল গ্রহিণী অস্বাস্থ্য।
মরণসময় আসি হৈল উপনীত ॥
কণ্ঠাগত প্রাণ শ্বাসমাত্র ঊর্দ্ধ বহে।
কাতর হইয়া ইষ্টদেবী প্রতি কহে ॥
এইতো আমার হৈল অবশেষ কাল।
কৃপাবলোকনে ছিণ্ড সংসারের জাল ॥
আকাশ-বাণীতে দেবী কহে বার বার।
গোবিন্দ স্মরণ কর হইবে নিস্তার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি সেই স্থানে।
তেঁহো কহে গতি নাঞি নারায়ণ বিনে॥

গ্রহণীরোগে গোবিন্দের অন্তিমকাল উপস্থিত। ইষ্টনিষ্ঠ ভক্ত ইষ্ট-দেবীর চরণেই মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। আকাশ-বাণীতে বারংবার ইষ্টদেবী ভক্ত গোবিন্দকে গোবিন্দের শরণাপন্ন হইতে নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। শিষ্যের অন্তিম সময়ে শাক্তগুরুও সেখানে উপস্থিত। শিষ্য গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া গুরুও নারায়ণেরই শরণাপন্ন হইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। ইষ্টদেবতা এবং গুরু উভয়ের একবাক্য শ্রবণ করিরা ভক্ত গোবিন্দ আশ্বস্ত হইলেন। আশ্বাস-বাণী পাইলেন বটে, আরেক দিকে গোবিন্দের ব্যাকুলতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কি করিয়া শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রয় গ্রহণ করা যায়—ইহাই হইল একমাত্র চিন্তা তাঁহার।

এতেক শুনিল যদি দোঁহার বচন।
কি হবে বলিয়া তবে করয়ে রোদন॥
কে আছে আমার লব কাহার শরণ।
আমি হেন দুরাচারে কে করে তারণ॥
দেবী যে বলিল পূর্ব্বে তাহা না শুনিনু।
না ভজিয়া কৃষ্ণপদ আপনা খাইনু॥
ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল।
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম আশ্রয় করিল॥
সেই মোরে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বে যুক্তি দিল।
না শুনিঞা পুনঃ তারে ভর্ৎসনা করিল॥
আচার্য্য প্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয়।
এবে বুঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগক্লিষ্ট দেহে গোবিন্দের মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এই বলিয়া, "আমি কেন ভাই রামচন্দ্রের মত শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম আশ্রয় করি নাই। এখন দেখিতেছি, ভাইএর জন্মই সার্থক—ধন্য।"

এতেক চিন্তিয়া নিজে উপায় সৃজিল।
রামচন্দ্রে মোর দুঃখ লিখিতে হইল॥
শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর।
তাঁহা বিনে আমার উদ্ধার দেখি দূর॥
এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে।
শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা রামচন্দ্র স্থানে॥
পত্রীতে লিখিল যত নিজ বিবরণ।
ভাইএর সাহায্য ভাই করহ এখন॥
না বুঝিয়া তব বাক্য করিনু হেলন।
এবে বুঝিলাম সেই বাক্য প্রয়োজন॥
আমার আসন্নকালে যদি দয়া কর।
এ সময়ে আসি একবার যদি হের॥
আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ।
প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ॥
তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া।
পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরিয়া॥
যত অপরাধ মোর এবে ক্ষমা কর।
এ সময়ে মোর কিছু উপকার কর॥
অনেক কাকুতি করি পত্রী যে লিখিল।
রাতি বিরাতি চারিলোক পাঠাইল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধশ্বাসে লোক সব ছুটাছুটি যায়ে।
রামচন্দ্র কবিরাজে পত্রী দিল লয়ে ॥

গোবিন্দের আপন ছোটভাই পরমবৈষ্ণব কবিরাজ রামচন্দ্র। এক ভাই শাক্ত, আরেক ভাই বৈষ্ণব। কতবার গোবিন্দকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয়ের জন্য ভাই রামচন্দ্র বলিয়াছেন, কিন্তু সময় না হওয়ায় গোবিন্দ ভাইএর কথায় কর্ণপাতও করেন নাই এত দিন। তাহা ছাড়া গোবিন্দের ইষ্টনিষ্ঠা ছিল প্রবল। ইষ্টদেবী স্বয়ং যখন আদেশ দিয়াছেন নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে, তখন তো আর তাঁহার মনে কোন দ্বিধা নাই। অন্তিমকালে আরাধ্যাদেবীই স্বয়ং পথের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। এইবার গোবিন্দ কবিরাজ ভাই রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া লোক মারফতে পত্রী দিয়া পাঠাইলেন। এই ত যথার্থ সময় উপকারের। অন্তিমকাল উপস্থিত এক ভাইএর, আরেক ভাই কি নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতে পারেন ?

পত্রী পাঠ করি সাধু উল্লাস হইলা।
আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা ॥
প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা।
তোমা বিনে কেহো নাহি মো-সবার ত্রাতা ॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল।
কাতর হইয়া মোরে পত্রী পাঠাইল ॥
কৃপা করি একবার যদি যান তথা।
তবে আমা সবার ঘুচয়ে মনোব্যথা ॥
আসন্ন সময় তার গৌণ নাহি আর।
কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়ভাইএর জন্য ছোটভাই এবার গুরুর চরণে আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। আচার্য্য শ্রীনিবাসের অন্তর করুণায় দ্রবীভূত হইয়া গেল।

প্রভু কহে চল তবে এই ক্ষণে যাব।
অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব ॥
এত কহি প্রভু তবে করিলা গমন।
রামচন্দ্র সঙ্গে চলে আনন্দিত মন ॥
কবিরাজ-গৃহে গিয়া উত্তরিলা প্রভু।
এমন দয়াল আর না হইবে কভু ॥
গোবিন্দ শুইয়া যথা তথায় যাইয়া।
নিরীখয়ে কৃপাদৃষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ॥
গোবিন্দের শক্তি নাঞি প্রণাম করয়।
কষ্টে দুটি হাত মাত্র শিরেতে উঠায় ॥
গদ গদ স্বরে কিছু স্তবন করয়।
দু'নয়নে ধারা বহে বুক বাহি যায় ॥
এবার আমারে প্রভু যদি রক্ষা কর।
তবে জানি পতিত-পাবন নাম ধর ॥
ত্রিজগতে কেহ মোর নাহি রক্ষাকর্ত্তা।
একা তোমা বিনে আর নাহি কেহ ভর্ত্তা ॥
এ আসন্ন কালে মোরে নিস্তার করহ।
পতিতপাবন খ্যাতি জগতে বাঢ়াহ ॥

গোবিন্দের এখন সম্পূর্ণ শরণাগতির ভাব আসিয়াছে। দেহের আর সেই শক্তি নাই, দম্ভ-অহঙ্কারও নাই। আচার্য্য সমাগত দেখিয়াও উঠিতে পারিলেন না তিনি। শুইয়া শুইয়াই কপালে দুইটি হাত নিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্ত্তিসহকারে প্রাণের ব্যথা জানাইলেন আচার্য্যকে এবং চোখের জলে বুক ভাসাইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন তাঁহাকে।

এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়াময়।
আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহায়॥
অচিরাত প্রভু কৃপা তোমারে করিবে।
সর্ব্ববিঘ্ন দূরে যাবে মঙ্গল হইবে॥
এতো কহি হরিনাম-মহামন্ত্র দিলা।
স্নেহ করি শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা॥
তৎক্ষণাত তাঁর সর্ব্বরোগ শান্তি হৈল।
স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল॥
প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি।
মহা মহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি॥

আচার্য্য গোবিন্দকে হরিনাম শুনাইলেন। নামের মাহাত্ম্যে অন্তিম-দশাপ্রাপ্ত রোগীও উঠিয়া বসিল। রোগের যথার্থ ঔষধ পড়িলে রোগী ত ভাল হইবেই। আচার্য্য শ্রীনিবাসের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া মুমূর্ষু রোগী গোবিন্দের দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত হইল। ইহাকেই বলে নামের অলৌকিক প্রভাব। অন্তিমকাল বলিয়া আচার্য্য গোবিন্দকে হরিনাম শুনাইয়াছিলেন। এবার নামের প্রভাবে গোবিন্দের অসুস্থ দেহ আশ্চর্য্যরূপে নিরাময় হইয়া উঠিল। যে রোগী শয্যাশায়ী, আচার্য্য-মুখে হরিনাম শ্রবণ মাত্রে সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন তিনি।

পর দিন গোবিন্দেরে প্রভুর আজ্ঞায়।
স্নান করাইয়া নব্য বসন পরায়॥
প্রভু রাধা-কৃষ্ণমন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা।
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি গগনে উঠিলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা বাদ্য সংকীর্ত্তন মহোৎসব হৈল।
গ্রামের সকল লোক দেখিতে আইল॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব ভজনপ্রক্রিয়া।
সকলি কহিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে লোটাইয়া॥
উঠিয়া গোবিন্দ এক পদ যে বর্ণিল।
শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ বাড়িল॥

নামের প্রভাবে গোবিন্দের অসুস্থ দেহ সুস্থ হইয়া উঠিল। পরদিন স্নানান্তে গোবিন্দকে আচার্য্যপাদ রাধাকৃষ্ণের যুগলমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দের জীবন-জনম ধন্য হইয়া গেল। গুরুকৃপায় গোবিন্দের ভিতর কবিত্বশক্তি ফুটিয়া উঠিল। সদ্য একটি পদ রচনা করিয়া আচার্য্যপাদকে শুনাইতে লাগিলেন। তথাহি পদং—

ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দ নন্দন,
অভয় চরণাবিন্দরে।
মনুষ্য দুর্ল্লভ দেহ, সৎসঙ্গে সেবহ,
হরিপদ নিতিরে॥

শীত আতপ, বাত বরিখণ,
এ দিন যামিনী জাগিরে।
বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরুজন
চপল সুখলব লাগিরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন সখীগণ, আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষরে॥

গোবিন্দের স্বতঃস্ফূর্ত পদাবলী শ্রবণ করিয়া আচার্য্যপাদও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুবিগলিতনেত্রে গোবিন্দকে বুকে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুও কাঁদিতেছেন, ভৃত্য গোবিন্দও কাঁদিতেছেন। রামচন্দ্র এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে প্রভুপাদের মনোভাবই যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পদ শুনি প্রভুর নয়ানে বহে বারি।
আলিঙ্গন কৈল গোবিন্দেরে হৃদে ধরি॥
প্রভু ভৃত্য দোঁহে কাঁদে প্রেমানন্দ রসে।
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ উল্লাসে॥

উপযুক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষাবীজ পড়িয়াছে, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াও আরম্ভ হইয়া গেল। নতুবা এইরূপ পদরচনা বিদ্যা-বুদ্ধির কার্য্য নহে। ইহাকে বলে স্ফুরণ। গুরু-শিষ্য অভিন্নাত্মা। লীলার জন্যই দেহভেদ মাত্র। অনুভবের রাজ্যে গুরু-শিষ্যের এইরূপ প্রেমালিঙ্গন বা আত্মসাৎকরণের লীলাই প্রকটিত হইয়া ওঠে। গুরু শিষ্য উভয়েরই লক্ষ্য যে কৃষ্ণভজন! গোবিন্দের পদাবলী যে আচার্য্য শ্রীনিবাসেরও আস্বাদনযোগ্য। সেবার ব্যাকুলতা যেমন শিষ্যের, তেমনি গুরুরও। উভয়েই যে নিত্য কৃষ্ণদাস!

প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম।
শ্রীগোবিন্দদাস ঠাকুর হইল নাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মহিমা গুণ কে বলিতে পারে।
সর্ব্বলোকে গায় যশঃ প্রসিদ্ধ সংসারে ॥
কৃষ্ণকৃপা-পাত্র যাহা ব্রহ্মার দুর্ল্লভ।
মহান্ত স্বভাব স্নিগ্ধ মহা-অনুভব ॥
নানা রস পদ পদাবলী প্রকাশিলা।
প্রভুর চরণ স্পর্শ সর্ব্বাংশে ফলিলা ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর গোবিন্দ।
দোঁহে দোঁহা তুলনা কেবল প্রেমানন্দ ॥
কিঞ্চিত কহিব আগে নাহি যার সীমা।
রামচন্দ্র গুণগান করিয়া গরিমা ॥
আচার্য্য প্রভুর পদ স্মরণ করিয়া।
তাঁর ভক্তগুণগান কৃপা আকাঙ্ক্ষিয়া ॥

আচার্য্য শ্রীনিবাসের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দের পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল। শ্রীগোবিন্দদাস ঠাকুর নামে তিনি এক্ষণে লোক-সমাজে পরিচিত হইলেন। নানারসের পদাবলী রচনা করিয়া নিজেও আনন্দিত হইলেন, জগদ্বাসীকেও আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। কবিরাজ রামচন্দ্র এবং ঠাকুর গোবিন্দ উভয়েই কৃষ্ণভজনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য শ্রীনিবাসের যোগ্য শিষ্য বলিয়া জগতে গোবিন্দের নাম রাষ্ট্র হইয়া গেল। গুরুপ্রদত্ত দায় অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার এবং আচারে আত্মনিয়োগ করিলেন ঠাকুর গোবিন্দ।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি ধন্য রাধাশ্যাম খাওয়াইলে করিয়া রসুই

ভক্তনিবেদিত ভোগ ইষ্টদেবতা স্বয়ং আসিয়া পরম আদরের সহিত গ্রহণ করেন। ভক্তিবশ ভগবান্ ভক্তের কোন বাসনাই অপূর্ণ রাখেন না। ভক্তকে আনন্দিত করা—তৃপ্তি দেওয়া ভগবানের স্বভাব। প্রাণঢালা ভক্তিতে অসম্ভব সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীরূপ সনাতনের অলৌকিক কাহিনীর কথাই মনে পড়ে। ভক্ত-জীবনী অনুধ্যানে হৃদয় পবিত্র হয়, ভক্তিরসে অন্তর আপ্লুত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের কৃপালাভে জীবন ধন্য করিতে আকাঙ্ক্ষা জাগে।

কলিভব সংসারের তারণ কারণ।
তরণী সৃজিলা বিধি রূপ-সনাতন ॥
সর্ববেদ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিলা।
অমৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভক্তি উদ্ধারিলা ॥
মীমাংসা মায়াবাদী অসুর বঞ্চিয়া।
কৃষ্ণভক্ত-দেবে দিলা অমৃত বাঁটিয়া ॥

ভক্তিশাস্ত্রসিদ্ধান্তমতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিই পরমপুরুষার্থ। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণায় শ্রীল রূপ-সনাতনের অবদান অসাধারণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধন্য এই দুই মহাজন ভক্তিরসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া কলির জীবের প্রাণে পরম আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। ভক্তি অমৃত-স্বরূপা। অমৃতপানে জীবের হয় অমরত্ব লাভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীল রূপ-সনাতন কৃত যত গ্রন্থ।
নাভাজী দেখিয়া হৈল চমৎকারবন্ত॥
সুমিষ্ট সুন্দর সে বিচিত্র অলঙ্কার।
পরম পাণ্ডিত্য যে সিদ্ধান্ত বেদসার॥
শব্দে নানা অর্থ অথচ একভাব।
পরম প্রসাদগুণ বড়ই প্রভাব॥

শ্রীল রূপ-সনাতনের অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রসাদগুণযুক্ত, তাই প্রত্যেকটি শ্রীগ্রন্থের প্রভাব অতুলনীয়। ব্রজের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি-রসাস্বাদনের জন্য সকলকেই রূপ-সনাতনের কৃপা ভিক্ষা করিতে হয়। প্রেমভক্তিরস বিশ্লেষণে এই দুই মহাজন অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

নন্দগ্রামে একদিন শ্রীল সনাতন।
শ্রীরূপের স্থানে গেলা করিতে মিলন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী করি দণ্ডবৎ নতি।
আসনাদি অর্পিয়া সম্মান কৈল অতি॥

শ্রীল রূপ-সনাতন উভয় ভ্রাতাই বৃন্দাবনবাসী। একদিন গুরুতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপের সঙ্গলাভের জন্য নন্দগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীরূপ গোস্বামী দণ্ডবৎ নতি করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন।

ভোজন কারণ দুগ্ধ শর্করাদি আনি।
পরমান্ন আদি পাক করিলা আপনি॥
সনাতন কিছু কিছু আভাস দেখেন।
শ্রীমতী কিশোরীজীউ টহল করেন॥
দেখিয়া নয়ানে প্রেমধারা বহি যায়।
না কহে কাহারে কিছু বসিয়া দেখয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরূপের ভক্তিতে শ্রীমতী কিশোরীজীউ বাঁধা। শ্রীল সনাতনের সেবার জন্য শ্রীরূপ নিজ হস্তে পরমান্ন প্রস্তুত করিলেন। সনাতন দেখিলেন, কিশোরীজীউ শ্রীরূপের সেবার কার্য্যে টহল দিয়া ফিরিতেছেন। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া শ্রীল সনাতনের চোখে প্রেমাশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। কাহাকেও কিছু ব্যক্ত না করিয়া শ্রীল সনাতন, শ্রীমতী কিশোরীজীর অপ্রাকৃত দিব্যলীলা ভাবনেত্রে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

শ্রীরূপ রন্ধন করি যুগল কিশোরে।
ক্ষীর ভোগ লাগাইলা পুলক অন্তরে॥
কিশোর-কিশোরী দোঁহে ভোজন করেন।
তাহাও শ্রীসনাতন আভাসে দেখেন॥

নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীরূপ যুগল কিশোরের ভোগ লাগাইলেন। কিশোর-কিশোরী আসিয়া শ্রীরূপনিবেদিত ভোগ সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করিলেন—এ দৃশ্যও সনাতনের চোখে পড়িল।

ভোজন করিয়া যবে দোঁহে চলি গেলা।
শ্রীরূপের কণ্ঠ ধরি কাঁদিতে লাগিলা॥
তুমি ধন্য ধন্য তব বলিহারি যাই।
রাধাশ্যামে খাওয়াইলে করিয়া রসুই॥
কিন্তু এক দেখিয়া যে দুঃখ হৈল মনে।
টহল করিলা প্যারী তোমার রন্ধনে॥
তুমি বেনে কভু যে রন্ধন না করিহ।
সুকুমারী প্যারীজীকে দুঃখ নাহি দিহ॥

শ্রীরূপের রন্ধনকার্য্যে স্বয়ং প্যারীজী টহলদারী করিতেছেন দেখিয়া শ্রীসনাতনের মনে বড় দুঃখ হইল। সনাতন রূপকে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্যারীজীকে এইভাবে তুমি দুঃখ দিও না। তুমি ত ফল-মূল ভোজন করিয়াই দিনাতিপাত করিতে পার। কেন তুমি প্যারীজীকে এত কষ্ট দাও ?"

তবে সেই প্রসাদ যে গোস্বামী পাইয়া।
কুটীরে চলিয়া গেলা প্রেমানন্দ হিয়া ॥

বৈষ্ণব ভক্ত প্রসাদ না হইলে ত কিছুই গ্রহণ করেন না। শ্রীল সনাতন শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার ভোগ হইয়া গেলে সানন্দচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অবশেষে শ্রীল রূপ গোস্বামী পাইলা।
স্বাদু আস্বাদন করি আপনা ভুলিলা ॥
যে প্রসাদ-কণায় মহাদেব মত্ত হৈল।
যে প্রসাদ লাগিয়া পার্বতী তপ কৈল ॥
যে প্রসাদ লাগি পুরুষোত্তমে বিমলা।
অদ্যাপি করেন বাস অতি কুতূহলা ॥
হেন যে প্রসাদ শ্রীল রূপ-সনাতন।
অনায়াসে নিতি পান হেরে শ্রীবদন ॥
অতএব গোসাঞি শ্রীরূপ-সনাতন।
সম নাহি গণি ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥

রাধা-কৃষ্ণের দিব্য ভোগের প্রসাদ প্রথম গ্রহণ করিলেন শ্রীল সনাতন, তারপর ভক্তভুক্ত-অবশেষ অমৃত গ্রহণ করিলেন শ্রীরূপ। মহামহাপ্রসাদ-গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া শ্রীরূপ নিজেকে অতীব ভাগ্যবান মনে করিলেন। প্রসাদের মাহাত্ম্য যে কি, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। প্রত্যহ শ্রীল রূপ-সনাতন রাধা-কৃষ্ণের ভোগ নিবেদন করিয়া, ইষ্টদেবতার ভোগগ্রহণলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া তবে অবশিষ্ট প্রসাদলাভে ধন্য হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ দেবদুর্লভ ভাগ্য শ্রীরূপ-সনাতনের। হর-পার্বতী বিমলা পর্য্যন্ত এইরূপ প্রসাদ-কণিকার প্রার্থী। ব্রহ্মা আদি দেবগণেরও এহেন নিত্য প্রসাদপ্রাপ্তির ভাগ্য নাই শ্রীল রূপ-সনাতনের মত।

আর এক কথা শুন অপূর্ব কাহিনী।
যাহা শুনি সাধুগণ না ধরে পরাণী॥
শ্রীরূপ গোসাঞি শ্রীমান্ রাধিকার রূপ।
বর্ণন করিলা যে সে অতি অপরূপ॥
বেণীর তুলনা দিল ফণীর সহিতে।
শ্রীসনাতনের তাহে দুঃখ হৈল চিতে॥
বিষধর সহ সুধাধরের তুলনা।
না পাইল সুখ তাথে মনের বেদনা॥
ফণীর স্বরূপ বেণী আকৃতির অংশে।
শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি নহে রসাভাসে॥
সনাতনে জানাইতে কৈল এক লীলা।
ছলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা॥

প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া ভগবানের সঠিক রূপ বর্ণনা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধিকার অপরূপ রূপের বর্ণনা করিয়াছেন। সাধুসন্তগণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকার দিব্যরূপের বর্ণনা শুনিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু শ্রীল সনাতনের মনে বড় দুঃখ। শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনায় এক জায়গায় ফণীর সঙ্গে বেণীর তুলনা দেওয়া হইয়াছে। বিষধরের সঙ্গে সুধাধরের তুলনা দেওয়ায় শ্রীল সনাতন বড়ই বেদনা অনুভব করিলেন। শ্রীরাধার বেণীর আকৃতি-অংশে ফণীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলেও এই উপমা দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। ইহাতে রসাভাস দোষ ঘটিয়াছে। শ্রীরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের একান্ত প্রিয় ভক্ত, তাঁহার রূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণনায় রসাভাস দোষ কেন ঘটিল—ইহাই শ্রীল সনাতনের আক্ষেপ। বড় ভাইএর মন্তব্যে শ্রীরূপও একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। এখন এই সমস্যার সমাধান হয় কিরূপে? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই মীমাংসার ভার গ্রহণ করিয়া আরেক লীলা প্রকট করিলেন।

একদিন রাধাকুণ্ডতীরে বৃক্ষডালে।
ঝুলনায় প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে॥
কিছু দূর হৈতে শ্রীসনাতন দেখে।
প্যারীজীর বেণী যেন ফণী লক্‌লকে॥
কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী দেখি সনাতন।
তখন প্রশংসে তার রূপের বর্ণন॥
অন্য ফণি-দর্শনে উপজে মনে ভয়।
সে ফণিদর্শনে হৈল আনন্দ উদয়॥
প্রেমানন্দে জাড্য হৈল বিবর্ণ শরীর।
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ অস্থির॥
হেন বুঝি বেণীফণি দংশন করিল।
গরল আকৃতে দেহে অমৃতে ব্যাপিল॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার ঝুলন-লীলা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্যই শ্রীল সনাতনের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন উভয়েই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপাধন্য ভক্ত। একজনকে কৃপা করিয়া আরেক জনকেই বা কৃপা-বঞ্চিত রাখেন কেমনে? শ্রীরূপ ত আর অনুমানে রূপ বর্ণনা করেন নাই, শ্রীরাধিকা স্বয়ং যে তাঁহার কৃষ্ণবেণী দেখাইয়াছেন ভাগ্যবান ভক্ত শ্রীরূপকে। যাহা হউক রাধাকুণ্ডতীরে এক বৃক্ষডালে প্যারীকে সঙ্গে লইয়া ঝুলনায় ঝুলন-লীলা সম্পন্ন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এবার সনাতন ঝুলন-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁহার শ্রীমুখে উপমা নির্গত হইল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্যারাজীর বেণী যেন ফণী লক্‌লকে।" কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া সনাতন এবার দোষের পরিবর্ত্তে শ্রীরূপের অদ্ভুত সঠিক বর্ণনাশক্তিকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সর্প দেখিলে মানুষের ভয় উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণসর্পাকৃতি শ্রীরাধিকার বেণী দেখিয়া শ্রীল সনাতন প্রেমানন্দে জাড্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। ধন্য প্রেমিক ভক্ত শ্রীল সনাতন এবং শ্রীরাধার রূপবর্ণনাকারী শ্রীরূপ।

প্রেমামৃত ব্যাপি দেহে শ্রীল-সনাতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় নাহিক চেতন॥
প্যারী-পীতাম্বর হেরি আনন্দে ভাসিলা।
চকিত মাত্রেতে দেখা দিয়া দোঁহে গেলা॥

পুলক-অশ্রু স্বেদ-কম্প দেখা দিল শ্রীল সনাতনের অপ্রাকৃত দিব্য দেহে। সনাতনের সমালোচনার অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভূমিতে লুণ্ঠিত সনাতনের দশা দেখিয়া প্যারী-পীতাম্বরও আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। চকিত দর্শন দিয়া আবার প্যারী-পীতাম্বর অপ্রকট নিত্যবিগ্রহে বিলীন হইয়া গেলেন।

শ্রীল সনাতনের অলৌকিক মহিমার কথা চারিদিকেই রাষ্ট্র হইয়া গেল। লোকমুখে শুনিয়া আকবর বাদশা পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন নিজেই আসিয়া শ্রীল সনাতনের কুটীরসম্মুখে উপস্থিত।

শ্রীল সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া।
আকব্বর পাৎসা আইল দর্শন লাগিয়া॥
যোড় হস্তে রাজা দাণ্ডাইয়া তাঁর আগে।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করে অনুরাগে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতন রাজ-দরশন নিন্দা মানি।
হেঁট মাথে রহিলা না কহে কিছু বাণী॥
পুনঃ আকব্বর সা কৃষ্ণভক্ত সঙরিয়া।
আলাপ করিলা তবে সম্মান করিয়া॥

ভক্তের নিকট রাজাধিরাজ সম্রাট একজনই। পার্থিব রাজার দর্শন নিন্দাজনক কার্য্য বলিয়াই মনে করেন শ্রীল সনাতন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া জগতে আর দ্বিতীয় মহারাজা কেহ আছেন কি ?

রাজা বহু স্তুতি নতি করিয়া চলিলা।
যাওন কালেতে কিছু কহিতে লাগিলা॥
গোসাঞি তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে।
ব্যক্ত করিয়া তাহা কহ তো আমাকে॥
যে আজ্ঞা করিবে তাহা জাহের করিব।
যাহা চাবে তাহা দিব ব্যর্থ না হইব॥

সাধ্য-সাধনা, স্তুতি-নতি করিয়াও আকবর বাদশা সনাতনের মধ্যে বিন্দুমাত্র যাচ্ঞা বা আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইলেন না। সনাতন ত ভিক্ষুক নহেন। কৃষ্ণধনে অশেষ ধনী তিনি।

সনাতন কহেন আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি।
পুনঃ রাজা কহে পুনঃ কহে নাহি নাহি॥
একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃ পুনঃ কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
অর্থ তো তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা যদি শুন তবে কহি॥
এই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থান হয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই স্থানটুকু মোর বান্ধাইয়া দেহ।
তব স্থানে মুঞি আর কিছু নাহি চাহোঁ॥

সনাতনের কোন অভাব নাই, তবুও ভঙ্গি করিয়া বাদশাহকে বলিলেন, "যমুনাতীরে আমার আশ্রয়স্থলটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আমার এই স্থানটি ভাল করিয়া বান্ধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

এতেক শুনিঞা রাজা কহে ভৃত্যগণে।
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখেন সেইখানে॥
দেখে নানা মণিমুক্তা পরম রতনে।
যমুনার তীরে বান্ধা কতেক ভাঙনে॥
মনোহর অলৌকিক পরম মোহন।
যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা আদিগণ॥

অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রাজার উল্টা চৈতন্যসঞ্চার হইল। যমুনার তীরে যত ভাঙন, সর্ব্বত্র মণিমুক্তা পরম রতন ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় মণিমুক্তা বাদশাহের ভাণ্ডারেও নাই।

শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।
দেখিতে দেখিতে তেঁহ আর না দেখিল॥
বিচার করিল মনে এই বৃন্দাবন।
স্বরূপ যে হয় এই পরম-মোহন॥
আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল।
তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল॥
তুমি যাহা দিবে মুঞি পাইল যে ধন।
তার এক কণার কোটি কোটির যে কণ॥
তোমা হেন লক্ষ কোটি রাজার যে ধন।
অধিক নাহিক হবে না হবে সমান॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে সনাতন যমুনার তীর।
বান্ধিতে কহিল এই আশয় গম্ভীর॥

শ্রীবৃন্দাবনধাম—অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম। এই ধামকে বাদশাহ আর কোন্ ধনরত্নে নূতন করিয়া সজ্জিত করিবেন? সনাতনের এই ভঙ্গী শুধু আকবর বাদশাহের শিক্ষার জন্য। আকবর বাদশাহও প্রত্যক্ষভাবে বৃন্দাবনধামের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য-মহিমা দেখিয়া নিজের দৈন্য স্বীকার করিলেন।

এতেক চিন্তিয়া রাজা মুচকি হাসিয়া।
গোসাঞির আগে কহে স্তবন করিয়া॥
এবে বুঝিলাম তুমি এই ত্রিজগতে।
মহা আঢ্য ধনীজন নাহি তোমা হৈতে॥
ত্রিজগতনাথ সেই পরম দুর্লভ।
দুরারাধ্য যেঁহো তেঁহো পরম সুলভ॥
অতএব তোমারে যে আমি দিব কি।
আমি যে পাৎসাহা অভিমান কর্য়েছি॥

আকবরের উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যই প্রসন্ন হইয়াছেন, তাই বাদশার অভিমান দূরীভূত হইয়াছে। দুনিয়ার আসল সম্রাট কে আকবর তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। বৃক্ষতলবাসী হইয়াও সনাতন যে অমূল্য ধনে ধনী, আকবর বাদশাহ তাহার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আকবর যাওয়ার সময় সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন—"মহা আঢ্য ধনীজন নাহি তোমা হৈতে।" শ্রীবৃন্দাবনধামের এবং শ্রীল সনাতনের মহিমা আকবরের চিত্তাকাশে চিরস্থায়ী হইয়া রহিল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর

মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য—ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবা কিন্তু দুর্ল্লভ দেহ লাভ করিয়াও প্রাকৃত আনন্দে প্রমত্ত হইয়া মানুষ ভগবদ্ভজনে বিমুখ হইয়াই দিন অতিবাহিত করে। মাহেন্দ্রক্ষণ তাহাকেই বলা যায় যে-ক্ষণে মায়ামুগ্ধ বিস্মৃত জীবের প্রাণে আসল কর্ত্তব্যজ্ঞানের হয় বোধন। বিভ্রান্ত মানুষকে যথার্থ পথের সন্ধান দিতে পারেন, ভজন-পরায়ণ আচার্য্যগণই। তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ বা অমোঘ ইচ্ছায় পতিত জীবেরও চৈতন্যোদয় হয়। এইরূপ একজন আচার্য্য ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত পণ্ডিত শ্রীনিবাস, আর গুণের সাগর কবিরাজ রামচন্দ্র ছিলেন তাঁহারই একজন আদর্শ প্রিয় শিষ্য। গুরুর উপদেশ-বাণীতে কবিরাজ রামচন্দ্রের জীবনে কিরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ধন্য গুরু, ধন্য শিষ্য!

বুধরিনিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজ।
শাস্ত্রজ্ঞ প্রশংসনীয় পণ্ডিত-সমাজ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু নিজ গৃহের সম্মুখে।
দুই চারি ভক্ত সহ কৃষ্ণকথা সুখে॥
বৃক্ষতলেতে বসি আছেন ঠাকুর।
বিভা করি রামচন্দ্র যান নিজ পুর॥
প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে।
শিবিকা রাখিল সেই বৃক্ষের তলেতে॥
বহু লোকজন নানা বাদ্যকর যত।
বিশ্রাম করিতে বৈসে সকল সহিত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে বৃক্ষতলায় বসিয়া দুইচারিজন ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় বরকন্যা সহ একটি শিবিকা সেই স্থানে থামিল। কবিরাজ রামচন্দ্র সদ্য বিবাহ করিয়া সেই রাস্তা দিয়া নিজ গৃহে ফিরিতেছিলেন। বিশ্রামের জন্য শিবিকাবাহীগণ বৃক্ষতলে শিবিকাকে নামাইল। সঙ্গে আছে কত লোকজন এবং বাদ্যকর। শিবিকার ভিতর বরবেশে গৌরবর্ণ পরমসুন্দর রামচন্দ্রকে আচার্য্য শ্রীনিবাস দেখিতে পাইলেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ গউর বরণ।
সুদৃশ্য সৌন্দর্য্য যথা জিনিঞা মদন॥
প্রভুর যে নিকটস্থ শিবিকাতে বসি।
প্রভু হেরি নিজগণে কহে হাসি হাসি॥
এই যে পুরুষ হেন সৌন্দর্য্য যে হয়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সে শোভয়॥

জীবের আসল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে কৃষ্ণদাসত্বে। পরম ভাগবত আচার্য্য শ্রীনিবাস বরবেশে রামচন্দ্রকে দেখিয়া ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রসঙ্গে কিছু সার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সকলকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আচার্য্য শ্রীনিবাসের প্রত্যেকটি উপদেশ কবিরাজ রামচন্দ্রের প্রাণে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। সংসার-কূপ হইতে উদ্ধারের জন্যই যেন আচার্য্য ঠাকুর করুণা করিয়া কবিরাজ রামচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া এই উপদেশবাণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পুনঃ কিছু খেদ-উক্তি কহেন ঠাকুর।
হাহা কি আশ্চর্য্য এই ভব মায়াপুর॥
যে স্ত্রীর সঙ্গ হয় নরক দুয়ার।
সেই স্ত্রীর লাগি লোক করে হাহাকার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহোৎসব করি সদা মঙ্গল আচরে।
শুদ্ধ যেই অমঙ্গলে মঙ্গল বিচারে॥
স্ত্রী-সঙ্গেতে মহামত্ত আসক্ত হইয়া।
সংসারে ভ্রমিয়া বুলে কৃষ্ণ না ভজিয়া॥
একেলা আছিল পুনঃ দুইজন হৈল।
সন্তান জন্মিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥
ভরণ-পোষণ হেতু নানা ব্যবসায়।
নানা দুঃখে ফিরিয়া তাহাতে কাল যায়॥
কভু অপমান কভু রাজদণ্ড হয়।
ধনলোভে নানা পাপ সঞ্চয় করয়॥
সংসার ভ্রমণ করে নরক ভুঞ্জিয়া।
কভু নাহি কৃষ্ণ ভজে মায়ার লাগিয়া॥
এই দেখ বিভাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ॥
লাগিল মায়ার ফাঁস তাহা না ভাবিয়া।
মঙ্গল আচরে দেখ কৌতুক করিয়া॥
অমঙ্গলে শুভ জ্ঞান সদাই করিয়া।
উৎসব করয়ে লোক কৃতার্থ মানিঞা॥
কন্যা-সম্প্রদানকালে বরণ-অঙ্গুরী।
অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেয় কর ধরি॥
অঙ্গুরী সে নহে মায়া অধিকার করি।
তার পাছে দিল তার হাথে হাথকড়ি॥
বর-কন্যা করে দোঁহে মালা যে বদল।
মাল্য সেই নহে দৃঢ় জেল গলে দিল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভদৃষ্টি করে করি বস্ত্র আচ্ছাদন।
শুভ নহে সেই হয় পিশাচী ঈক্ষণ॥
হস্তে হস্ত সঁপে যেই মায়া অধিকারি।
রাক্ষসী মহসীল দিল নিজ অনুচরী॥
মায়া নিজ অধিকার করিয়া জীবেরে।
নানা বাদ্যোদ্যম করি মঙ্গল আচরে॥

আচার্য্য ঠাকুর বিবাহের আসল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন সকলের সম্মুখে। বিবাহ কি, না, মায়ার ফাঁদ। মঙ্গল এবং আনন্দদায়ক বলিয়া মনে করিলেও পরিণামে পরিণয়-সূত্রের প্রত্যেকটি আচরণ দুঃখ, অমঙ্গল, অসুখ এবং অশান্তিকে আহ্বান করিয়া আনে। সংসারমুখী জীবের কি করিয়া দুঃখ আসে, তাহার একটি অপূর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের 'ভক্তি-সন্দর্ভ' নামক গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত হইল। যথা—"ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তির্ভবতি। ততো বিপর্য্যয়ো দেহোহস্মীতি। ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষপি মায়াসু।" ঈশ্বরের মায়া দ্বারা ঈশবিমুখের স্বরূপবিস্মৃতি ঘটে। সেই স্বরূপবিস্মৃতি হইতে 'আমি দেহ' এই জ্ঞান হয়। 'আমি দেহ'—এই জ্ঞান হইতে দেহাদিতে অভিনিবেশ হয় এবং এই অভিনিবেশ হইতে ভয় হয়। এই প্রকারে লৌকিক মায়াতেও প্রসিদ্ধি আছে। মায়া>বৈমুখ্য>বিস্মৃতি>বিপর্য্যয়>অভিনিবেশ>ভয়— এইভাবেই ক্রমশঃ মায়াজাল বিস্তার লাভ করে।

অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, কুৎসিতে সুন্দরবুদ্ধি, নশ্বর বস্তুতে অবিনশ্বর-বুদ্ধি, অপকারকের প্রতি শুভবুদ্ধি হয় মায়ারই প্রভাবে। সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরবিমুখী জীবের পক্ষে ভগবদ্ভজনই পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়। আচার্য্য ঠাকুর ইঙ্গিতে তাহাই প্রকাশ করিলেন।

শিবিকায় বসি রামচন্দ্র সব শুনি।
ঘৃণায় ধিৎকার করে আপনা আপনি॥
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জন্মিল।
ঘরে গেলা মনে কিন্তু উৎসাহ না হৈল॥

আচার্য্য ঠাকুরের সব উপদেশই উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিলেন কবিরাজ রামচন্দ্র সেই শিবিকাতে বসিয়াই। প্রত্যেকটি বাণী তাঁহার মরমে বিদ্ধ হইল। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল অর্থাৎ কবিরাজের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। ঘৃণায় তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার মনে বিবাহ-সুখের কল্পনা-জল্পনা নাই। ঘরে ফিরিয়া সর্ব্ববিষয়ে তিনি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

দুই তিন দিন পরে কারে না কহিয়া।
প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচারিয়া॥
কান্দিয়া শ্রীল আচার্য্য প্রভুর চরণে।
পড়িয়া কহেন কিছু কাতর বচনে॥
প্রভু মোরে কৃপা কর লইনু শরণ।
বিষয় কুসঙ্গে মোর জড়িত জীবন॥
অধম দুঃশীল আমি অতি পাপাচার।
আমারে করহ দয়া ঘুচুক সংসার॥

সংসার পাতিতে না পাতিতেই, 'সংসার ঘুচুক'—এই কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিলেন কবিরাজ রামচন্দ্র, আচার্য্য শ্রীনিবাসের শ্রীচরণে।

এতেক কাকুতি তবে শুনি দয়াময়।
দয়া উপজিল তুলি লইল হৃদয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভূ কহে চিন্তা নাক্রি কৃষ্ণ কৃপাময়।
অবশ্য করিবে দয়া নাহিক সংশয় ॥
তবে প্রভু তার সহ আলাপ করিতে।
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন চিতে ॥
শাস্ত্রীয় বিচার প্রভু অনেক করিলা।
রামচন্দ্র তাহাতে সুপ্রতিপন্ন হৈলা ॥
তুষ্ট হয়ে প্রভু মনে করিলা বিচার।
যোগ্য পাত্র বটে ভক্তিশাস্ত্র পঢ়াবার ॥

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় আচার্য্য ঠাকুরের মন গলিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া আচার্য্য ঠাকুর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয়।
ভাগবতশ্রেষ্ঠ হৈল মহান্ আশয় ॥
প্রভু অতি প্রীত কৈলা নিজ আত্মাতুল্য।
রামচন্দ্র জানে যেন রতন অমূল্য ॥

প্রসন্ন হইয়া আচার্য্য ঠাকুর প্রপন্ন ভক্ত কবিরাজ রামচন্দ্রকে দীক্ষা প্রদান করিলেন—যুগলমন্ত্রে। শক্তিযুক্ত মন্ত্র উপযুক্ত আধার পাইয়া তৎক্ষণাৎ বীর্য্য প্রকাশ করিল। প্রেমানন্দে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ফুটিয়া উঠিল কবিরাজের অপ্রাকৃত দেহে। উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা এবং প্রচার ব্যাপারে আচার্য্য ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভক্ত এমন জগতে নাহি কোথা।
পরম আশ্চর্য্য তার শুন এক কথা॥
একদিন প্রভু রাত্রে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
আঙ্গিনায় ফিরিছেন রামচন্দ্র সঙ্গে॥
এক যে খড়ের দড় আছে আঙ্গিনায়।
প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয়॥
দড় খড় বলি রামচন্দ্র তা জানেন।
প্রভুর আজ্ঞায় তাহা সাপই দেখেন॥
বটে বটে প্রভু ঐ দড় সর্প হয়।
পুনঃ প্রভু কহে নহে খড় দড় হয়॥
সর্প ঘুচি পুনঃ রামচন্দ্র দেখে দড়।
অর্জ্জুন যেমন পক্ষি-চক্ষে ছাড়ে শর॥

গুরুভক্ত কবিরাজ রামচন্দ্রের গুরুবাক্যে অটুট বিশ্বাস। একদিন আচার্য্য ঠাকুর রাত্রিবেলা আঙ্গিনাতে পায়চারি করিতে করিতে একটি খড়ের দড়ি দেখিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন 'এই দেখ একটি সর্প।' গুরুবাক্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে রজ্জুতে সর্পদর্শন হইল তাঁহার। একটু পরে আচার্য্যদেব পুনঃ বলিলেন—'না, ইহা সাপ নহে, খড়ের দড়িমাত্র।' গুরুবাক্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষদৃষ্ট সর্প অদৃশ্য হইয়া রজ্জুতে রূপান্তরিত হইল। ইহার নামই একনিষ্ঠা ভক্তি বা গুরুবাক্যে অচল-অটল বিশ্বাস। অর্জ্জুন যেমন গুরুর নির্দ্দেশে লক্ষ্যভেদ করিতে গিয়া লক্ষ্যবস্তু পাখীর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই, তেমনি গুরুবাক্যে পূর্ণ প্রতীতি লইয়া কবিরাজ রামচন্দ্রও রজ্জুতে সর্প দেখিলেন আবার তাঁহার কথাতেই সর্পজ্ঞান-স্থলে রজ্জুজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইল। গুরুবাক্য শ্রবণ মাত্রেই উপযুক্ত উন্নত অধিকারীর এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এক কহি শুন অপূর্ব্ব কথনে।
শ্রীরাধার কুণ্ডল খুঁজি দিলেন যেমনে॥
একদিন প্রভু বৈসেন স্মরণ মননে।
দেখে জলকেলি কৃষ্ণ করে গোপীসনে॥
আপনিহ নিত্য নিজ গোপীদেহে মেলি।
আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃষ্ণ-জলকেলি॥
হেনকালে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল।
খসিয়া পড়িল জলে হেরিয়া বিকল॥
আর আর সখীগণ খুঁজিয়া না পাইল।
প্রভু তবে যমুনায় খুঁজিতে লাগিল॥
খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্তরাত্র গেলা।
বাহ্য নাহি একাসনে বসিয়া রহিলা॥
শ্রীমতী-গৌরাঙ্গ-প্রিয়া ঠাকুরাণী আদি।
কান্দিয়া আকুল চক্ষে বহে জল-নদী॥
ভক্তবৃন্দ শতেক বীরহাম্বীর রাজন।
ব্যস্ত সমস্ত সভে করয়ে ক্রন্দন॥
সাত দিন-রাত্র ধ্যান ভঙ্গ নাহি হৈল।
সভে কহে প্রভু বুঝি লীলা সম্বরিল॥

'সাধন স্মরণ লীলা'—ইহাই বৈষ্ণবের ভজন-পদ্ধতি। রাধা-কৃষ্ণের লীলা স্মরণই বৈষ্ণবের একমাত্র সাধনা। গুরু-নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধদেহ বা ভাবদেহে তন্ময় হইয়া লীলা স্মরণ করিতে করিতে লীলাস্মরণাত্মক সমাধি হয় বৈষ্ণবের। একদিন আচার্য্য শ্রীনিবাস-ঠাকুর স্মরণ-মনন করিতে বসিয়া মানস-নেত্রে জলকেলি-লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলিলীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে দেখিতে আচার্য্যঠাকুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া গেলেন। জলেকেলির সময় শ্রীরাধার কর্ণের কুণ্ডল যমুনাতে পড়িয়া গেল। সখীগণ সকলে মিলিয়া সেই কুণ্ডল খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্যঠাকুরও অন্তশ্চিন্তিত স্বাভীষ্ট দেহে কুণ্ডল খুঁজিতে সখীদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। এই ভাবে একাসনে সপ্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। আচার্য্য-ঠাকুরের শত শত ভক্ত বীর হাম্বীর রাজা সহ—সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। অনেকে লীলাসম্বরণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন।

কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সভা-স্থানে।
প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে॥
অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
শীঘ্র তাহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ॥
সেই কালে রামচন্দ্র আসি উপনীত।
তাহারে দেখিয়া সভে হৈল হরষিত॥
তেঁহো কহে ব্যস্ত সভে হেতু কি ইহার।
সভে কহে প্রভুর আদ্যন্ত ব্যবহার॥

আচার্য্যঠাকুরাণী অত্যন্ত ব্যাকুল এবং চিন্তান্বিতা হইয়া শিষ্য রামচন্দ্রকে খবর দিতে আদেশ করিলেন। এমন সময় ভক্ত রামচন্দ্র হঠাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। সকলের মুখে আচার্য্যঠাকুরের আদ্যন্ত ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া রামচন্দ্র চিন্তাকুল না হইয়া বরঞ্চ আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র অষ্টাঙ্গ করিয়া প্রভুপদে।
বুঝিয়া অন্তরবৃত্তি ভাসয়ে আনন্দে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর নিকটে বস্ত্র-আবৃত হইয়া।
ধ্যানস্থ হইলা বসি সমাধি করিয়া॥
দেখেন যে প্রভু তবে যমুনার জলে।
শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজি বুলে॥
আপনিহ নিজ সিদ্ধদেহ আরোপিয়া।
প্রভু-সখীরূপা-সঙ্গে বেড়ান খুঁজিয়া॥
খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্রতলে।
পাইলেন সেই কৃষ্ণপ্রিয়ার কুণ্ডলে॥
দুই সখী কোলাকোলি পাইয়া আনন্দে।
পরাইল গিয়া শ্রীমতীর গণ্ডচন্দ্রে॥

ভক্ত রামচন্দ্র আচার্য্যঠাকুরের সন্নিকটে বসামাত্রই সব ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিলেন। তিনি গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বস্ত্রাবৃত-দেহ হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। প্রগাঢ় ধ্যানের ফলে তিনি দেখিতে পাইলেন, আচার্য্য-ঠাকুর সখীর সখী হইয়া শ্রীরাধিকার হারানো কুণ্ডল অনুসন্ধান করিতেছেন। রামচন্দ্রও সিদ্ধদেহ অবলম্বন করিয়া গুরুরূপা সখীর সঙ্গে কুণ্ডল অন্বেষণ-তৎপরা হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক পদ্মপত্রতলে শ্রীরাধার কর্ণকুণ্ডল পাওয়া গেল। দুই সখী আচার্য্যঠাকুর এবং কবিরাজ রামচন্দ্র অর্থাৎ গুরু-শিষ্য উভয়ে আহ্লাদে আটখানা। শ্রীমতীর কর্ণকুণ্ডল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন দুই সখী। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অমর পদাবলীতেও এই ভজনের ইঙ্গিত আছে—

গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া প্রেমে
চামরের বাতাস করিব।

কর্ণকুণ্ডল পাইয়া দুই সখীর প্রতি শ্রীরাধিকা পরম সন্তুষ্টা হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চর্ব্বিত-তাম্বুল দিলেন দুই সখীর হস্তে পুরস্কারস্বরূপ। গুরু-শিষ্য উভয়ের চর্ব্বিত তাম্বুলহস্তে বাহ্যস্ফুর্ত্তি হইল।

প্রসন্ন হইয়া প্যারী তাম্বুল-চর্ব্বিত।
দোঁহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত॥
চর্ব্বিত তাম্বুল সেই দোঁহে হস্তে ধরি।
দেহেতে হইল অতি স্ফূর্ত্তি চমৎকারী॥
বাহ্য হৈল দোঁহাকার তাম্বুল-সহিত।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ দেখি চমকিত॥
তাম্বুলের সৌরভেতে আমোদ করিল।
সকলেই প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইল॥
তাম্বুল বাটিয়া প্রভু সভাকারে দিল।
প্রসাদ পাইয়া সভে কৃতার্থ হইল॥
ত্রিজগতে পরম দুর্ল্লভ যে অমৃত।
যে অমৃত লাগি ব্রহ্মা আদি ধরে ব্রত॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু শুভ চরণ আশ্রয়।
অনায়াসে হৈল সবাকার শুভোদয়॥
অতএব শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ।
আচার্য্য প্রভুর প্রিয় ভক্তরাজ-রাজ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের উক্তি।
অপূর্ব্ব শুনহ এক সুসিদ্ধান্ত যুক্তি॥

ভক্তরাজ শ্রীরামচন্দ্রের লীলার অন্ত নাই। আরেক দিনের ঘটনা।

রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গাস্নানে যান।
স্নান পূজা করিয়া চলিয়া আইসেন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে।
স্নান করি শিবপূজা করে বসি তটে॥
কবিরাজে কহেন তাঁহারা ক্রোধ মনে।
পূজা কর শিবপূজা নাহি কর কেনে॥

প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যান কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র। স্নানের ঘাটে অনেক পণ্ডিতেরও হয় সমাগম। একদিন পণ্ডিতদের দল রীতিমত রাগান্বিত হইয়া কবিরাজকে বলিলেন, 'কেন তুমি গঙ্গাস্নানান্তে আমাদের মত শিবপূজা কর না ?'

কবিরাজ কহেন শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর।
কাহারে না পূজি এই হয় সদাচার॥
অনন্য ভাবেতে কৃষ্ণ ভজিতে উচিত।
গীতা-ভাগবতে ইহা আছয়ে বিদিত॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ মর্ম্ম না বুঝিয়া।
রুষ্টভাবে কহে পুনঃ হাথ চালাইয়া॥
তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে।
শিব-আরাধনা নাহি করি সেব কারে॥
মহাতমঃস্বভাব ব্রাহ্মণগণে হেরি।
কবিরাজ কহে কিছু যোড় হাথ করি॥

পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে মহাতমঃস্বভাব ব্রাহ্মণগণ ভক্ত রামচন্দ্রকে কটাক্ষ করিয়া অনেক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অক্রোধ পরমানন্দ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্র পণ্ডিতদের দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন। অতঃপর করজোড়ে ব্রাহ্মণদের কিছু নিবেদন করিলেন তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয় শুন কিছু নিবেদন করি।
আমি মূর্খ শাস্ত্র কিছু বিচারিতে নারি॥
স্বাভাবিক এক ক্রম দেখি বিচারিনু।
উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ জানি শরণ লইনু॥
এতেক কহিয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈল।
ব্রাহ্মণগণেরা শুনি মৌনেতে রহিল॥

পরম ভক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন। বিনয় সহকারে সংস্কৃত চারিটি শ্লোকে তাঁহার বক্তব্য ব্রাহ্মণদের কাছে উপস্থাপিত করিলেন। শ্লোক শ্রবণান্তে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মৌন হইয়া গেলেন অর্থাৎ তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন। শ্লোক চারিটির তাৎপর্য্য, যথা—

শিব বিষ্ণু ভজু কিংবা বিষ্ণু শৈব হন।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ত্রিঁহা সভাকার।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিনু বিচার॥
বিষ্ণু ভজনীয় জানি লইনু শরণ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ॥
হরির ভকত ধ্রুব ব্যাস বিভীষণ।
প্রহ্লাদাম্বরীষ বলি-আদি যত জন॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সভাকার প্রিয়তম।
সর্ব্বদেবতার মান্য প্রিয় প্রাণসম॥
সর্ব্বগুণালয় সর্ব্বজন-হিতকারী।
মঙ্গলস্বরূপ ভবসাগরের তরী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা-শিব-ভক্ত বাণ রাবণ পৌণ্ড্রক।
বৃকাসুর আদি আর নরক ক্রৌঞ্চক॥
কেহ যুদ্ধ চাহে নিজ ইষ্টদেব সনে।
কেহ নিজবল হৈতে তুচ্ছ করি মানে॥
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভস্ম করিবারে।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্টদেবতারে॥
কেহতো কৈলাস সহ লইতে চাহিল।
কেহ অনুচিত বাক্য গৌরীকে কহিল॥
কি আশ্চর্য্য যার ভক্ত তার নহে প্রিয়।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অসীয়॥
জগতের বৈরী সর্ব্বজন-বিঘ্নকারী।
ইহা দেখি আশ্রয় করিনু মুঞি হরি॥
অতএব হরি বিনে না দেখি উপায়।
মুকতি যে দূরে থাকু তমো নাহি যায়॥
হরির ভকত মুক্তি পর্য্যন্ত না চাহে।
কেবল প্রভুর প্রেমানন্দে ভাসি রহে॥

ব্রহ্মা-শিব ছাড়িয়া কেন কবিরাজ রামচন্দ্র বিষ্ণুর শরণ লইয়াছেন তাহার বর্ণনা অনুপম। "ব্রহ্মা-শিব-ভক্ত—বাণ, রাবণ, পৌণ্ড্রক, বৃকাসুর, নরক, ক্রৌঞ্চক প্রভৃতির আচরণ বিসদৃশ। নিজের ইষ্টদেবতার অপ্রিয় আচরণ ভক্ত হইয়া কেমনে সম্ভব? একমাত্র হরির ভক্তগণই মুক্তি-মোক্ষ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার অনুকূল-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সেবকদের মধ্যে হরিভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেন না তাঁহারা আত্মমুক্তি পর্য্যন্ত কামনা করেন না। নিজের ইষ্টদেবতার বিরুদ্ধাচরণ স্বপ্নেও তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। ইষ্টদেবতা নির্ব্বাচনে ভক্তদের আচরণই আমার পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান মাপকাঠি। যাঁহার ভক্তগণ এত উন্নত, না জানি, তাঁহাদের প্রিয় ইষ্টদেবতা কত উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ? বিচারে ইহাই বুঝিয়াছি আমি, যদি আশ্রয় লইতে হয় তবে বিষ্ণুপদাশ্রয় গ্রহণ করাই জীবের কর্ত্তব্য।"

যথার্থই বিষ্ণুভক্তের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নাই। সাধে কি আর লালদাস বলিয়াছেন—

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর।
রসিক ভকত যার সম নাহি আর॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্ নারায়ণ ভট্ট বড় অধিকারী

শ্রীবৃন্দাবনধামের মহিমার অন্ত নাই। স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি— 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' শ্রীবৃন্দাবনধামে ভগবানের নিত্যস্থিতি। তীর্থ বা ধামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ বা ধাম হইল—শ্রীবৃন্দাবন। এইজন্যই শ্রীবৃন্দাবনকে তীর্থরাজ বলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যলীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন। আকাশে-বাতাসে প্রতিধূলিকণায় ভগবানের পুণ্যস্মৃতি এখানে বিজড়িত হইয়া আছে। ব্রজধামে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের ভাগ্যের সীমা নাই। বৈষ্ণব-মহাজন সকলেই এই ধামপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল। শ্রীল নরোত্তমের পদাবলীতে আছে—

পৃথক্ আবাস যোগ দুঃখময় বিষয় ভোগ
ব্রজবাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম সত্য সত্য রসধাম
ব্রজজন সঙ্গে অনুক্ষণ॥

স্থূলদেহে যাঁহারা ব্রজবাসের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই, এমন কি মানসেও যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন তাঁহারাও ধন্য—কৃতকৃতার্থ। এই ব্রজধাম অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সাধন-পঞ্চকের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও আছে মথুরাবাসের কথা। যথা—

সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'পদ্যাবলী' গ্রন্থে স্বকৃত একটি শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনধামের প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল তাঁহার, শ্লোকেই তাহা অভিব্যক্ত, যথা—

শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা
বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা
মধুরা মধুরা মথুরা মথুরা॥

—পদ্যাবলী

শ্রীবৃন্দাবনের বন্দনা করিতে গিয়া শ্রীগোবিন্দ মিশ্র অপূর্ব্ব একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা—

ত্বং ভজ হিরণ্যগর্ত্তং
ত্বমপি হরং ত্বং চ তৎপরং ব্রহ্ম।
বিনিহিত কৃষ্ণানন্দা—
মহস্ত বৃন্দাটবীং বন্দে॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলতুল্যা বৃন্দাটবী। এইজন্যই সবকে বাদ দিয়া গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণানন্দ যেখানে বিরাজিত, সেই বৃন্দাটবীকেই বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী যাঁহারা তাঁহারা ভগবানের নিত্যলীলাপরিকর। আজ আমরা বৃন্দাবনবাসী এক ভক্তের জীবন-প্রসঙ্গই আলোচনা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্-নারায়ণ ভট্ট বড় অধিকারী।
যাঁহার আশ্রয় শ্রীল বলদেব হরি ॥

শ্রীমন্ বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে হয় বাস।
দাউজীর সেবারসে বড়ই উল্লাস ॥

নিরীহ নিস্পৃহ মহাবিরক্ত উদার।
সর্ব্বগুণাকর সদাচার ব্যবহার ॥

পর্ব্বত উপরে স্থিতি নিতি শত শত।
বৈষ্ণব-সেবন হয় লেখা নাই কত ॥

নানান্ সামগ্রী পরিপূর্ণ যে ভাণ্ডারে।
কোথা হৈতে আইসে কেহ কহিতে না পারে ॥

অপ্রকট সময় হইল যবে আসি।
এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বসি ॥

শেষকাল হৈল এবে প্রয়াগে চলহ।
তীর্থরাজ ত্রিবেণীর আশ্রয় করহ ॥

শ্রীবৃন্দাবনধামের উঠাগ্রামে বাস ছিল শ্রীমন্ নারায়ণ ভট্টের। শ্রীল বলদেব-হরির ভজনে এবং বৈষ্ণবসেবায় পরমানন্দে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। অপ্রকট হওয়ার সময় সন্নিকটবর্ত্তী জানিয়া অজ্ঞজনের সম্মুখে শ্রীবৃন্দাবনধামের মাহাত্ম্য প্রকট করিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন। বৃন্দাবনবাসীর মনে কি আর অন্য তীর্থবাস করার বাসনা থাকিতে পারে? না জানিয়া এক অজ্ঞ আসিয়া ভট্টকে বলিল, শেষকালে তীর্থরাজ ত্রিবেণীকে আশ্রয় করিতে। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকে শিক্ষা দিবার জন্য পরম ভাগবত ভট্টজী এক অলৌকিকী লীলার সূত্রপাত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতেক শুনিয়া সাধু দুঃখ পাইল মনে।
ব্রজ ছাড়ি আশ্রয় করিতে কহে আনে॥
বৃন্দাবন-ধামের যে মহিমা না জানে।
নাহি জানাইলে নাহি জানে অজ্ঞজনে॥
আমি তো শ্রীব্রজধামের অনুচর হই।
অজ্ঞ যে লোকের কিছু হিত করি মুঞি॥

ভগবদ্ভক্তের যোগ এবং ক্ষেম বহন করেন স্বয়ং ভগবান্। নতুবা ভট্টজী এত বৈষ্ণবসেবা প্রত্যহ করিতেন কেমন করিয়া? ভট্টজী যে পর্ব্বতোপরি ভজন-নিরত ছিলেন, সেখানে যে কত বৈষ্ণব সমাগম এবং তাঁহাদের সেবা হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিরীহ, নিস্পৃহ, মহাবিরক্ত, সদাচারী বৈষ্ণবের বাস্তবিকই অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ভগবদ্ভজন-পরায়ণের জীবনে তাঁহারা না চাহিলেও ঈশ্বরেচ্ছাতেই লোক-শিক্ষার জন্য কিছু কিছু বিভূতির প্রকাশ হইয়া থাকে। অন্তিমকালে শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলায়, ভট্টজী মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞলোকের শিক্ষার জন্য শ্রীবৃন্দাবন-ধামের মাহাত্ম্য প্রকট করিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন। লোকহিতার্থেই সাধু-বৈষ্ণবের মনে ইচ্ছা বা বাসনার উদ্ভব হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে শ্রীমান্ ভট্টজী দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনধামমাহাত্ম্য প্রকাশ করার।

এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাজে।
স্মরণ করিল সেই অজ্ঞের সমাজে॥
স্মরণ করিবামাত্র প্রকট হইল।
মহা কোলাহল করি তরঙ্গ চলিল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন ধারা।
তিনবর্ণে সুন্দর বহয়ে বেণীপারা॥
সর্ব্বতীর্থ মথুরা-মণ্ডলে করে বাস।
হরিভক্ত অনুরোধে হইল প্রকাশ॥

হরিভক্ত ভট্টজীর স্মরণ মাত্রে সর্ব্বতীর্থরাজ মথুরামণ্ডলে, শ্রীগঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধারা প্রকটিতা হইয়া উঠিলেন। হরিভক্তের অনুরোধকে সফল করাই যে ঈশ্বরেচ্ছারও প্রধান দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য।

পর্ব্বত উপর হইতে দেখি অজ্ঞগণ।
পুছয়ে সাধুরে তবে করিয়া যতন॥
এ কি আচম্বিতে দেখি নদীর প্রবাহ।
তিনবর্ণ অপূর্ব্বে যে শোভা একি কহ॥

অবাক্ হইয়া সকলে ভট্টজীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ এই নদীর প্রবাহ আসিল কোথা হইতে? এ যে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিধারা! প্রত্যেকের বর্ণ আলাদা। এক সঙ্গে ত্রিবর্ণে মিলিতা হইয়াছেন ত্রিবেণী।

ভট্টজী কহেন শুন এই ব্রজধাম।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঞিহো হন সর্ব্ব-অভিরাম॥
যতেক তীর্থের তীর্থ সবার উপাস্য।
সর্ব্বতীর্থ শ্রীল মথুরার করে দাস্য॥
তুমি কহ বৃন্দাবন ছাড়িয়া প্রয়াগ।
যাইতে আমারে ইহা বড়ই বিরাগ॥

শুধু মুখের কথায় নহে, প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলেন সকলকে শ্রীধাম বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য। অন্য সব তীর্থ শ্রীধামের দাসানুদাস। কত ভাগ্যের ফলে এই ধামে বাস করা যায়। এই ধাম কি কখনো পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায় ? আদিবরাহ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, যথা—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥
ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্ দুর্ল্লভা হি যা।
পরমানন্দময়ী সিদ্ধি র্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥

—মথুরা পরিত্যাগ করিয়া যে মানব অন্য স্থানে বাস করিতে ইচ্ছু হয়, সেই মূঢ় ব্যক্তি ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সংসার ভ্রমণ করে। ত্রৈলোক্যমধ্যবর্ত্তী যাবতীয় তীর্থের সেবা করিলেও যে পরানন্দময়ী সিদ্ধি দুর্ল্লভাই থাকে, মথুরার স্পর্শমাত্রই তাহা সুলভ হয়।

ধনী মহাজনের বাক্যে দুঃখিত হইয়া আরেক দিকে লোককল্যাণ করিলেন ভট্টজী। ধনী মহাজনের অপ্রিয় বাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়াই না শ্রীধামের মাহাত্ম্য সকলের নিকট প্রকটিত হইল !

এতেক শুনিয়া সেই ধনী মহাজন।
অপরাধ মানি তাঁর ধরিল চরণ ॥
আমি অজ্ঞ মূঢ় মূর্খ ইহা জানি নাঞি।
এবে বুঝিলাম শিখিলাম তব ঠাঞি ॥
অপরাধ ক্ষম মোর লইনু শরণ।
প্রসন্ন হইয়া সাধু কৈল আশ্বাসন ॥
অদ্যাপিহ উঠাগ্রামে পর্ব্বতের তলে।
নিম্ন খাল আছয়ে প্রয়াগ সভে বলে ॥
হরিভক্তজনের অনুরোধ কে না করে।
হরি নিজ ভক্ত-পদ-রজঃ বাঞ্ছা করে ॥
ইহার অধিক আর কি আছে মহিমা।
শ্রীমন্ ভাগবতে কহে মহিমার সীমা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্-নারায়ণ-ভট্ট-মহান্ত-চরণ।
কৃপা-আকাঙ্ক্ষিত লালদাস অজ্ঞজন ॥

আজও উঠাগ্রামে পর্ব্বতের তলে সেই স্মৃতি অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। নিম্ন খালকে এখনো লোকে প্রয়াগ বলে। কেননা এই খাল দিয়াই ত্রিবেণীর প্রবাহ দেখা দিয়াছিল। ধনী মহাজন নিজেকে অপরাধী বলিয়া ভট্টজীর শ্রীচরণাশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। ভট্টজী তাহাকে ক্ষমা করিয়া আশ্বাসবাক্য প্রদান করিলেন। ভট্টজীর সঙ্গে আজ আমরা ধনী-মহাজনের কাছেও কৃতজ্ঞ। ধনী মহাজনকে উপলক্ষ্য করিয়াই না শ্রীবৃন্দাবনধাম-মাহাত্ম্য জগদ্বাসীর নিকট গোচরীভূত হইল। আজ এই তুর্দ্দিনে ভগবান, ভক্ত এবং ধাম-মাহাত্ম্য প্রকট করিবার জন্য অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের আবির্ভাব কামনা করি আমরা। পরমেশ্বর সত্য, তাঁহার লীলা সত্য এবং পরিকরবৃন্দও সত্য—এই অনুভূতি নর-নারীর প্রাণে জাগ্রত-উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তামণি বেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য

জীবনে এমন এক একটা মাহেন্দ্রক্ষণ বা অমৃতযোগ উপস্থিত হয় সময় সময়, যখন অতি সাধারণ কথা, প্রাকৃতজনের সাধারণ উক্তিও মর্ম্মে গভীর রেখাপাত করে। একটি সামান্য কথাও গভীর তাৎপর্য্য লইয়া ফুটিয়া ওঠে তখন। কত কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়, সব কথার কি গুরুত্ব দেই আমরা? কিন্তু শুভ মুহূর্ত্তে এক একটি কথা গভীর ব্যঞ্জনা লইয়া আমাদের চিত্তে উদ্দীপনা জাগায়। সামান্য কথাতেও তখন জীবনের পট পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। যে কথায়, যে শব্দে চেতনা জাগে, নিশ্চয়ই সেই শব্দের পেছনে একটা অলৌকিক শক্তি নিহিত থাকে। একই কথায় কিম্বা সামান্য কথায়, যেমন 'বেলা নাই'—এই বাক্য শুনিয়া একজন চিরতরে বৈরাগ্যাবলম্বনে বৃন্দাবনবাসী হন! 'বেলা নাই'—এই বাক্য তাঁহার প্রাণে জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। শ্মশানে মৃতদাহ আমরা রোজই দেখি, কিন্তু এমন ঘটনাও জীবনে ঘটে, সেই দৃশ্য জীবনের নশ্বরতাবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষকে সংসারবিরাগী সাজায়। প্রাত্যহিক জীবনে এইরূপ কত ঘটনা ঘটে কত জায়গায়। বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলের জীবনে চিন্তামণিবেশ্যার কথা আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল। চিন্তামণির ভৎর্সনাবাক্যেই বিল্বমঙ্গল আসল চিন্তামণির খোঁজে বাহির হইয়া জীবনকে ধন্য-কৃতকৃতার্থ করেন। আজ আমরা সেই অদ্ভুত চরিত্রেরই অনুধ্যান করিব।

শ্রীমান্ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বলিহারি।
সাধুচূড়ামণি পরাকাষ্ঠা-প্রেম-ভোরি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল।
অলৌকিক রীত সুচরিত সুনির্ম্মল॥
কৃষ্ণহস্ত ধরি যেঁহো জোরাবরি কৈলা।
পুনঃ নেত্র ভরি রূপসাগর দেখিলা॥
তাঁর সুচরিত্র-সাগরের এক কণা।
গাইব পবিত্র লাগি দুর্ম্মতি আপনা॥

দুরাচারীও কিরূপে সাধু-সজ্জন হন, বিল্বমঙ্গলের জীবন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কৃষ্ণকৃপায় এবং ভক্তকৃপায় কি-ই না হইতে পারে? দুর্ম্মতি-শোধন-কার্য্যে এই সব অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যচরিত্র অশেষ সহায়তা করে।

দক্ষিণ দেশেতে কৃষ্ণবেণ্বা নামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবাদী॥
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
লম্পটস্বভাব ধর্ম্ম-অংশে অতি ক্ষিপ্র॥
নদীপারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস-রজনী॥

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে বিল্বমঙ্গল নামে এক লম্পটস্বভাব বিপ্র বাস করিতেন। নদীর অপর পারে চিন্তামণি নাম্নীয়া এক বেশ্যাতে আসক্ত ছিলেন তিনি। রাত্র-দিন অনুক্ষণ সেই বেশ্যালয়েই পড়িয়া থাকিতেন বিল্বমঙ্গল।

একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ-মৃতাতিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিহ ইথি॥
সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্ন-মানস।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ॥

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত ॥
নদীপার যাইতে নাহি নৌকা ভেলা।
কাম-তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা ॥
কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগে ॥
জ্ঞানহত কাষ্ঠবুদ্ধ্যে মুদ্গর ধরিয়া।
সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ॥
সে অনুধাবন নাহি কষ্টে পার হৈয়া।
বেশ্যার বাটীর চৌদিকে ফিরয়ে ধাইয়া ॥
প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া ॥
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘ-রজ্জুবুদ্ধি করি।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি ॥
ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হুড়বড়ে ॥
বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া।
দেখে বিল্বমঙ্গল হয় আঙ্গিনায় পড়িয়া ॥
পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারে।
ধরাধরি করিয়া আনিল সভে ঘরে ॥
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে।
যেরূপে আইলা গিয়া প্রত্যক্ষে দেখায়ে ॥

কামান্ধ বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিবেশ্যার কথা উপেক্ষা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে পর্য্যন্ত দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হন নাই। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমুল বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হইতেছে। এই দুর্য্যোগের মধ্যেও বিল্বমঙ্গল নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত। নৌকা নাই পারাপারের। দুঃসাহসের সহিত কাম-তরণীতে আরোহণ করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন তিনি। মরা-বাঁচারও চিন্তা নাই। চিন্তাতে রহিয়াছে শুধু বেশ্যা চিন্তামণি। জ্ঞানহত হইয়া নদীতে ভাসিয়া যাওয়া এক মৃত শবকেই কাষ্ঠ মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। তরঙ্গাভিঘাতের মধ্য দিয়া কোন মতে গিয়া নদীর ওপারে পৌঁছিলেন বিল্বমঙ্গল। অত রাত্রিতে চিন্তামণির গৃহদ্বারও রুদ্ধ। কি করেন? অবশেষে দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। বেহুঁস অবস্থায় এক সর্পের লেজকে রজ্জু মনে করিয়া তাহাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দেওয়ালের উপর উঠিলেন। প্রাচীরের গর্ত্তে মুখ দিয়া এক সর্প তখন বাহিরে লেজ ঝুলাইয়া অবস্থান করিতেছিল। প্রাচীরের উপর হইতে লম্ফ দিয়া বিল্বমঙ্গল ভিতরের আঙ্গিনায় পড়িলেন। শব্দ শুনিয়া তখন চিন্তামণি উচ্চকিত হইয়া জাগিয়া পড়িল। প্রদীপহস্তে দেখে বিল্বমঙ্গল পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত শবের দুর্গন্ধ এবং ক্লেদ সারা গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে।

স্নান আদি করাইয়া বসাইয়া গৃহে।
বিশেষ ভর্ৎসনা করি বেশ্যা বহু কহে॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুষ্টবুদ্ধি।
হেন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি॥
হেন তম মদ যাতে শব কালসর্প।
না চিনিলে অধীন হইয়া কামদর্প॥
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনোচিত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
তবে কি-না হইত চতুর্ব্বর্গসেবা সার ॥

বিল্বমঙ্গলের মুখে তাঁহার আগমনের কাহিনী শুনিয়া নদীতটে শব প্রত্যক্ষ করিয়া ফিরিয়া আসিল চিন্তামণি। কামান্ধ মানুষের কি দুরবস্থা হয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিল্বমঙ্গলকে ধিক্কার দিতে লাগিল। চিন্তামণির মুখ দিয়া তখন সদুপদেশ-বাণী নির্গত হইতে লাগিল। বিল্বমঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তামণি বলিতে লাগিল—"আমি অস্পৃশ্য, আর তুমি ব্রাহ্মণসন্তান। আমার দেহের প্রতি তোমার যে আসক্তি, তাহার শত ভাগের এক ভাগ অনুরাগও যদি শ্রীকৃষ্ণচরণে হইত, তবে তুমি চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিতে।"

চিন্তামণিবেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য।
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সৌখ্য ॥
আগমনক্লেশ আর ভর্ৎসন বিশেষে।
ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে ॥
রাত্রি কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল ॥

চিন্তামণির মুখ দিয়া আসল চিন্তামণির বাক্যই নির্গত হইয়াছিল। পথের ক্লেশ এবং চিন্তামণির ভর্ৎসনা দুই একত্র হইয়া বিবেক-বৈরাগ্যের সঞ্চার করিল বিল্বমঙ্গলের মনে। রাত্রিটা কৃষ্ণলীলাগানে বিভোর থাকিয়া প্রাতঃকালেই বিল্বমঙ্গল বেশ্যাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম।
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লৈলা অভিরাম॥
একভাবে বৎসরেক গুরুর সেবনে।
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধ প্রেমধনে॥
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয়।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যায়॥
কৃষ্ণদরশনে মন উৎকণ্ঠা হইল।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল॥
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়।
দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান নাহি অনুরাগে ধায়॥

বৈরাগ্যের পরই আসে কৃষ্ণভক্তি। বিল্বমঙ্গল এখন সম্পূর্ণ বিরাগী। ভাগ্যবশে এই অবস্থায় সোমগিরি নামে তাঁহার এক গুরুলাভ হইল। তাঁহার কৃপায় বিল্বমঙ্গলের ভিতর শুদ্ধ প্রেম-মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল। এক বৎসর তিনি গুরুসেবায় অতিবাহিত করিলেন। ক্রমশঃই কৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁহার মন-প্রাণ উতলা হইয়া উঠিল। বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। গুরুকৃপা লাভ করিয়া বর্ত্মোদ্দেশী গুরু অর্থাৎ বেশ্যা চিন্তামণিকে কিন্তু তিনি ভুলিতে পারেন নাই। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ভঙ্গীতে চিন্তামণির প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥১

—কৃষ্ণকর্ণামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"চিন্তামণি অর্থাৎ আশ্রয় মাত্রেই যিনি অভীষ্টপূরক সেই সোমগিরি নামা আমার গুরুদেব জয়যুক্ত হউন, কিম্বা তাঁহার প্রতি আমি প্রণত হই এবং আমার অভীষ্টদেব যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বিদ্যমান তথা যিনি বৃন্দাবনবিহারী সেই ভগবান্ জয়যুক্ত হউন। কারণ যাঁহার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কল্পতরুরূপি-চরণদ্বয়ের অঙ্গুলিসকলের নখাগ্রে জয়শ্রী লীলাবশতঃ স্বয়ংবর-সুখ লাভ করেন অর্থাৎ বহু বহু জয়সম্পত্তি যাঁহার চরণদ্বয়ের নখাগ্রে পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার জয় আর আমি কি বর্ণন করিব।"

পক্ষান্তরে—"চিন্তামণিনাম্নী সেই বেশ্যা জয়যুক্ত হউন, যেহেতু তাঁহার বাক্য মাত্রেই আমার মায়িক কার্য্যে বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তিনিও আমার গুরু, (বর্ত্মোদ্দেশক গুরু) অতএব তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ হউক।"

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বিল্বমঙ্গল শ্রীবৃন্দাবনধামের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। এক কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া তাঁহার মনে আর কোন চিন্তার স্থান নাই। এইভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই একটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন বিল্বমঙ্গল। কৃষ্ণাবেশে আবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ অন্তর্মনা হইয়া গিয়াছেন তিনি। তবুও এক সুন্দরী বণিক-পত্নীকে কটাক্ষ দর্শন করিয়া আবার তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার জাগ্রত হইয়া উঠিল। কাম-সংস্কার কি মানুষকে সহজে ছাড়ে ?

কথোক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া।
সরোবরতীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া ॥
প্রেমাবেশে অন্তর্মনা দুই চারিদিন।
বসিয়া রহিলা তথা আত্মস্ফূর্ত্তিহীন ॥
গ্রামস্থ প্রবীণ লোক দেখিয়া সুপাত্র।
ভক্তিভাবে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী।
সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী॥
দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল।
হেন যে সাধুর মন ঈষত টলিল॥

চিন্তামণিবেশ্যার কথায় বিল্বমঙ্গলের বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। সেই জন্যই আজ তিনি বিরাগী হইয়া বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন ; কিন্তু আবার এক ঘটনায় তাঁহার মনে বিকার উপস্থিত হইল। বৃন্দাবনের পথে এক সরোবরতীরে আসিয়া উপস্থিত বিল্বমঙ্গল। পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য একটি বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বিশ্রামই আবার তাঁহার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল। সরোবরে অনেক রমণী স্নান করিবার জন্য আসেন। তার মধ্যে এক পরমা সুন্দরী যুবতী বণিক-পত্নী আসিয়াছেন। দৈবাৎ তাঁহার প্রতি সাধু বিল্বমঙ্গলের দৃষ্টিপাত হইল। সাধুর মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। কামের প্রভাব সত্যই দুরতিক্রমণীয়।

আপন অন্তর-রীত বুঝিয়া আপনে।
উপায় সৃজিলা কিছু শান্তির কারণে॥
স্নান করি সেই নারী যেদিগে চলিলা।
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা॥
বধূ নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা।
সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা॥
হেনকালে সেই স্ত্রীর স্বামী সুচরিত।
দ্বারে সাধু বসি দেখি হইল চকিত॥
বহু স্তব করি কহে করযোড় করি।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তামণিবেশ্যার ফাঁদ হইতে মুক্ত হইয়া, আবার বণিকপত্নীর সৌন্দর্য্যের মোহে পড়িয়া গেলেন বিল্বমঙ্গল। পেছনে ধাওয়া করিয়া বণিকপত্নীর গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত তিনি। বণিকপত্নী তো অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গেলেন, বিল্বমঙ্গল বসিয়া রহিলেন তাঁহারই গৃহদ্বার-সম্মুখে। এমন সময় বণিক আসিয়া হাজির। তিনি অতি সুচরিত ছিলেন। একজন অপরিচিত সাধুকে গৃহদ্বারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া করযোড়ে তাঁহাকে তিনি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি প্রয়োজন এখানে, খুলিয়া বলুন। আমি আপনার আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য।"

সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ ॥
বণিক্-চরিত্র কিছু অলৌকিক হয়।
বৈষ্ণব-পিরীতি-কাযে স্বীকার করয় ॥
অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া।
আনিলা রমণী নিজ সুবেশ করিয়া ॥
নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।
আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা ॥
চক্ষু সম্বোধন করি তত্ত্ব বিচারিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া ॥
আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ ॥
রক্ত-মাংস-ক্লেদ-বিষ্ঠা-মূত্রময় দেহ।
ত্বক্ আচ্ছাদন মাত্র দরশ-সুবহ ॥
নির্ঘৃণ্য তোমার মতি এহেন কদর্য্য।
লালসা করহ যাথে নিন্দিত অভুজ্য ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট অসত ইন্দ্রিয়।
ক্ষম বিড়ম্বন মোরে না কর অশ্রয় ॥
এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ ॥

বণিক ছিলেন অলৌকিক চরিত্রের। বিল্বমঙ্গলের অভিলাষানুযায়ী অন্তঃপুর হইতে তাঁহার সুন্দরী পত্নীকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলেন। একে ত সুন্দরী, তার উপর মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করায় বণিক-পত্নীকে আরও অপরূপ সুন্দরী দেখাইতে লাগিল। নির্জ্জনে সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন পরমা সুন্দরী বণিক-পত্নী। বিল্বমঙ্গল তাঁহার আপাদমস্তক দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। এই রূপের, এই সৌন্দর্য্যের স্থায়িত্ব কতক্ষণ? চক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রক্ত-মাংস-ক্লেদ-বিষ্ঠা-মূত্রময় দেহ দেখিয়া তুমি মোহে পড়িয়াছ? তোমার লালসা যাহাতে তাহা যে অভুজ্য—অগ্রাহ্য। ভগবান্ কি তোমাকে কুপথে মানুষকে লইয়া যাইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন? না, ভদ্র যিনি, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সৃষ্টি?"

এতেক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে ॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজ চক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে কহিলা ॥
পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে।
বণিক দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে ॥
আজ্ঞাক্রমে পুনঃ সেই সরোবরতীরে।
হস্ত ধরি লইয়া রাখিলা ধীরে ধীরে ॥

বণিকপত্নী বিদ্যারূপিণী হইয়া বিল্বমঙ্গলকে সাহায্য করিতে উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। তাঁহার অজ্ঞান-চক্ষুকে সূচিবিদ্ধ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন তিনি। হইল জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ। যথার্থই বিল্বমঙ্গলের চক্ষুরুন্মীলন হইল—'জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া'। বণিকপত্নী বাহিরের চক্ষুকে নষ্ট করিয়া দিলেন। আর যেন বাইরের রূপের মোহে চক্ষু আকৃষ্ট হইতে না পারে। বণিক-পত্নী গুরুর মতই কাজ করিলেন। অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষুকে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিলেন। হাতে ধরিয়া পুনঃ বিল্বমঙ্গলকে সরোবরতীরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন বণিক-পত্নী।

কৃষ্ণভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত্ত।
যেহেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈলা দৃঢ়-ব্রত ॥
কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে।
অনুরাগচক্ষু যার কি করে নয়ানে ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ-গুণ মধু মাতি।
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি ॥
মাতোয়ার প্রায় থরমর করি চলে।
বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে ॥
যে গীত-অমৃতে ত্রিভুবন পুলকিত।
কৃষ্ণকর্ণামৃত নাম অদ্যাপিহ স্থিত ॥
বৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে।
বসি কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা গুজরার ঘাটে ॥

বিল্বমঙ্গল এখন চক্ষুহারা ; কিন্তু অনুরাগ-হারা হন নাই ত তিনি ? বাইরের চক্ষু না থাকিলেও অনুরাগের চোখে কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কার দেখা যায়। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-গীতে নিজে বিহ্বল হইয়া, সকল লোককে আনন্দ প্রদান করিয়া তিনি আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামের ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং
মদশিখিপিঞ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ং।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নুনি চেতসি মে
বিপুলবিলোচনং কিমপি ধাম চকাস্তু চিরম্॥ ৫
—কৃষ্ণকর্ণামৃত

"অহে সখীগণ! যাঁহার মধুরতর হাস্যামৃতে বদনপদ্ম অতিশয় মনোহর, যাঁহার কেশকলাপ মদমত্ত ময়ূরপিঞ্ছে লাঞ্ছিত হইয়া অতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছে এবং যিনি বিশাল লোচনযুক্ত, সেই কোন এক অনির্ব্বচনীয় ধাম (তেজ) আমার বিষয়বিষরূপ আমিষগ্রাসে লুব্ধতর চিত্তমধ্যে চিরকাল শোভাপ্রাপ্ত হউন।"

কৃষ্ণাবেশে বিল্বমঙ্গলের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র রূপ এবং লীলার স্ফূর্ত্তি হইতেছে এখন। আহার-নিদ্রার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই তাঁহার। বাঞ্ছিত ধাম পাইয়া এখন তিনি সর্ব্বদাই তন্ময় হইয়া থাকেন।

ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া॥
রৌদ্রে কেন বসি ভাব ভুকে কেনে রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ॥
তেঁহো কহে অন্ধ মুঞি দেখিতে না পাই।
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি যাই॥

অন্ধ বিল্বমঙ্গল এক জায়গায় উপবাসী থাকিয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিতেছেন। অন্তর্য্যামী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ ত সবই জানিতেন। ভক্তকে উপবাসী রাখিয়া আর কতক্ষণই বা উদাসীন থাকিতে পারেন প্রাণের ঠাকুর? ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সম্মুখে আসিয়া হাজির। রৌদ্র ছাড়িয়া ছায়ায় বসিয়া আহার করিবার জন্য বিল্বমঙ্গলকে তিনি আহ্বান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। বিল্বমঙ্গল বলিলেন, 'আমি ত অন্ধ, কিছুই দেখি না। তুমি কে আগে স্বরূপ-পরিচয় দাও আমায়। তবে আমি তোমার কথায় যাইব।'

কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুঞি।
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞি॥
শ্রীঅঙ্গ-সদ্গন্ধে আর সুমিষ্ট বচনে।
সাধু অনুভাবে তত্ত্ব জানি গেলা মনে॥
আনন্দ উৎকণ্ঠা আর হিয়া গুরুগুরি।
সাপটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি॥
কহে তবে হাথ ধরি বৃক্ষছায়ে লহ।
অন্ন আনিয়াছ কোথা খাই তবে দেহ॥

যোগী জ্ঞানী যাঁহাকে ধরিতে পারে না, আজ ভক্তবৎসল ভগবান নিজে বিল্বমঙ্গলকে হাত বাড়াইয়া মুচকি হাসিয়া তাঁহার তর্জ্জনী ধরিতে বলিলেন। কিন্তু বিল্বমঙ্গল যে অন্ধ, তিনি ত কিছুই দেখিতে পান না; কাজেই ভগবানকেই ভক্তের হাত ধরিতে হইল।

আহা মরি সেই ভঙ্গী সেই মন্দহাসি।
ধিক্ ধিক্ কোটি চন্দ্রে কোটি সুধারাশি॥
ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি।
হের আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি॥
পুনঃ কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি।
সাপটিয়া ধরে সাধু অতিদ্রুত করি॥
সুদরিদ্র যেন স্পর্শমণি পথে পায়।
মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ পায়॥
বহুকাল ক্ষুধার্ত্ত পাইয়া সুধারাশি।
যেমত আনন্দ পায় তেমত পরশি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার ভাল করিয়া ভগবানের হস্তকে সাপটিয়া ধরিলেন বিল্বমঙ্গল। ভগবানের হস্তের পরশ পাইয়া তাঁহার আর আনন্দ ধরে না।

কৃষ্ণ কহে ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই।
কি কারণে ধর তুমি কহ মোরে তাই॥
তেঁহো কহে হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি।
বান্ধিয়া রাখিব আজু হৃদয়-মাঝারি॥
বহু দুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন।
পাইয়াছি যদি বা ছাড়িব কি কারণ॥
পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখনো।
তুমি সে কেমন কভু না দেখি এমনো॥
নিজহানি নাহি পরদুঃখ-বিমোচন।
দরশন দিয়া মাত্র তাহো না করণ॥

গ্রাম্য গোপশিশু কে তাহা বুঝিতে বিল্বমঙ্গলের আর বাকী রহিল না। গোপবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ধরা দিয়াছেন তাঁহাকে। পাইয়া কি কখনো অভীষ্টদেবতাকে কেহ ত্যাগ করে? ভক্তের ভক্তিরজ্জুতে বাঁধা পড়িয়াছেন তিনি। আর কি তাঁহার পলাইবার উপায় আছে?

তথাপিহ কৃষ্ণ করে হাথ টানাটানি।
চোরা যেন নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী॥
সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিলা।
আহা মরি বাজে বলি শঠতা করিলা॥
বেদনা লাগয় বলি সাধু চমকিলা।
যে-হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিল।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাথ ছুড়ি গেল ॥
হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে।
তবে ত গণিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে ॥

তদুক্ত শ্লোক ঃ—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥

ভক্ত-ভগবানে হাত-টানাটানি-লীলা আরম্ভ হইল। সাধু বিল্বমঙ্গল শক্ত করিয়া যেমনি ভগবানের শ্রীহস্ত ধরিলেন, অমনি শঠচূড়ামণি হাতে ব্যথা লাগে বলিয়া অভিযোগ করিলেন। যেই বিল্বমঙ্গল হাতটি একটু শিথিল করিয়া দিলেন, অমনি ঠাকুর হাত ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। বেশ লীলা, দেখিতে বা শুনিতেও কত আনন্দ হয়। বিল্বমঙ্গল প্রাণের কথা প্রকাশ করিলেন উপরোক্ত শ্লোকে। 'হাত ছাড়িয়া পালানো শক্ত নয়, যাও তো ঠাকুর! আমার হৃদয় হইতে? যদি সেখান হইতে পলাইতে পার, তবে না তোমার পৌরুষ!'

তবে স্নেহে কৃষ্ণ পুনঃ কহে নিজ ভক্তে।
ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে ॥

হাত-ছাড়া হওয়া সহজ, কিন্তু ভক্তের হৃদয় ছাড়া বড় কঠিন। ভক্তি বশ ঠাকুরের ভক্তের হৃদয় ছাড়িয়া কোথায়ও যাওয়ার উপায় নাই। স্বাধীন হইয়াও ভক্তপরাধীন ভগবান্।

কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়,
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে।
চুম্বকমণির সাথে, লৌহ স্বাভাবিক রীতে,
যেন ধায় যায় তেন-মতে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা.
তেঁহো কহে কভু না খাইব।
যদি মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার,
তবে যাহা কহ সে করিব ॥
কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে বা কি হইবে,
গোপশিশু কভু দেখ নাই।
সাধু কহে কিবা কহ, না বুঝিয়া প্রলপহ,
গোপসনে কার্য্য যে সদাই ॥
হাসিয়া নিকটে যায়, পুনঃ কৃষ্ণ পিছে ধায়,
আনন্দে কৌতুক ভক্তসনে।
নানান কৌতুক রসে, খেলয়ে পরমোল্লাসে,
সাধু হৃদি হয়ে বিদারণে ॥
সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি, দেখিতে না পায় সুধী;
চক্ষু অন্ধ মনে ধকধকি।
আন্ধার ঘরেতে যেন, কালসর্প হয় তেন,
উৎকণ্ঠিত আশা লকলকি ॥
কহে ওহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট নির্দ্দয় নিষ্ঠুরশ্রেষ্ঠ,
দয়া নাহি তিল আধ তোমা।
দরশন মাত্রে যদি রক্ষা পায় হত নিধি,
গতপ্রাণ দেহ হয় সমা ॥
তাহে তব কিবা খেতি কিবা লাগে কিবা বেথি-
কিবা হাসো চাঞ্চল্য প্রকাশো।
পুনঃ কহে ওহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
উপায় কি তাহা মোহে ভাষো ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোর নিন্দাবাক্য শুনি, রুষ্ট হৈলে হেন মানি,
তবে এই স্তুতি করি শুন।
এতো কহি স্তব পুনঃ করয়ে উন্মত্ত যেন,
প্রলাপয়ে ধায় উঠি ঘন॥
কৃষ্ণচন্দ্র মৃদুহাসি, শশীর আনন্দরাশি,
কৌতুকী হইয়া পুনঃ কহে।
কালোরূপ কি দেখিবে, তাহে বা কি সুখ পাবে,
বর মাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে॥

কৃষ্ণ আগে আগে চলিয়াছেন, ভক্ত বিল্বমঙ্গল তাঁহার পেছনে পেছনে—চুম্বকের টানে যেমন লৌহ চলিতে থাকে। এক বৃক্ষতলে বিল্বমঙ্গলকে বসাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার জন্য দুগ্ধ-অন্ন আনিয়া দিলেন। অভিমানী ভক্ত কিছুতেই খাইবেন না, যতক্ষণ না তাঁহার অন্ধত্ব মোচন হইয়া অভীষ্টদেবতার দর্শনলাভ ঘটে। রূপদর্শন-অভিলাষী ভক্ত বিল্বমঙ্গলকে ভগবান বলিলেন, 'কি আর দেখিবে, গোপশিশুকে কি তুমি কোন দিন দেখ নাই? কালো রূপ দর্শন করিয়া তোমার কি তৃপ্তি হইবে? বরঞ্চ সুখৈশ্বর্য্য চাও, আমি সেইরূপ বর দিব।'

শ্রীবিল্বমঙ্গল কহে কি দিয়া ভুলাবে মোহে,
কি ধন তোমার আর আছে।
ভুক্তি মুক্তি যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ীদ্বয়,
পদ সেবি ফিরে পাছে পাছে॥
হেন ভক্তিঠাকুরাণী প্রেম-ধন রত্ন-মণি,
অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া।
মো-হৃদয়-সিংহাসনে, বৈসে চেড়ীগণ সনে,
অতএব ভুলাবে কি দিয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর,
মোরে ছুটি চক্ষুদান দিয়া।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হৈয়া বদনে মুরলী দিয়া,
সম্মুখে দাণ্ডাও দেখাইয়া॥

ভক্ত বিল্বমঙ্গলের মনে আর অন্য কোন সাধ বা আকাঙ্ক্ষা নাই—একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আছে দিব্যরূপ দর্শনের। ভক্তিদেবী স্বয়ং বিল্বমঙ্গলের হৃদয়াসনকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। যেখানে ভক্তি আছে, সেখানে সবই আছে। যদি বর প্রার্থনা করিতেই হয়, তবে যাহাতে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাই আমাকে সেই বর দাও—এই প্রার্থনাই করিলেন বিল্বমঙ্গল তাঁহার আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট।

তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করাম্বুজ,
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্যচক্ষু হৈল তেঁই,
কৃষ্ণরূপ পানের পিয়ালা॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী,
হেরি অচেতনে পড়ে ভূমে।
পুলকাশ্রু আদি করি, অষ্ট অনুভাব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ভ্রমে॥
এইরূপ দরশনে, নানাগুণ-বরণনে,
পরম আনন্দে দিন যায়।
কৃষ্ণ নিজ-ভুক্ত-শেষে, দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে,
দোনা ভরি নিতানি যোগায়॥

ভক্তের ব্যথায় ব্যথী ঠাকুর, আর নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বিল্বমঙ্গলের চক্ষুতে তাঁহার সুধাময় করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া গেল। ইষ্টরূপদর্শনে বিল্বমঙ্গল ভূমিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। একবার উঠেন, আবার মাটিতে পড়িয়া যান। এই ভাববিহ্বল অবস্থায় আনন্দে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রাণের ঠাকুর প্রিয় ভক্তের জন্য স্নেহভরে স্বীয় ভুক্তাবশেষ দুধ-ভাত প্রত্যহ ঠোঙ্গা ভরিয়া যোগাইতে লাগিলেন।

দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যানামা
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি।
সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশভরে,
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী॥
স্ববৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল-আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিতে।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে বর্ত্মোদ্দেশি গুরুভাবে,
প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে॥
কৃষ্ণদত্ত অন্নদোনা, মিষ্টান্ন পক্বান্ন নানা,
খাইতে দিলেন যত্ন করি।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঞি,
নাহি আইনু অন্ন হেথা হেরি॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা ’পরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগত শুধিতে পার হেলে।
শরণ লইনু মুঞি, আর কিছু নাহি চাঞি,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে॥

ইতিমধ্যে সেই চিন্তামণিবেশ্যা বৃন্দাবনধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বারবিলাসিনী এখন তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণানু-রাগে ব্রজধামে আসিয়া উপস্থিত। চিন্তামণি আর সেই ভোগাসক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরায়ণা চিন্তামণি নাই। তাঁহার জীবনেও আসিয়াছে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণের জন্য উন্মাদিনী। আগে বিল্বমঙ্গল ছিলেন চিন্তামণি-বেশ্যার অনুরক্ত, এখন চিন্তামণি হইয়া পড়িলেন তাঁহার আশ্রিতা। কৃষ্ণদর্শনের জন্য চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভাবের পরিবর্ত্তনে উভয়ের সম্পর্কেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে বর্ত্মোদ্দেশী গুরু বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন, আবার চিন্তামণিও বিল্বমঙ্গলকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিলেন। কামকলুষিত জীবনের আজ দিব্যজীবনে রূপান্তর ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকৃপায় বিল্বমঙ্গল আজ জগদুদ্ধারের শক্তি রাখেন। চিন্তামণি তাই তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায়।

এতো কহি চিন্তামণি, কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিন্ধু,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া॥
আশ্বাসয় বহু বেরি, কৃষ্ণকৃপা তোমা' পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন।
এত কহি কৃষ্ণস্থানে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিলা দৃঢ়পণ॥
চিন্তামণি অধিকারী ভক্ত-অনুরোধ ভারি,
দুই ভক্তে দিল দরশন॥

চিন্তামণি এখন বিল্বমঙ্গলের শরণাপন্না, কাজেই সাধু বিল্বমঙ্গল তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইলেন। ভক্ত বিল্বমঙ্গলের প্রার্থনা বিফল হইল না, ভক্তানুরোধে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উভয়কে যুগল-রূপে দর্শন দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। বিল্বমঙ্গলের কৃপায় চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণদরশনে পরমানন্দ লাভ করিলেন।

অহো কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্ল সৌভাগ্যলতা,
দু'জনার একই সমান।
সেই দোঁহাকার পদ, ছাড়িয়া বিষয়মদ,
সেবন করিব প্রেমাবেশে।
হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি পূরাইবে,
মনের মানস লালদাসে॥

বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি কিম্বা গুরু-শিষ্য উভয়েই আজ ধন্য। দুজনারই সমান ভাগ্য। কৃষ্ণদরশনে উভয়েই আজ কৃতকৃতার্থ। সংসার-জীবনে চিন্তামণি ছিলেন বিল্বমঙ্গলের গুরু। আর আজ বৈরাগ্য-জীবনে বিল্বমঙ্গল হইয়াছেন চিন্তামণির গুরু। দুইজনেই আজ কৃষ্ণসেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন বৈরাগ্যবান্ অনুরাগী সেবক-সেবিকার আশ্রয় লইতে কাহার না সাধ হয়? লালদাসের প্রার্থনা সকলেরই প্রাণের প্রার্থনা। কুপথে পড়িয়াও সাধুসঙ্গের ফলে আবার মানুষের পরিবর্ত্তন ঘটে। কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে হইলে আগে চাই ভক্তকৃপা। ভগবান সাধু-ভক্তগণের দ্বারাই অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ভক্তিসন্দর্ভের উক্তি যথা—"তত্র সদ্ভিরেব দ্বারভূতৈরন্যাননুগৃহ্ণাতি যঃ স সদনুগ্রহো ভবানিতি। যদ্বা সন্ত এবানুগ্রহো যস্য সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদাকার-তয়ৈব চরতি নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ।" হে ভগবন্! আপনি সাধুগণের দ্বারাই অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সাধুগণই আপনার অনুগ্রহ। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে সাধুর আকার-রূপেই বিদ্যমান, অন্যরূপে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি উভয়েরই গোবিন্দাভিমুখী মতি লাভ হইয়াছে। কাজেই উভয়েই কৃপাধন্য এবং কৃপাধন্যা। ভগবৎকৃপা এবং ভক্তকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। পাপ-ময়লা সব আগন্তুক, স্বরূপতঃ জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁকা নামে পতি তাঁর রাঁকা নামে স্ত্রী

ভগবান্ ধন-সম্পদ্ দিতে চাহিলেও ভগবদ্‌ভক্ত তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। ঐশ্বর্য্যে মানুষের অহঙ্কারই বাড়ে। ভজন-পথের বড় বিঘ্ন ধন-সম্পদ্। একেবারে নিঃসম্বলের ডাকই ভগবান শুনিতে পান সর্ব্বাগ্রে। পর্ণকুটীরে বাস এবং শাকান্ন ভোজন করিয়া কোন রকমে যাঁহারা দিন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের ভজনই অকৃত্রিম এবং আন্তরিক। ভগবান্ বেদব্যাসরচিত একটি শ্লোকে আছে, যথা—

নৈব দিব্যসুখভোগমর্থয়ে
নাপবর্গমপি নাথ কাময়ে।
যান্তু কর্ণবিবরং দিনে দিনে
কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতানি মে॥

—পদ্যাবলী

—"হে নাথ! আমি স্বর্গসুখভোগ এবং অপবর্গও কামনা করি না, কেবল কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতই প্রতিদিন আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করুক, এইমাত্র প্রার্থনা করি।"

ভজনপরায়ণ, একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত ভগবানের নিকট কোন দিন ধন-রত্ন-সম্পদের প্রার্থনা করেন না। তাঁহার একমাত্র কাম্য—ভগবানের সেবা-পূজা-আরাধনা। ভগবান অর্থ-সম্পদ্ দিতে চাহিলেও প্রকৃত ভক্ত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। সম্পদ্ বিপদেরই কারণ, এই জন্যই কুন্তী-দেবীও ভগবানের নিকট সম্পদ্ প্রার্থনা করেন নাই।

পাণ্ডুরপুরে এক দরিদ্র স্বামী-স্ত্রী বাস করিতেন। বাঁকা পতির নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং রাঁকা স্ত্রীর নাম। তৃণ কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া কোন রকমে তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহিত হইত। দীন-দরিদ্র হইলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ভগবদ্ভজনে অনুরক্ত ছিলেন। ভজনানন্দে তাঁহারা দারিদ্র্যদুঃখের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া ভক্তরাজ নারদ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি নারদ বৈকুণ্ঠাধিপতির নিকট তাঁহাদের জন্য ধন-রত্ন প্রার্থনাও করিয়াছিলেন।

বাঁকা নামে পতি তাঁর রাঁকা নামে স্ত্রী।
পাণ্ডুরপুরেতে বাস বড় অধিকারী॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্যশরণ।
তৃণ কাষ্ঠ বেচি করে দিন গুজরাণ॥
নারদ-গোসাঞি তাহা অন্তরীক্ষ হৈতে।
কৃষ্ণের ভকত বলি দয়া হৈল চিতে॥
বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানেরে কহেন।
তোমার হৃদয় প্রভু বড়ই কঠিন॥
তোমার একান্ত ভক্ত বাঁকা রাঁকা হয়।
কাষ্ঠ বেচি খায় তাহে বড় দুঃখ পায়॥
এই দুঃখ কেনে দেহ আপন ভকতে।
ভগবান্ কন মোর দোষ নাহি তাথে॥

নারদ দুঃস্থ ভক্তের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলে, প্রত্যুত্তরে ভগবান্ বলিলেন, "তুমি যাহাদের জন্য আমার নিকট ধন-রত্নের প্রার্থী, তাহারা যে ধন-রত্নকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে। আমি দিতে চাহিলেও তাহারা ধন-রত্ন নিতে চায় না। তাহাদের ভয়, ধন-সম্পদ পাইয়া পাছে আমাকে ভুলিয়া যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি দিতে চাহি ধন সে তাহা না লয়।
ধনে পাছে ভুলে মোরে এই তার ভয় ॥
সাক্ষাতে দেখহ মুক্রি দেখাই তোমারে।
যবে বাঁকা রঁাকা যায় কাষ্ঠ আনিবারে ॥

ধন-মদে পাছে ভগবদ্‌বিস্মৃতি ঘটে ইহাই স্বামী-স্ত্রীর ভয়। ভগবান্ বলিলেন, "ধন-রত্ন যে তাহাদের নিকট বাস্তবিকই উপেক্ষার বস্তু, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমাকে দেখাইতেছি নারদ!"

বাঁকা-রঁাকা যখন কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বনে যাইতেছিলেন, তখন পরীক্ষার জন্য এক স্বর্ণমুদ্রার থলি ভগবান পথে ফেলিয়া রাখিলেন। বাঁকা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্ত্রী রঁাকা স্বর্ণথলি দেখিতে পাইয়াও মাটিচাপা দিয়া পথে অগ্রসর হইলেন।

সেইকালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রা-থলি।
রাখিলেন বনের বাহিরে পথে ফেলি ॥
বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল।
পশ্চাতে যাইতে রঁাকা দেখিতে পাইল ॥
দেখি মোহরের তোড়া মনে মনে ভাবে।
স্বামী মোর জানিলে তা লইতে না দিবে ॥
ধুলা-মাটি চাপা দিয়া এখন তো রাখি।
পাছে কি বিচার করে তেঁহো তাহা দেখি ॥

নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বাঁকা। তাঁহার প্রাণে মোটেই ধন-লালসা নাই। তিনি মাত্র এক ধনেরই অভিলাষী, সেই ধন আর কিছুই নহে—ভগবদ্ভক্তি। কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিরই প্রার্থী তিনি। সেই মতি ক্রয় করিবারই লালসা আছে তাঁহার। শ্রীরামানন্দ রায়ের এই সম্পর্কে অময় শ্লোক, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র মূল্যমপি লৌল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

—পদ্যাবলী

কৃষ্ণভক্তিরস দ্বারা ভাবিতা অর্থাৎ সুবাসিতা মতি যদি কোনও স্থানে প্রাপ্ত হও, তবে তাহা ক্রয় কর। উহার মূল্য—লালসামাত্র। কোটি কোটি জন্মের পুণ্য দ্বারাও ঐ মতি লভ্য নহে।"

কাষ্ঠসংগ্রহার্থে বনে যখন যাইতেছিলেন, তখন বাঁকা ছিলেন আগে, পরে রাঁকা। বাঁকা কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পথে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে আসিতেছিলেন স্ত্রী রাঁকা। তাঁহার চোখে মোহরের থলি পড়িয়া গেল। ফিরিবার পথে যাহা হউক একটা ব্যবস্থা হইবে মনে করিয়া মোহরের থলিটিকে মাটি-চাপা দিয়া স্ত্রী রাঁকাও পথে অগ্রসর হইলেন।

এতো ভাবি ধূলা চাপা দিয়া রাখি গেলা।
দুই জনে দুই বোঝা কাষ্ঠ বান্ধি নিলা॥
ফিরিয়া আসিতে সেইখানে রাঁকা রহি।
স্বামীকে কহয়ে এক কথা শুন কহি॥
এক থলি স্বর্ণমুদ্রা আছয়ে পড়িয়া।
আমি রাখিয়াছি ধূলা মাটি চাপা দিয়া॥

রাঁকা যাহা ভাবিয়াছিলেন, ফল হইল তার বিপরীত। স্ত্রী মনে করিয়াছিলেন, স্বামী নিশ্চয়ই মোহরের সন্ধান পাইয়া আনন্দিত হইবেন। দুই বোঝা কাষ্ঠ মাথায় লইয়া উভয়েই চলিয়াছেন। স্ত্রী রাঁকা সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্যস্থলে আসা মাত্রই, থামিয়া স্বামীকে বলিলেন, "এইস্থানে একটি সোনার মোহরের থলি পড়িয়াছিল, আমি যাওয়ার সময় মাটি চাপা দিয়া রাখিয়া গিয়াছি।"

বাঁকা তাহা শুনি কহে ভাল করিয়াছ।
অর্থের উপর ধুলা মাটি যে দিয়াছ ॥
উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও।
হেথা হৈতে চলহ ত্বরায় পার হও ॥

স্ত্রী রাঁকার কথা শুনিয়া, স্বামী বাঁকা খুব সুন্দর উত্তরই দিলেন। অর্থের উপর ধুলা-মাটি চাপা দেওয়াতে স্বামী স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট হইলেন। সত্যই তো অর্থই অনর্থের মূল। স্ত্রী ধনরত্নকে মাটি চাপা দিয়া স্বামীর মনোমত কাজই করিয়াছেন। বাঁকা স্ত্রীকে আরও বলিতে লাগিলেন, "চল, চল, শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করি। চাপা দেওয়া রত্নের দিকে আর একবারও ফিরিয়া তাকাইও না। এই ধনের কি কোন মূল্য আছে ? মাটি চাপা দিয়া যথার্থ কাজই তুমি করিয়াছ।"

স্ত্রী রাঁকা ভাবিয়াছিলেন, এতদিনে বুঝি দারিদ্র্যমোচন হইবে ; কিন্তু বাঁকা যে পার্থিব ধনের মোটেই প্রত্যাশী নহেন। খাটিয়া খাওয়া ভাল, তবুও পাওয়া ধনের প্রত্যাশা করিতে নাই।

এত শুনি রাঁকা কিছু লজ্জিত হইয়া।
কাষ্ঠ নিয়া চলে তার আশা তেয়াগিয়া ॥

স্বামীর কথায় স্ত্রী লজ্জিতা হইয়া মাথায় কাষ্ঠের বোঝা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বামীর জন্যই পাওয়া ধনের আশা ত্যাগ করিতে হইল পত্নীর। সোনার মোহর দেখিয়া স্ত্রী কি লোভ ছাড়িতে পারে ? কিন্তু স্বামী যে নির্লোভ ভগবদ্ভক্ত। স্ত্রীর চরিত্রে যেটুকু খুঁৎ ছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার সংশোধন হইয়া গেল। রাঁকার মনে যেটুকু ধন-লালসা ছিল, সঙ্গগুণে তাহা দূরীভূত হইয়া গেল।

অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন।
তব ভক্তচরিত্র যে না যায় কথন॥
তোমার যে প্রেম-সুধারস আস্বাদিল।
প্রাকৃত বিষয়ে তার গ্রাহ্য না হইল॥
পুনঃ তারে কেহ আটকিতে নাহি পারে।
প্রাকৃত বিষয় দিয়া এ তিন সংসারে॥
তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চলি গেলা।
লালদাস-মূঢ়পানে ফিরি না চাহিলা॥

যাঁহার জন্য যাজ্ঞা বা প্রার্থনা, তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন। নারদের বেশ শিক্ষা হইল। পথে ধনরত্ন ফেলিয়া রাখিয়াও নির্লোভ ভক্ত বাঁকাকে কিছুতেই প্রলুব্ধ করা গেল না। ভগবানের কথায় নারদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। ভগবান দিলে কি হইবে, ভক্ত যে পার্থিব ধনের মোটেই অভিলাষী নহেন। ভক্ত বাঁকার দারিদ্র্য দেখিয়া নারদের মনে দুঃখ হইয়াছিল। এখন নারদ বুঝিতে পারিলেন, সত্যই বাঁকা আসল ধনে ধনী। প্রাকৃত ধনকে ভগবদ্ভক্ত গ্রাহ্য করিবেনই বা কেন? ভক্তের লোভ বা লালসা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে, পার্থিব ধনরত্নে নহে। ভক্ত মুক্তি-মোক্ষকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করেন, ধন-রত্ন তো দূরের কথা। ভগবান মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না। যেমন ভগবৎপ্রদত্ত ধনরত্নে ভক্তের লালসা নাই, তেমনি মুক্তি-মোক্ষের প্রতিও যথার্থ ভক্তের সমাদর নাই। বাঁকা-রাঁকা যে ধনে ধনী, তাহার নিকট মোহরের থলি যে অতীব তুচ্ছ। পরম ভক্ত বাঁকা-রাঁকার নিস্পৃহ ভাব দেখিয়া নারদও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। আমাদের ভারতবর্ষে এইরূপ দীন-দরিদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্যস্থলে আসা মাত্রই, থামিয়া স্বামীকে বলিলেন, "এইস্থানে একটি সোনার মোহরের থলি পড়িয়াছিল, আমি যাওয়ার সময় মাটি চাপা দিয়া রাখিয়া গিয়াছি।"

বাঁকা তাহা শুনি কহে ভাল করিয়াছ।
অর্থের উপর ধুলা মাটি যে দিয়াছ ॥
উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও।
হেথা হৈতে চলহ ত্বরায় পার হও ॥

স্ত্রী রাঁকার কথা শুনিয়া, স্বামী বাঁকা খুব সুন্দর উত্তরই দিলেন। অর্থের উপর ধুলা-মাটি চাপা দেওয়াতে স্বামী স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট হইলেন। সত্যই তো অর্থই অনর্থের মূল। স্ত্রী ধনরত্নকে মাটি চাপা দিয়া স্বামীর মনোমত কাজই করিয়াছেন। বাঁকা স্ত্রীকে আরও বলিতে লাগিলেন, "চল, চল, শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করি। চাপা দেওয়া রত্নের দিকে আর একবারও ফিরিয়া তাকাইও না। এই ধনের কি কোন মূল্য আছে? মাটি চাপা দিয়া যথার্থ কাজই তুমি করিয়াছ।"

স্ত্রী রাঁকা ভাবিয়াছিলেন, এতদিনে বুঝি দারিদ্র্যমোচন হইবে ; কিন্তু বাঁকা যে পার্থিব ধনের মোটেই প্রত্যাশী নহেন। খাটিয়া খাওয়া ভাল, তবুও পাওয়া ধনের প্রত্যাশা করিতে নাই।

এত শুনি রাঁকা কিছু লজ্জিত হইয়া।
কাষ্ঠ নিয়া চলে তার আশা তেয়াগিয়া ॥

স্বামীর কথায় স্ত্রী লজ্জিতা হইয়া মাথায় কাষ্ঠের বোঝা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বামীর জন্যই পাওয়া ধনের আশা ত্যাগ করিতে হইল পত্নীর। সোনার মোহর দেখিয়া স্ত্রী কি লোভ ছাড়িতে পারে? কিন্তু স্বামী যে নির্লোভ ভগবদ্ভক্ত। স্ত্রীর চরিত্রে যেটুকু খুঁৎ ছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার সংশোধন হইয়া গেল। রাঁকার মনে যেটুকু ধন-লালসা ছিল, সঙ্গগুণে তাহা দূরীভূত হইয়া গেল।

অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন।
তব ভক্তচরিত্র যে না যায় কথন॥
তোমার যে প্রেম-সুধারস আস্বাদিল।
প্রাকৃত বিষয়ে তার গ্রাহ্য না হইল॥
পুনঃ তারে কেহ আটকিতে নাহি পারে।
প্রাকৃত বিষয় দিয়া এ তিন সংসারে॥
তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চলি গেলা।
লালদাস-মূঢ়পানে ফিরি না চাহিলা॥

যাঁহার জন্য যাজ্ঞা বা প্রার্থনা, তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন। নারদের বেশ শিক্ষা হইল। পথে ধনরত্ন ফেলিয়া রাখিয়াও নির্লোভ ভক্ত বাঁকাকে কিছুতেই প্রলুব্ধ করা গেল না। ভগবানের কথায় নারদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। ভগবান দিলে কি হইবে, ভক্ত যে পার্থিব ধনের মোটেই অভিলাষী নহেন। ভক্ত বাঁকার দারিদ্র্য দেখিয়া নারদের মনে দুঃখ হইয়াছিল। এখন নারদ বুঝিতে পারিলেন, সত্যই বাঁকা আসল ধনে ধনী। প্রাকৃত ধনকে ভগবদ্ভক্ত গ্রাহ্য করিবেনই বা কেন? ভক্তের লোভ বা লালসা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে, পার্থিব ধনরত্নে নহে। ভক্ত মুক্তি-মোক্ষকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করেন, ধন-রত্ন তো দূরের কথা। ভগবান মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না। যেমন ভগবৎপ্রদত্ত ধনরত্নে ভক্তের লালসা নাই, তেমনি মুক্তি-মোক্ষের প্রতিও যথার্থ ভক্তের সমাদর নাই। বাঁকা-রাঁকা যে ধনে ধনী, তাহার নিকট মোহরের থলি যে অতীব তুচ্ছ। পরম ভক্ত বাঁকা-রাঁকার নিস্পৃহ ভাব দেখিয়া নারদও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। আমাদের ভারতবর্ষে এইরূপ দীন-দরিদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথচ অধ্যাত্ম-সম্পদে ধনী ভক্তের অভাব নাই। দুঃখ-দারিদ্র্যে জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবানকে তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। প্রলোভনের মধ্যে পড়িলেও, পরীক্ষায় তাঁহারা লোভ-লালসার অতীত বলিয়াই প্রমাণ দেন। নারদসহ ভগবান্ চলিয়া গেলেন বৈকুণ্ঠে। লালদাসের দৈন্যোক্তি—

'লালদাস-মূঢ়পানে ফিরি না চাহিলা!'

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস

সাধু-মহাজনদেরও জব্দ করিবার জন্য, বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য দুষ্ট লোক যে কত রকমের অভিসন্ধি কুমতলব করে তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু কুলোকের কুমতলব সকলের নিকট ধরা পড়িয়া যায়। যুগে যুগে মহাপুরুষগণকেও কম পরীক্ষা দিতে হয় নাই। নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে জগতের সম্মুখে হেয় করিবার জন্য দুষ্টলোকের দুরভিসন্ধির শেষ নাই। সাধু-মহাজনগণ প্রতিশোধপরায়ণ না হইলেও, ভগবানই পাপীর সাজা দিয়া থাকেন। সাধুলোকের পরিত্রাণের ব্যবস্থা স্বয়ং ভগবানই করেন। দুষ্টপ্রকৃতির লোক সাধুর মহিমা বুঝিবে কেমন করিয়া? প্রাকৃত, দোষযুক্ত মন-বুদ্ধি লইয়া সাধুর বিচার করিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা। তবুও এই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিবার লোক বিরল নহে পৃথিবীতে। স্বভাব বা প্রকৃতি অনুযায়ী দুষ্কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া তাহারা থাকিতেই পারে না। আজ আমরা এক নির্ম্মল-চরিত্র সাধুর উপর কলঙ্ক লেপন এবং পরিশেষে কলঙ্ক-ভঞ্জনের কাহিনীই আলোচনা করিব।

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস।
বৈষ্ণবসেবাতে তাঁর অতি অভিলাষ॥

নিন্দুক পাষণ্ডগণ সদা দ্বেষ করে।
তার মধ্যে এক বিপ্র অহিত আচরে॥

দৈবাৎ তাহার এক বাছুর মরিল।
নন্দদাস-গৃহে লুকাইয়া ডারি দিল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরেলি গ্রামনিবাসী নন্দদাস নামে এক সাধু ছিলেন। বৈষ্ণব-সেবায় তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। সেবাধন্য জীবন ছিল তাঁহার। কিন্তু নিন্দুক পাষণ্ডগণ এই সাধুর পেছনেও লাগিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এক বিপ্রের বাড়ীতে একটি বাছুর মরিল, সেই বিপ্র মরা বাছুরটিকে টানিয়া আনিয়া সকলের অসাক্ষাতে সেই বৈষ্ণবসাধুর বাড়ীতে ফেলিয়া গেল।

লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল।
নন্দদাস গোহত্যা করিল মো দেখিল॥
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে।
জড় হৈল বহু লোক শুনিঞা দেখিতে॥
দেখে মড়া বৎস পড়ি আছে আঙ্গিনাতে।
সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে॥

ঐ বিপ্র জনরব ছড়াইয়া দিল সাধু নন্দদাস বাড়ীতে গোহত্যা করিয়াছেন। মিথ্যা করিয়া সে সকলের কাছে রটনা করিতে লাগিল, 'আমি নিজ চক্ষে সাধুর গো-বধকার্য্য দেখিয়াছি।'

নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল।
নিন্দুক লোকেতে এই তুফান করিল॥
ভদ্রলোকে পুছে বৎস কি মতে মরিল।
সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল॥
শয়ন করিয়া আছে নিদ্রার আবেশে।
কহ উঠাইয়া দিই যাউ নিজ বাসে॥

গ্রামের ভদ্রলোকগণ আসিয়া নন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এই গো-বৎস মরিল কেমন করিয়া? সাধু নন্দদাস প্রত্যুত্তরে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাছুর মরিয়াছে এই কথা আপনাদের বলিল কে? এ তো নিদ্রার আবেশে নিঝুম হইয়া এই জায়গায় পড়িয়া আছে মাত্র। আপনারা বলেন তো, এক্ষণেই বাছুরকে উঠাইয়া দিই। যে বাড়ীর বাছুর সেই বাড়ীতে চলিয়া যাউক।"

এতেক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিলা।
কহে বৎস উঠি যাহ দুগ্ধ পিয় গিয়া॥
বাছুর উঠিয়া লম্ফ মারিয়া চলিল।
যত লোক দেখি সবে চমৎকার হৈল॥
সভে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিক্কার করিল।
মৃত বৎস ডারি দিয়া সাধুকে নিন্দিল॥
ইদানীন্তু দেখি বহু এমত পাষণ্ড।
অকারণ ঈর্ষ্যায়ে বৈষ্ণবে করে দণ্ড॥
ইহাতেই বুঝি হেন পূর্ব্বেতে আছিল।
সর্ব্বকাল প্রেত-সৃষ্টি ভগবান কৈল।
নন্দদাস-চরণে এ হীন নিবেদয়।
হেন জনা সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়॥

ম্যাজিকের মত মুহূর্ত্তে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সাধু দুই তিন তুড়ি মারার সঙ্গে সঙ্গে মৃত বাছুর উঠিয়া লম্ফ মারিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। লোকের বুঝিতে বাকী রহিল না যে বিদ্বেষী বিপ্রেরই এই কুকর্ম্ম। সাধুকে জব্দ করিবার জন্য মরা বাছুরকে তাঁহার গৃহে ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল বিপ্র। যাহা হউক, সাধুর মান রক্ষা করেন ভগবান্। এইরূপ দুষ্টপ্রকৃতির লোক চিরকালই আছে। তাহাদের কাজই হইল পরের অনিষ্টসাধন। সমাগত ভদ্রলোকগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু নন্দদাসের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বিদ্বেষী বিপ্রকেই ভৎর্সনা করিতে লাগিল। ভগবদ্‌ভক্তকে জব্দ করিবে কে? যাঁহারা স্বপ্নেও পরের অনিষ্টচিন্তা করেন না, কেহই তাঁহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। ধন্য সাধু-বৈষ্ণব নন্দদাস। এই জাতীয় সাধু-সন্তের জন্যই ভারতবর্ষের গৌরব এখনও টিকিয়া আছে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যার স্পর্শমাত্রে হেন পাপী চাঁদরায়

"এক হরিনামে যত পাপ হরে। জীবের সাধ্য কি আছে তত পাপ করে॥"—এই মহাজন-পদাবলী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নামের প্রভাবে এবং বৈষ্ণব-ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে কত পাপী-তাপী-দস্যু-ডাকাতের জীবনও যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অধমতারণ পতিত-পাবন কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং নিতাইচাঁদের আবির্ভাবে যে কত পাপী-তাপীর উদ্ধার হইয়াছে তাহা গণনার অতীত। গৌরভক্ত নরোত্তমের দ্বারাও জীবোদ্ধারলীলাটি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে। আজ সেইরূপ একটি ঘটনা-অবলম্বনেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মহাপ্রভু লোকনাথের কৃপাধন্য শিষ্য—শ্রীল নরোত্তম। তাঁহার আকুল প্রার্থনায় এবং কৃপাশিসে যে কত ঘৃণ্য জীবন পবিত্রতা লাভে ধন্য হইয়াছে তাহার কথা আর কি বলিব? বাস্তবিকই পতিতোদ্ধার করিতে পারেন একমাত্র পরম দয়ালু, অদোষদর্শী এইরূপ মহাজনেরাই। গৌরগতপ্রাণ শ্রীল নরোত্তমের কৃপা পাইয়াও অনেক অধম পতিত নারকীর জীবনে আসিয়াছে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সদ্য কৃপা করিবার ক্ষমতা শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদ এবং শ্রীল নরোত্তম প্রভৃতি মহাজনেরই আছে। মহাপ্রাণ না হইলে কি পরদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের উদ্ধারব্রত গ্রহণ করেন কেহ? শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদ এবং শ্রীল নরোত্তম প্রভৃতি গৌরভক্তগণ পতিতোদ্ধারলীলাটি ভাল করিয়াই জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

রাজমহলেতে স্থিতি চাঁদরায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন লক্ষ মুদ্রা খায় কর নাহি দেয়।
নবাব-আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধে না পারয়॥
দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া লুটয়।
ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে না চলয়॥
পরের বালিকা আনি বলাৎকার করে।
কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে ঘরে ঘরে॥
শক্তিমন্ত্র-উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজাদণ্ড করি লয় পূজা ছল করি॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি বধ করিতে না ডরে॥
কত পাপ করে তার সীমা নাহি হয়।
চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয়॥

চাঁদরায় নামে এক মহাশাক্ত দুর্দান্ত মদ্যপায়ী ডাকাত জমিদার ছিলেন রাজমহল নামক স্থানে। অকার্য্য-কুকার্য্যে ছিলেন তিনি সিদ্ধ-হস্ত। গো-ব্রাহ্মণবধ, নারীহরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি ঘোরতর অন্যায় কার্য্য করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। জীবনে যে কত পাপ-কার্য্য করিয়াছেন তিনি তাহার হিসাব স্বয়ং চিত্রগুপ্তও রাখিতে পারেন নাই। পাপের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী—দু'দিন আগেই হউক, আর দুদিন পরেই হউক। এ ক্ষেত্রেও হইল তাহাই। ব্রহ্মদৈত্য চাঁদরায়ের শরীরকে আশ্রয় করিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। কোন ঔষধপত্র বা ঝাড়ফুঁকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হইল না। যাতনাভোগে তিলে তিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপের শরীরে হয় প্রেতের যে ভোগ।
ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হৈল রোগ॥
মহাবায়ু প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞানহত।
হইল উন্মাদপ্রায় প্রলপয়ে কত॥
ভাই যে সন্তোষ রায় উদ্বিগ্ন হইয়া।
নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈদ্য দিয়া॥
ওঝা কত শত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য়।
কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা নাহি হয়॥

পতিতোদ্ধারের পূর্ব্বাভাস হইল—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা। এইবার বোধ হয় চাঁদরায়ের একটা গতি হইবে। এক সাধু-বৈষ্ণব আসিয়া চাঁদরায়ের গৃহে অতিথি হইলেন। অতিথির কোন সমাদর হইল না সেই স্থানে, প্রত্যাখ্যাত হইয়া চলিয়া যাইবার সময় অতিথি স্থানীয় লোকদের বলিয়া গেলেন—"অতিথিকে অনাদরের ফল ভাল হইবে না। একমাত্র প্রতিকার বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ।"

লোকপরম্পরায় এই সংবাদ গিয়া রায়পরিবারে পৌছিল।

একদিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইয়া আসি গেলেন ফিরিয়া॥
বাটীর বাহিরে কোন লোকেরে কহিল।
বৈষ্ণব-আশ্রয় বিনে না হইবে ভাল॥
সে কথা রায়েরে গিয়া লোকেতে কহিলা।
দৈবাত তথায় এক গণক আইলা॥
সেহ খড়ি পাতি গণি ঐমত কহিলা।
কৃষ্ণকৃপাবলে বাক্য হৃদয়ে পশিলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ের হৃদয়ে।
গছিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয়ে ॥

অতিথি যা বলিয়া গিয়াছেন, এক গণকঠাকুর আসিয়াও তদ্রূপই বলিলেন অর্থাৎ বৈষ্ণবাশ্রয়ের কথা। এই রোগের একমাত্র প্রতিকার বৈষ্ণবের শরণাপন্ন হওয়া। যাহা হউক চাঁদরায়ের ভাগ্য বোধ হয় এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছে, কেন না, গণকঠাকুর এবং অতিথির কথা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে এতদিনে শরণাগতির ভাব দেখা দিল ; শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য তাঁহার প্রাণ উতলা হইয়া উঠিল।

পরামর্শ স্থির করি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
জন্মান্তরে সুকৃতির আছিল কল্যাণ ॥

গড়ের-হাট নাম স্থানে তাঁর বাস হয়।
শ্রীল নরোত্তম যে ঠাকুর মহাশয় ॥

তাঁহার মহিমা যে সন্তোষ রায় জানে।
শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার সদনে ॥

নানা দ্রব্য ভেট শ্রীচরণ-আগে রাখি।
চরণে পড়িল রায় ঝরে দুটি আঁখি ॥

কৃপা কর মহাশয় লইনু শরণ।
মো-সভায় আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণভজন মোরা নিশ্চয় করিনু।
কায়মনে তোমার চরণে বিকাইনু ॥

একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিয়া।
আমা-সবা সবংশে আইস উদ্ধারিয়া ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাঁদরায়ের আপন সহোদরভ্রাতা—সন্তোষ রায়। অতিথি এবং গণকঠাকুরের কথা তাঁহার কাছেও গিয়া পৌছিয়াছে। চাঁদরায় তো রীতিমত অসুস্থ, কাজেই ভাই সন্তোষ রায়কেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মহিমার কথা সন্তোষ রায় পূর্ব্ব হইতেই ভাল জানেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া গড়ের হাট নামক স্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বাস-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দর্শন পাইয়া তাঁহার চরণ-দুটি জড়াইয়া ধরিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সদৈন্যে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমরা সবংশে তোমার আশ্রয় লইলাম। কৃপা করিয়া আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাদের সকলকে উদ্ধার করিয়া আসুন। আমরা পতিত, আর আপনি আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা—ত্রাণকারী।"

এত শুনি শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয়।
হরিষ বিষাদ দুই জন্মিল হৃদয়॥
এ-হেন পাপীর মতি হেন কি হইব।
যদ্যপ ইহার বাটী কেমতে যাইব॥
আশ্বাস করিয়া বাসাস্থান দিয়া তারে।
গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে॥
এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈল তথা।
রাত্রে পড়ি রহিলেন দ্বারে দিয়া মাথা॥
নিদ্রাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম।
পর-উপকার যেই সেই সে উত্তম॥
অতএব শীঘ্র যাহ ইথে কি বিচার।
লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ সদাচার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তোষ রায়ের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া ঠাকুর নরোত্তমের অন্তরে হর্ষ-বিষাদ দুই ভাবই জাগ্রত হইল। আনন্দ এই জন্য যে, দুরাচারী হইলেও প্রাণে আর্ত্তি দেখা দিয়াছে ; আর বিষাদ এই জন্য যে, এত বড় মদ্যপায়ী, পাপীর গৃহে কেমন করিয়া যান তিনি ! লোকেই বা কি বলিবে ? গৌর-গতপ্রাণ নরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে গিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবতার শ্রীচরণেই কি কর্ত্তব্য তাহার আদেশ-ভিক্ষা করিলেন। নিদ্রাকালে শ্রীল নরোত্তম মহাপ্রভুর আদেশ পাইলেন। পতিতপাবন মহাপ্রভু পতিতোদ্ধারকেই সদাচার বলিয়া অভিমত দিলেন। লোকনিস্তারের জন্যই যাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য-প্রশিষ্যের আর অন্য কি কর্ত্তব্যই বা থাকিতে পারে ? মহাপ্রভু সুস্পষ্ট আদেশ দিলেন নরোত্তমকে, "যাও, শরণাগত আর্ত্ত ভক্তদের গিয়া উদ্ধার কর। পতিতোদ্ধারই তো সদাচার !"

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জন্মিল।
রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল ॥
রায়ের বাটীতে মঙ্গলাচরণ হৈল।
দ্বারে ঘট পাতি নহবত বসাইল ॥
ঠাকুরের আগমন হইবা মাত্রেতে।
শঙ্খধ্বনি করি হুলু দেয় স্ত্রীগণেতে ॥
ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবামাত্র।
চাঁদরায় নির্ব্যাধি হইল সুপবিত্র ॥
পরিবার আসি সব চরণে পড়িল।
ক্ষিতি লোটাইয়া কৃত-কৃতার্থ মানিল ॥

মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া কালবিলম্ব না করিয়া ঠাকুর নরোত্তম সন্তোষ রায়ের সঙ্গেই তাঁহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন। নরোত্তম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের পদধূলি পড়া মাত্র, ব্যাধিমুক্ত হইলেন চাঁদরায়। এক অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বাড়ীশুদ্ধ সকল নর-নারী আসিয়া ঠাকুরের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। নরোত্তমেরই পদাবলীতে আছে—

যাঁহার দর্শনে সব পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

—শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও শ্রীশ্রীপ্রার্থনা

নরোত্তমের পদাবলী প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল তাঁহারই শুভ আগমনে। জঘন্য পাপী চাঁদরায় নরোত্তমের দর্শন মাত্রেই সুপবিত্র হইয়া গেলেন। নরোত্তমের পদাবলী নরোত্তমেই প্রযোজ্য।

চাঁদরায় কহে প্রভু অস্বাস্থ্যে বিকল।
তব আগমনমাত্রে হইল নির্ম্মল॥
হেন পদ ছাড়ি হায় কি কাজ করিনু।
কেবল পাপের কূপে পড়িয়া মজিনু॥
আমাসম পাতকী এ ত্রিভুবনে নাঞি।
লক্ষ অংশে নাহি হবে জগাই মাধাই॥
অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার'।
চাঁদরায়-ত্রাতা করি এক নাম ধর॥

নিজেই নিজের পাপ স্বীকার করিলেন চাঁদরায়। জগাই-মাধাই আর কি দুরাচারী ছিল, আমি যত পাপকর্ম্ম করিয়াছি তাহার লক্ষাংশও হইবে না তাঁহাদের কৃত পাপ। নরোত্তম ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাঁদরায় বলিলেন, "আজ হইতে তোমার আর এক নাম হইল—চাঁদরায়-পরিত্রাতা" ॥

কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হৈল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল ॥
হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র।
দীক্ষা দিয়া শিখাইলা ভক্তিমার্গ-তন্ত্র ॥
শুদ্ধমাধুর্য্যভক্তি প্রসন্ন হইয়া।
দীক্ষা দিলা ঠাকুর যে সংশুদ্ধ জানিঞা ॥
কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ।
সদাচারময় বাক্য সাধনবিশেষ ॥

চাঁদরায়ের কাকুবাদ শুনিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি হরিনাম কর্ণে দিয়া, যুগল-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন চাঁদরায়কে। সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া শক্তি-সঞ্চার করিলেন। শুদ্ধ মাধুর্য্যভক্তির উপদেশ এবং ভক্তিমার্গের বিভিন্ন প্রণালীর কথা ব্যক্ত করিলেন তাঁহার নিকট। ঘোর শাক্তের জীবন শুদ্ধমাধুর্য্যের উপাসনায় নিয়োজিত হইল। নবজন্ম হইল চাঁদরায়ের।

শুন বাপু চাঁদরায় এই মোর বাক্য।
এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি ঐক্য ॥
পরের অনিষ্ট কভু কায়মনোবাক্যে।
কোনো জীবে নাহি করো কিবা পশুপক্ষে ॥
বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে।
ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিন্ধে তাহাও না সহে ॥
তেমতি জানিবে অন্য জীবের শরীরে।
অলপ দুঃখেতে হয় কাতর অন্তরে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন জন সুহৃদাদি বিয়োগে তেমতি।
আপনার সামন জানিবে অন্য প্রতি ॥
প্রাণিবধ পশুহিংসা নির্দ্দয়ের কাজ।
অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ ॥
আসুরিক ধর্ম্ম সেই তামসের মধ্যে।
কথন সে শ্রেয়ো নহে পর-শিরশ্ছেদে ॥
বিচারিয়া দেখ সেই বড় বিপর্য্যয়।
এমন কোথাও বা যে হইতে পারয় ॥
পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল।
কভু নাহি হয় হয় নরকেতে স্থল ॥
আত্যন্তিক শ্রেয় মাত্র হরিভক্তি বিনে।
হয় নাহি হবার নহে কভু কোনো জনে ॥
অতএব পরদুঃখ নিজ দুঃখ মানি।
সবারে করিবে দয়া পুত্রবত জানি ॥
অধর্ম্মে না কর্য্য মতি কায়বাক্যমনে।
সদাচারে বিরোধ অধর্ম্ম আচরণে ॥
অন্তর মলিন হয় রজঃ তমঃ মর্ম্মে।
বুদ্ধি নাশ যায় তার ভক্তি কোথা রমে ॥
পুণ্য যে বাখানে লোক তাহা না কর্ত্তব্য।
ভক্তি-ব্যভিচার হয় অনন্যতা খর্ব্ব ॥
পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠা যথা।
কৃষ্ণকৃপা বিনা নহে অনন্যতা তথা ॥
ঐকান্তিক নহে শাস্ত্রে কহয়ে বিচিত্রা।
অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই হেয় মতা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদীর্ঘ উপদেশে ঠাকুর নরোত্তম চাঁদরায়কে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন। নিন্দনীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সদাচার গ্রহণ করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিলেন।

চাঁদরায় কহে প্রভু তোমার চরণ।
আশ্রয় করিনু যবে শুদ্ধ হৈল মন॥
অধর্ম্ম সে দূরে রহু অন্য যে ধরম।
এবে জ্ঞান হইতেছে অধর্ম্মের সম॥
এক কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অনর্থ।
এবে জানিলাম প্রভু যত সব ব্যর্থ॥
হেন মহাপাপী মুঞি মূঢ় দুরাচার।
হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম্ম তোমার॥
তবে গোষ্ঠিবর্গেতে সন্তোষ রায়-আদি।
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি॥

চাঁদরায়ের গোষ্ঠীর আর কেহই বাকী রহিল না, এমন কি বালক-বালিকা পর্য্যন্ত নরোত্তম ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইল। ঘোর শাক্তমতাবলম্বী এইবার মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম কত উচ্চ, মহান্ এবং পবিত্র। রজস্তমের লেশাভাসও নাই এই ধর্ম্মে।

বিদায় হইয়া তবে চলেন গৃহেতে।
বিরলে কহিলা কিছু চাঁদরায় প্রীতে॥
এক কথা কহি তব হিতের কারণ।
দেবস্ব ব্রহ্মস্ব আর রাজস্ব হরণ॥
কদাচ না করিবে এ তিন পাপ সম।
রাজস্ব-হরণে বাপু সদাই বিরম'॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সগোষ্ঠী চাঁদরায়কে উদ্ধার করিয়া এইবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে আবার একবার চাঁদরায়কে দেবস্ব, ব্রহ্মস্ব এবং রাজস্ব হরণ করিতে নিষেধ করিলেন। পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ যদি আবার সেই কু-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তজ্জন্যই এই শাসন-বাণী বা সতর্ক-বাণী।

তবে নৌকা আনিঞা ঠাকুরে চড়াইয়া।
বহু অর্থ বস্ত্র অলঙ্কার সমর্পিয়া॥
ঠাকুরের সহিত সন্তোষ রায় গিয়া।
গৃহে পঁহুছিয়া আইলা বিমর্ষ হইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল।
সেই হৈতে শিষ্ট শান্ত স্বভাব হৈল॥
শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয়ের চরণ।
স্পর্শমণি সহ নাহি করিল তুলন॥
তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাঞি।
অতএব হায় হায় বলিহারি যাই॥
যার স্পর্শমাত্রে হেন পাপী চাঁদরায়।
ভুবন-পাবন হৈল মহান্ আশয়॥
ঠাকুর মহাশয়ের চরণে করি আশ।
তাঁহার ভক্তের গুণ গায় লালদাস॥

ভক্তের গুণগান কীর্ত্তন করিয়া লালদাস ধন্য হইয়াছেন, আমরাও ভক্ত-চরিত পাঠে ধন্য হইতেছি। শ্রীমৎ রূপগোস্বামী-সংগৃহীত পদ্যাবলীর একটি শ্লোকই আজ বারংবার মনে হইতেছে—

পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ॥

—পদ্যাবলী

"হে হরে! তোমার তুল্য পরম কারুণিক আর কেহ নাই এবং আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই; হে যদুনাথ! এই বিবেচনা করিয়া এ পামরজনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর।"

চাঁদরায়েরই প্রাণের কথা যেন এই শ্লোকটিতে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মত অমন কারুণিকও কেহ নাই, আর আমার (চাঁদরায়ের) মত শোচনীয় ব্যক্তিও কেহ নাই। জানিয়া শুনিয়াই আমার মত অভাজন দুরাচারকে শ্রীচরণে স্থান দিয়াছ ঠাকুর! সত্যই আজ হইতে জগতে তোমার আর একটি অভিনব নাম প্রচারিত হইবে 'চাঁদরায়-পরিত্রাতা' বলিয়া। ধন্য পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর শ্রীনরোত্তম!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৌরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহো ভাগবত হৈল

চাষাভুষা লোকের মধ্যেও ভগবদ্‌ভক্ত আছেন। নিরক্ষর বলিয়া আমরা যাহাদের ঘৃণা করি, তাহাদের হৃদয়েও ভক্তিদেবী থাকিতে পারেন। ভক্তি মানুষের অন্তঃকরণের দৈবীবৃত্তি। লেখাপড়া না জানিলেও, অজ্ঞ-মূর্খদের অন্তরেও ভক্তিবৃত্তি থাকিতে পারে। এই দৈবী ভক্তিবৃত্তি যাঁহাদের মধ্যে আছে, তাঁহারা শিক্ষিত পণ্ডিত না হইলেও পরমভাগবত বলিয়া সকলেরই পূজ্য। ভক্তিধনের অধিকারী হইতে হইলে চাই শুধু সরলতা, অকপটতা। ভক্তি-বিশ্বাসের স্থান—সরল যাঁহারা, অকপট যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেই। ভগবৎকৃপাধন্য এক চাষীভক্তের লীলা স্মরণ-মনন করিয়া আসুন সকলে আমরা ধন্য হই। ভক্তি-বিশ্বাসই সৃষ্টি করে স্বর্গ। স্বর্গের দেবতারাও এই সব দিব্য ভক্তদের সঙ্গলাভের জন্য এই ধূলিমলিন মর্ত্ত্যধামে নামিয়া আসেন। ভক্ত-ভগবানের এইরূপ অপরূপ লীলা চিন্তনে-পঠনেও অসীম আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

জম্বু নাম স্বামী বাস হয় অন্তর্ব্বেদ।
বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ॥
চাষ করে সাধু-সন্ত সেবার লাগিয়ে।
একখানি হাল দু'টি বলদ আছয়ে॥

জম্বু নামে এক চাষী ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবসেবায় ছিল তাঁহার পরমানন্দ। চাষ-আবাদ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তিনি, সবই বৈষ্ণবসেবায় ব্যয় করিতেন। একজোড়া বলদ লইয়া একটি হাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চালাইতেন তিনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আর বৈষ্ণবে ছিল তাঁহার অভেদ জ্ঞান। সাধু-সন্ত-বৈষ্ণবকে তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্ন কলেবর মনে করিতেন। শুধু মনেই করিতেন না, মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করিতেন। চাষ-আবাদ করেন বলিয়া তাঁহার মনে কোন দিন দুঃখ-আক্ষেপ ছিল না। বৃত্তি ছোট হইলেই মন ছোট হয় না। ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিকে সানন্দেই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বধর্ম্মে নিষ্ঠার কথা স্বয়ং ভগবানও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ভগবানের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বৃত্তি-বিপর্য্যয়ের কোন প্রচেষ্টাই ছিল না তাঁহার মনে। স্বধর্ম্ম পালন করিয়া অর্থাৎ পৈতৃক-বৃত্তির অনুশীলন করিয়া পরম শান্তিতেই দিন অতিবাহিত হইতেছিল তাঁহার।

একদিন লোকে গরু ক্ষেতে নিঞা গেল।
ক্ষেত হতে দুটি গরু চোরেতে লইল॥
দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাগিয়া।
সেই মতে দুটি গরু রাখে ক্ষেতে নিঞা॥
চোর তাহা দেখি মনে মনে ভাবে একি।
সেই গরু মোর ঘর হইতে আনিল কি॥
বার দুই যাতায়াত করিয়া দেখয়।
সে নহে তেমনি গরু ক্ষেতে হাল বয়॥

একদিন গরুদুইটিকে চরাইবার জন্য মাঠে লইয়া যাওয়া হইল, হঠাৎ মাঠ হইতে গরুদুইটিকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেল। অন্তর্য্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাষী ভক্তকে কিছু বুঝিতে না দিয়া ঠিক অনুরূপ দুটি গরু আনিয়া মাঠে রাখিয়া গেলেন। সুতরাং চাষ-আবাদের কোনই অসুবিধা হইল না। এদিকে চোর দেখে, ঠিক চুরি করিয়া নেওয়া গরুদুইটি দ্বারা চাষীভক্ত জমে চাষ করিতেছেন। চুরির উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাটপাড়ি করিল কে? মহা ধাঁধাঁয় পড়িয়া, চোর ছুইবার গিয়া ভাল করিয়া গরুদুইটিকে মাঠে দেখিয়া আসিল। আসল গরু আর নকল গরুর প্রভেদ ধরা কঠিন হইয়া পড়িল। যাহা হউক চোর বাড়ীতে গিয়া দেখে চুরি করিয়া আনা গরুদুইটি ঠিকই আছে। তখন তাহার মনের সন্দেহ ঘুচিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রহ্মমোহনলীলার কথাই মনে পড়িয়া যায় এ ক্ষেত্রে। গোবৎস হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জব্দ করিতে গিয়াছিলেন ব্রহ্মা। উল্টা পরিণাম হইল তাঁহার। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতে আসিয়া ব্রহ্মা নিজেই মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণভগবানের মহিমা বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভাগবতে 'ব্রহ্মাস্তুতি' বলিয়া আজও সেই লীলা অবিস্মরণীয় হইয়াই আছে। ভগবানের অলৌকিক লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলেও তাঁহার কৃপা চাই। ব্রহ্মা ঠিকই বলিয়াছিলেন—

তথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২৯ শ্লোক

"যিনি তোমার শ্রীচরণকমলের অনুগ্রহকণিকা লাভে কৃতার্থ, তিনিই তোমার মহিমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। অন্যে দীর্ঘকাল বিচার-বিতর্ক করিয়াও জানিতে পারে না।"

গরু-অভাবে ভক্ত জম্বুর চাষ-আবাদ হইবেই না, আর চাষ-আবাদ না হইলে বৈষ্ণবসেবাই বা হইবে কেমন করিয়া? সেবাবঞ্চিত হইলে জম্বুর দুঃখের আর অবধি থাকিবে না। তাই অন্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান এই ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিভূতি প্রকাশ করিলেন। চোর চুরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নিয়া গিয়াছিল বলদ দুইটিকে, ভগবান্ তৎস্থলে অনুরূপ দুইটি গরু আনিয়া দিলেন। ভক্তের চাষ-কার্য্যের কোন ক্ষতিই হইল না। ভগবানের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আর প্রিয়ভক্তের জন্য অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করেন তিনি। ব্রহ্মা সকল গরু এবং গোবৎসকে হরণ করিয়াছিলেন, ভগবান নিজে সমসংখ্যক গরু এবং বৎসে পরিণত হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও ভগবানকে অপহৃত গরুদুইটির স্থলে, অনুরূপ দুইটি গরু আনিয়া হাজির করিতে হইল। ধন্য ভগবদ্ভক্ত জম্বু, যাঁহার জন্য স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন—প্রতিকারতৎপর।

এদিকে আর এক ব্যাপার ঘটিল। চোর ভক্তের গরু চুরি করিয়া লাভবানই হইল। ভক্ত জম্বুর বিভূতি দেখিয়া চোরেরও চৈতন্যসঞ্চার হইল। চোর ত ভাল করিয়াই জানিত গরুদুইটি সে-ই চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিস্ময়ের অবধি থাকিল না তাহার, ঠিক অনুরূপ দুইটি গরু যথাস্থানে দেখিয়া। নিশ্চয়ই ভক্ত জম্বুর কোন সিদ্ধাই বা বিভূতি আছে। চোর কি করিয়া জানিবে এই অলৌকিক ব্যাপারের মূলে স্বয়ং ভগবানের মহিমা বিরাজিত! ভক্তি থাকিলে ভক্তির পেছনে অলৌকিক বিভূতিও ছুটিয়া আসে। ভক্ত জম্বু ভগবানকে ভক্তিই করিতেন, বিভূতি-ঐশ্বর্য্যের ধারও ধারিতেন না তিনি।

যাহা হউক চোর মনে করিল ইহা জম্বু স্বামীরই অলৌকিক প্রভাব। চোরেরও মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

চোর তবে জম্বু স্বামীর প্রভাব জানিল।
স্বামীর নিকটে গিয়া প্রপন্ন হইল॥
স্বামী তারে শিষ্য করি ভক্তি শিক্ষা দিল।
চৌরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহো ভাগবত হৈল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের দয়া হইলে চোরও মহাভাগবতে পরিণত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রেও হইল তাহাই। জম্বু স্বামী শরণাগত চোর-ভক্তকেও ভক্তি-শিক্ষা দিলেন। অধম পতিত চোরও ভক্তসঙ্গপ্রভাবে মহাভাগবতে পরিণত হইল। ভক্তের সঙ্গ অমোঘ—অব্যর্থ। মানসিক পরিবর্ত্তন সাধনে ভক্তকৃপা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান।

ভক্তমালগ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, 'চোরের উপরও সাধুর কৃপাদৃষ্টি পড়িয়া তাহাকে মহাভাগবতে পরিণত করিল, আর আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে কৃপার ছায়াও আমাদের উপর নিপতিত হইল না।'

চোর যদি সেহ তারে সাধু কৃপা কৈল।
মো-সভার কি দুর্দ্দৈব ছায়া না স্পর্শিল॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকুমার

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমধর্ম্মের ব্যাপক প্রচারের জন্য তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার॥
সাক্ষাৎ দর্শন, আর যোগ্য ভক্ত জীবে।
আবেশ করয়ে, কাঁহা হয় আবির্ভাবে॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুলব্রহ্মচারী-দেহে আবিষ্ট হৈলা॥
প্রত্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ-আগে কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিল— এই ঈশ্বরস্বভাব॥

সাক্ষাৎভাবে দর্শন দানে, উপযুক্ত ভক্তে তাঁহার আবেশ দ্বারা এবং কোন ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীবের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন মহাপ্রভু।

এই মত ত্রিজগত দর্শনে নিস্তারি।
যে কেহো আসিতে নারে অনেক সংসারী॥
তা-সভা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্ত-জীব-দেহে করেন আবেশে॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

যে সকল দেশে মহাপ্রভু স্বয়ং গমন করিতে পারেন নাই, সেই সব দেশকে যোগ্য জীবদেহে আবিষ্ট হইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। পঞ্জাব দেশে শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর হৃদয়-মাঝারে উদিত হইয়া তাঁহাকে কৃপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন মহাপ্রভু। বহুদূর হইতে ভক্তের সমীপে নিমেষের মধ্যে আসিয়া দর্শন দেওয়া হইল আবির্ভাব। ভক্ত ব্যতীত অন্য আর কেহ তাঁহাকে তখন দেখিতে পায় না। মহাপ্রভু রহিয়াছেন পুরীতে, তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীসনাতনপাদকে দর্শন দিয়াছিলেন। ইহার নামই আবির্ভাব।

গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মনে হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

পঞ্জাবের লাহোর নামক স্থানে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন। পশ্চিম দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই ব্রাহ্মণকুমারের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মহাপ্রভু। গৌরাঙ্গকে কোন দিন দেখেনও নাই তিনি, নামও শুনেন নাই। হঠাৎ একদিন ভঙ্গি করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। পশ্চিম দেশকে তাঁহার দ্বারাই উদ্ধার করিয়াছিলেন তিনি। অতঃপর ভক্তমালে বর্ণিত লীলা অবলম্বনে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
পঞ্জাব লাহোর দেশে উদ্ভব তাঁহার॥
বয়েস সপ্তম বর্ষ আচম্বিতে তার।
গৌরাঙ্গ উদয় হৈল হৃদয়-মাঝার॥
গৌরাঙ্গ নাহিক দেখে নাম নাহি শুনে।
প্রভুর কি ভঙ্গি যে উদয় হৈল মনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়দেশ আর যে দক্ষিণ উদ্ধারিলা।
পশ্চিম-উদ্ধার-হেতু এক ভঙ্গি কৈলা॥
ভাগ্যবান ঐ বিপ্র-বালক-অন্তরে।
প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে॥
নিত্যসিদ্ধ তেঁহো গৌরাঙ্গের অনুচর।
জন্মাইলা পশ্চিমে লোক করিতে উদ্ধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি কান্দয়ে বালক।
কিছু নাহি ভায় চিত্তে করে ধক ধক॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে দর্শন-দানে ধন্য করিবার পর হইতেই তাঁহার অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নিরন্তর তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা কেমন যেন আনমনা ভাব।

গৃহ হৈতে বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে।
ধাইয়া চলিলা শ্রীচৈতন্য বলি ডাকে॥
দুনয়নে বহে ধারা উন্মত্তের ন্যায়।
ফল জল গব্য মাত্র আহার করয়॥
উপনীত হৈল আসি শ্রীবৃন্দাবন।
দরশন করিলেন শ্রীমন্ গোবর্দ্ধন॥
গোবর্দ্ধন-উপরে গোপাল-দরশন।
করিয়া হইল শিশু আনন্দে মগন॥
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির সেবক।
গোপালের পূজারি দেখে অপূর্ব বালক॥
গোপালে হেরিয়া যে নয়নজলে ভাসে।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে প্রেমের আবেশে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া আনন্দ হৈল পরম যতনে।
নিকটে রাখিয়া অতি প্রেমের বিধানে॥

সেবক হইলা শিশু পূজারির স্থানে।
উৎকণ্ঠা হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে॥

গৌড়দেশে যাইবারে উদ্‌যুক্ত হৈল।
সেই কালে শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে আইল॥

দরশন করি শ্রীচরণে পড়ি কান্দে।
বামন যেমন হাথে পাইলেক চান্দে॥

অন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া কৃষ্ণদাস ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে গোপালমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির সেবক ছিলেন গোপালের পূজারী। বালক কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া পরম যত্নের সহিত তাঁহাকে কাছে সেবকরূপে রাখিয়া দিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া বালক কৃষ্ণদাসের ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল। কবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন মিলিবে এই উৎকণ্ঠায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় কৃষ্ণদাসকে দর্শনদানের জন্যই তিনি হঠাৎ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। যাহা হউক মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া বালক কৃষ্ণদাস তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

শিশু কহে মোর হৃদে প্রবেশিল যেই।
দেখিয়া জানিনু প্রভু তুমি হও সেই॥

শরণ লইনু প্রভু কৃপা কর মোরে।
নিজ দাস বলি মোরে কর অঙ্গীকারে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্দ্র হইলা।
নিজ কণ্ঠ হৈতে গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা॥
অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈলা।
গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিলা॥
সেই হৈতে গুঞ্জামালী নাম তাঁর হৈল।
গুঞ্জামালী ব'লে নাম ভুবনে ব্যাপিল॥
শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে।
পশ্চিম দেশেতে কর ভক্তির প্রচারে॥
পঞ্জাব লাহোর আর মূলতানাদি করি।
শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি॥

মহাপ্রভু চিহ্নিত দাসকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বালক কৃষ্ণদাসকে যিনি কৃপা করিয়া অন্তরে দর্শন দান করিয়াছিলেন, তিনিই আজ প্রকট মূর্ত্তিতে বাহিরেও প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। এ যে তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট রূপ! মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসের উপর প্রসন্ন হইয়া নিজ কণ্ঠ হইতে গুঞ্জামালাটি খুলিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া অজস্র স্নেহধারায় অভিষিঞ্চিত করিয়া 'গুঞ্জামালী' এই আখ্যা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম হইল—শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী। পশ্চিম দেশে প্রেমভক্তি প্রচারের ভার দিলেন তাঁহার উপর।

তেঁহো কহে প্রভু মোর আছে কি শকতি।
আমার শাসনে কেনে লইবে ভকতি॥
প্রভু কহে আমার বিভূতি তুমি হও।
মোর শক্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও॥

প্রেমভক্তি প্রচারের ভার পাইয়া সদৈন্যে গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাস বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'প্রভো! আমার কি শক্তি আছে যে আমার কথা লোকে শুনিবে? আমি যে নেহাৎ এই কার্য্যের অনুপযুক্ত।' মহাপ্রভু আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তুমি যে আমার বিভূতি! আমার শক্তিতেই সব কাজ হইবে। তোমার ভিতর আমার শক্তিরই প্রকাশ হইবে।' আদেশের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইয়া কৃষ্ণদাস প্রথমে মুলতানে গিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া লোকনিস্তার করিতে লাগিলেন।

প্রথমে মূলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।
লোক নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥
বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥
যারে কৃপা করে সেই কৃষ্ণভক্ত হয়।
শ্রীচৈতন্যপদে তার মতি উপজয়॥
চৈতন্য ভজয়ে লোক তার উপদেশে।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে॥

মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচার এবং প্রসার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম পঞ্জাব প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার উপলক্ষ হইলেন গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাস। তাঁহার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

পরম্পরা সম্প্রদায়-ক্রমে সব লোক।
বৈষ্ণব হইল গেল সংসারের রোগ॥
তথা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনয়ারি চন্দ্র।
তাঁরে শিষ্য করি দিলা ভক্তি প্রেমানন্দ॥
গাদির মহান্ত করি তাঁরে বসাইলা।
আপনি চলিয়া পুনঃ গুজুরাট গেলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবায় শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিলা।
শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ তথা প্রকাশিলা॥
তথাকার লোক ধর্ম্মকর্ম নাহি জানে।
শিশ্নোদরপরায়ণ ধনী সবজনে॥

গুঞ্জামালী গোসাঞি দেখিয়া মূঢ় লোক।
দয়ার্দ্র হইয়া মনে পাইল অতি দুঃখ॥

কৃপা করি নিজ শক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া।
উদ্ধারিল সব লোক কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া॥

বৈষ্ণব হইল সভে বলে হরি হরি।
প্রেমানন্দে নাচয়ে যতেক নর-নারী॥

ধর্ম্মপ্রচারের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে গেলেই মঠ-মহান্ত-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার দরকার। গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাস আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দীক্ষা দিয়া গদির মহান্ত করিয়া বসাইলেন। নিজে পঞ্জাব হইতে গুজরাটে চলিয়া গেলেন। সেখানে ধনী-মহাজনের অভাব নাই; কিন্তু সকলেই প্রায় শিশ্নোদরপরায়ণ, ধর্ম্মকর্ম্মবিহীন। এই দেশের দুরবস্থা দেখিয়া গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাসজীর প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ স্থাপন করিয়া প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তাঁহার প্রভাবে গুজরাটের লোকের মনোভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি সকলের আকর্ষণ বর্দ্ধিত হইল। কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া দেশকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলিলেন তিনি।

প্রভুর যে গাদি বড় গৌড়িয়া আখ্যান।
ছোট গৌড়িয়ার তথা শুন বিবরণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু-শাখা চক্রপাণি নাম।
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিধাম॥
প্রভুর প্রেরিতে গেল পশ্চিম দেশেতে।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
গুজুরাট গেলেন গুঞ্জামালী নাম শুনি।
যাইয়া তাঁহার সঙ্গে হইল মেলানি॥
পরিচয় হইল মিলিয়া দুই জনে।
বহয়ে আনন্দধারা দোঁহার নয়নে॥

পশ্চিম দেশেতে শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর শাখার শ্রীচক্রপাণি নামক মহাজনও প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য তথায় গিয়াছিলেন। গুজরাটে প্রচারে আসিয়া তিনি গুঞ্জামালীর নাম শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পরিচয় পাইয়া উভয়েরই আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। দুই মহাজনেরই এক উদ্দেশ্য কি-না!

কথোক দিবস পরে শ্রীল চক্রপাণি।
আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপনি॥
যাত্রা-মহোৎসব সদা বৈষ্ণব-সেবন।
শিষ্য প্রশিষ্য কৈলা ভক্তি বিতরণ॥
অদ্বৈত প্রভুর দায় দিল বহুজন।
শ্রীচৈতন্যের জয় বলি নাচে সর্ব্বজন॥
ছোট গৌড়িয়া বলি গাদির খেয়াতি।
আচার্য্যের গাদি সেই সভার সম্মতি॥
ছোট গৌড়িয়া আর বড় যে গৌড়িয়া।
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥

শ্রীল চক্রপাণি গুজরাটের অন্য এক স্থানে সেবা প্রকাশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু শিষ্য হইতে লাগিল তাঁহার। আজও শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে অদ্বৈত-শাখা জীবিত। ছোট গৌড়িয়া নামে এই সম্প্রদায়ের খ্যাতি। বড় গৌড়িয়া হইল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ।

পরে গুঞ্জামালী গোসাঞি পঞ্জাবে আসিয়া।
ওলম্বা নামেতে গ্রাম তথায় বসিয়া॥
সেবা প্রকাশিল বহু সেবক করিয়া।
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥

দিকে দিকে প্রেমভক্তিধর্ম্মের প্রচার প্রসার হইতে লাগিল। গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাসজী পুনঃ পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিয়া ওলম্বা গ্রামে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই স্থানেও বহু শিষ্য-সেবক করিয়া মহাপ্রভুর সেবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। জনার্দ্দন নামক এক ব্রাহ্মণশিষ্যের উপর এই স্থানের সেবার ভার ন্যস্ত করিলেন তিনি।

জনার্দ্দন নামে বিপ্রকুলোদ্ভব শান্ত।
শিষ্য করি তাঁরে কৈলা গাদির মহান্ত॥
তেঁহো নিজ ছোট ভাই শ্যামজী গোসাঞি।
তাহারে করিয়া শিষ্য গাদিতে বসাই॥
পঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধু নামে দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ॥
হিন্দু তো যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত 'ছল হরিভক্ত হৈলা॥
গোসাঞির সংকীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
দীক্ষাভাবে সেই নাম করিল গ্রহণ॥
হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ।
যবনের আচার ত্যজিয়া সর্ব্বজন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব-আচার করে নাম-সংকীর্ত্তন।
অদ্যাবধি সেই রাজ্যে মোছলমানগণ ॥
সেহ পূজ্যতম হয় শাস্ত্রবিধিমতে।
কৃষ্ণভক্ত পবিত্র সন্দেহ নাহি ইথে ॥

পঞ্জাবের সিন্ধু নামক দেশেও গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাসের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ শুধু হিন্দুগণই নহেন, মোছলমানগণ পর্য্যন্ত যবনের আচার পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইতে লাগিল।

তারপর পঞ্জাব মূলতান গুজুরাত।
সুরতাদি দেশে প্রভু-চৈতন্য-ভকত ॥
ক্রমে ক্রমে দিল সবে চৈতন্যের দায়।
নিত্যানন্দপ্রভুর সন্তান-শিষ্য হয় ॥
কথোক-পণ্ডিত গোস্বামী-পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার হয় বহুতর ॥
তবে গুঞ্জামালী সব বিষয় তেজিয়া।
বৃন্দাবনে বাস কৈলা একান্ত হইয়া ॥
চৈতন্যপার্ষদ গুঞ্জামালী মহামতি।
তাঁর শ্রীচরণে লালদাসের মুকতি ॥

প্রচারকার্য্য-অন্তে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী পুনরায় সব ত্যাগ করিয়া স্থায়িভাবে ব্রজবাসী হইলেন। এইভাবে মহাপ্রভুর, অদ্বৈত প্রভুর এবং নিত্যানন্দের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমগ্র পশ্চিম দেশকে বৈষ্ণব করিয়া ফেলিলেন। নাম-প্রেমের বন্যায় হিন্দু-মুসলমান সব ভাসিয়া গেল। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল। সকলের মুখে হরিনাম-সংকীর্ত্তন শুনা গেল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচ জাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয় ?

নীচ জাতির মধ্যেও হরিভক্ত আছেন। অধ্যাত্ম-উন্নতির পথে জাত্যভিমান সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন। হরিভক্তিবিহনে উচ্চকুল, উচ্চবংশে কি করিবে? ভগবান জাতি-কুলের বিচার করেন না, তিনি দেখেন সুমতিকে। মুচিভক্ত রুইদাসের চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের সকল গর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। নীচকুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, সেই সব সাধু-সন্তের মনে স্বভাবতই দম্ভ, অহংকার অভিমান থাকে না। সকলকে সম্মান দিয়া প্রকৃত ভক্ত সকলের পদানত হইয়া থাকিতেই ভালবাসেন। ভক্তপদধুলিতে রঞ্জিত হইয়া থাকিলে অহংকার মাথা তুলিতে পারে না। অহংকার নষ্ট করিবার অব্যর্থ উপায়—ভক্তপদধুলি।

গুরু রামানন্দের এক বিপ্র ব্রহ্মচারীশিষ্য ছিলেন। প্রত্যহ তিনি গুরুর জন্য মুষ্টিভিক্ষা করিয়া আনিতেন। মুষ্টিভিক্ষায় সংগৃহীত চাউল দ্বারা ব্রহ্মচারীশিষ্য ভোগরান্না করিতেন। একদিন এক ধনী মহাজন ব্রহ্মচারীকে বাড়ী বাড়ী না ঘুরিয়া সিধা লইতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মচারীশিষ্য প্রত্যুত্তরে মহাজনকে বলিলেন—'গুরু-আজ্ঞা ব্যতীত সিধা গ্রহণ করা অন্যায় হইবে। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন কিছুতেই করিতে পারিব না আমি।'

একদিন ঝড় বৃষ্টি দুর্দ্দিন দেখিয়া।
চুটকি না করি তথা সিধা লৈল গিয়া॥
পাক আদি করি বিপ্র প্রস্তুত করিলা।
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ লাগাইতে ইষ্ট-ধ্যান না আইসে।
ভোগের সামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে॥
শিষ্য প্রতি জিজ্ঞাসেন ভিক্ষা কোথা পেলে।
তেঁহো কহে এক বণিকের স্থানে মিলে॥

ভোগ সাজাইয়া দিলেই চিন্ময় জাগ্রত ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না। গুরুকে অবজ্ঞা করিলে ভগবানই বা সন্তুষ্ট হইবেন কেমন করিয়া? আচার্য যে ভগবানেরই অন্যতম বিগ্রহ। অন্তর্যামী গুরু রামানন্দ সব বুঝিতে পারিয়াও বিপ্র-ব্রহ্মচারীশিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভোগের চাউল সংগ্রহ করিয়াছিলে কোথা হইতে?' শিষ্য প্রত্যুত্তরে বলিল—'বণিক্গৃহ হইতে।'

রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে।
নাহি কর স্থূল ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা বিনে॥
পূর্ব্বে যে তোমারে কহিলাম বার বার।
আপনার স্বধর্ম মুষ্টিভিক্ষা বিনু আর॥
যতেক যাচিঞা সব অনাচার হয়।
বিষয়ীর অন্নে মন মলিন করয়॥
অতএব মোর বাক্য যেমন লঙ্ঘিলে।
জন্ম লও গিয়া অচিরাতে নীচ কুলে॥

মুষ্টিভিক্ষা না করিয়া সিধা গ্রহণ করায় ব্রহ্মচারীর উপর গুরু রামানন্দ রীতিমত অসন্তুষ্ট হইলেন। মুষ্টিভিক্ষা আনিতে তপস্যা হয়, মান-অভিমান দূরীভূত হয়—এক বাড়ীতে বসিয়া সিধা গ্রহণ করিলে সেই প্রধান উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ-পণ্ড হইয়া যায়। ব্রহ্মচারী যদি সুবিধাবাদী হয়, তবে তাহার অধ্যাত্ম-উন্নতি হইবে কেমন করিয়া? গুরু রামানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকশিক্ষার্থ ব্রহ্মচারীশিষ্যকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। গুরুর অভিশাপে বিপ্র-ব্রহ্মচারীর নীচকুলে গিয়া জন্ম হইল।

স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কুলেতে।
জনমিল গিয়া তবে সে-দেহ-পতিতে॥
সদ্‌গুরু আশ্রয় আর সৎসঙ্গ হইতে।
গুরুর সেবার বলে না হৈল বিস্মৃতে॥
জন্মমাত্র হরিভক্তি উদয় হইল।
জাতিস্মর হইয়া সৎক্ষণে জনমিল॥

গুরুর অভিশাপে বিপ্র-ব্রহ্মচারীর মুচির কুলে জন্ম হইল। নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রহ্মচারী জাতিস্মর হইলেন। সদ্‌গুরুর আশ্রয়, সৎসঙ্গ, গুরুসেবার ফল কি বৃথায় যাইতে পারে? পূর্বজন্মে ব্রহ্মচারী শিষ্য কি ছিলেন, কোন্ অপরাধে নীচকুলে জন্ম হইল সব কিছু তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। গুরুসেবার ফল অব্যর্থ।

জনমিয়া গুরু প্রতি বিচ্ছেদ স্মরিয়া।
দুগ্ধ নাহি খায় শিশু আকুল কান্দিয়া॥
মাতা-পিতা নানা মত চেষ্টা-সন্ধি করে।
কোনমতে দুগ্ধ পান করাইতে নারে॥
উপায় চিন্তিয়া গেলা স্বামীর সদন।
কাকুবাদ করি কহে পুত্রের কারণ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ স্বামী শুনিতেই।
স্ফূর্তি হৈল নিজ শিষ্য জনমিল সেই॥
ভাবিয়া স্বামীর মনে দুঃখ উপজিল।
হা হা কেনে হেন পাত্রে অভিশাপ দিল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রতি দুগ্ধ না খায় আমার বিচ্ছেদে।
মুঞি কৈনু অকর্ম মাতিয়া নিজ মদে ॥
অতএব বিহিত করিতে হৈল মোরে।
এতেক ভাবিয়া সাধু কহেন চামারে ॥
কোথায় তোমার ঘর বালকে কি হৈল।
চিন্তা নাঞি আমি গিয়া করে্যে দিব ভাল ॥

সর্বজ্ঞ গুরু রামানন্দ এবং জাতিস্মর শিষ্যে বেশ লীলা আরম্ভ হইল। জন্মগ্রহণ করিয়া সকল শিশুই দুধ খায়, কিন্তু বিপ্র ব্রহ্মচারী মুচির কুলে জন্মগ্রহণান্তে দুধ খাওয়া ত দূরের কথা কেবলই ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই কান্না আর কিছুতেই থামে না দেখিয়া নবজাত শিশুর পিতা রামানন্দ-স্বামীর নিকট ছুটিয়া আসিল। অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ গুরু রামানন্দজী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারই শিষ্য সেই বিপ্র ব্রহ্মচারী আসিয়া মুচির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিষ্যভক্তকে গুরু রামানন্দ কেন অভিশাপ দিলেন, এখন তাঁহার মনে সেই জন্য আক্ষেপ হইতে লাগিল। যাহা হউক, নবজাত শিশুর পিতাকে আশ্বাস দিয়া রামানন্দজী বলিলেন, 'আমি স্বয়ং গিয়া তোমার পুত্রের সকল রোগ সারাইয়া দিব। কোন চিন্তা নাই তোমার।'

গুরুর বিচ্ছেদে শিষ্য যেমন কাতর, তেমনি গুরুও শিষ্যের জন্য পাগল গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ত দুই দিনের নহে! ইহা যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। প্রকৃত গুরু যেমন শিষ্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, আবার প্রকৃত শিষ্যও তেমনি গুরুকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। নূতন জন্মলাভ হইলেও সম্বন্ধ যে পুরাতন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু আর জাতিস্মর শিষ্য পরস্পর সবই বুঝিতে পারিলেন। গুরুর অভিশাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চামার কুণ্ঠিত হৈয়া যোড় হাতে কহে।
আপনে আমার ঘরে যাবা যোগ্য নহে॥
স্বামী কহে ইথে মোর কিবা লাঘবতা।
পর-উপকার হয় হরির তুষ্টতা॥

চামারের ঘরে গুরু রামানন্দের আগমন—ইহা কি কখনো সম্ভব? ভক্তের জন্য অসম্ভবও সম্ভব হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। শিষ্য গুরুর কাছে আসে, আবার প্রাণের টানে ভক্তের আকুল আহ্বানে গুরুও গিয়া শিষ্যের কাছে হাজির হন। দেহ অনিত্য হইলেও, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অনিত্য নহে।

এতেক কহিয়া চলি গেলা তার ঘরে।
স্বামীকে দেখিয়া শিশু চমকে নেহারে॥
তৃষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে।
দরিদ্রে রতন যেন মিলে হারাইলে॥
দুনয়নে বহে ধারা না পারে কহিতে।
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥

গুরু রামানন্দ নবজাত পুরাতন শিষ্যের গৃহে আসিয়া নিজেই হাজির হইয়াছেন। শিশুর বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই এখনো কিন্তু চমকিত ভাবে অপলকে কি যেন দেখিতে লাগিল রামানন্দের পানে তাকাইয়া! শিশুর মুখে ভাষা না ফুটিলেও অন্তরের ভাব অশ্রুর আকারে দেখা দিল। শিশুর দুনয়নে অবিরাম অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। ভাবগ্রাহী গুরু কি আর ভাষার অপেক্ষায় থাকেন? বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন না করিলেও অন্তরের ভাব সর্ব্বজ্ঞ গুরু সবই বুঝিতে পারেন।

স্বামী তার ভাব বুঝি অন্তরে কান্দয়।
শিরে হস্ত দিয়া বহু আশ্বাস করয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা না করিহ হরি করিবেন দয়া।
অবশ্য তোমারে হরি দিবেন পদছায়া॥

নবজাত শিষ্যের অন্তর্নিহিত ভাব গুরু রামানন্দ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "শীঘ্রই তুমি হরির পদছায়া লাভ করিবে।"

ভগবানের কৃপা পাইতে হইলেও আগে চাই গুরুকৃপা। গুরুকৃপা হইলে তবেই ভক্তকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন ভগবান। এই বিধান যে তাঁহারই।

এতো কহি কর্ণে মহামন্ত্র যে অর্পিলা।
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেলা॥

গুরু রামানন্দ এই জন্মেও শিষ্যকে আবার মন্ত্রপ্রদানে কৃতার্থ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুচিশিষ্যের জন্ম সফল হইল।

ক্রমে ক্রমে সাধু যত হয়তো বর্দ্ধিষ্ঠ।
চন্দ্রবত ভক্তিকলা কালে হয় পুষ্ট॥
দুই জোড়া জুতা প্রতিদিন বানাইয়া।
এক জোড়া দেন নিতি বৈষ্ণব দেখিয়া॥
এক জোড়া বেচি করে দেহ নির্বাহণ।
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বানাইয়া দেন॥

চামারের ছেলে জাতব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই। জাতিতে নীচ হইলেও, ভক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিলেন মুচিশিষ্য। প্রত্যেক দিন দুই জোড়া জুতা বানাইয়া, এক জোড়া সর্বাগ্রে বৈষ্ণব দেখিয়া দান করিয়া অন্য জোড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বৈষ্ণবের ফাটা ছেঁড়া জুতা এমনি মেরামত করিয়া দিতেন বিনা পয়সায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইমত কথোক দিবস গত হৈল।
কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি।
তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি॥
রুইদাস বলি নাম লোকেতে কহয়।
হরির কৃপার পাত্র কেহো না জানয়॥

মুচিশিষ্য রুইদাস আপন গৃহ হইতে কিছু দূরে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া সেখানে শালগ্রাম রাখিয়া গোপনে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কষ্টে স্থষ্টে জীবিকা চলয়ে কোনমতে।
কোন দিন উপবাস না হয় মিলাতে॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে আইলা এক স্পর্শমণি নিঞা॥
রুইদাসে বলে কেনে কড়কা করহ।
স্পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ॥

ভক্তের ব্যথায় ব্যথী ভগবান। রুইদাসের কোনদিন বা আহার জোটে, কোন দিন বা উপবাসীই থাকেন। ভক্তের এই তুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার ইষ্টদেবতা স্থির থাকিতে না পারিয়া এক স্পর্শমণি লইয়া ভক্তের ঝোপড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাজির। ছদ্মবেশী ভগবানকে দেখিয়া রুইদাস বলিলেন—

* * * কে তুমি কোথায় তব ঘর।
প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর॥
পুনঃ কহে তুমি যদি রঘুবর হও।
তবে কেনে নিজরূপ নাহিক দেখাও॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু কহে দেখাইব এবে মণি লও।
তেঁহো কহে পাথর আনিয়া কি ভুলাও॥

ছদ্মবেশে রুইদাসের ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া ভক্তের কুটীর-দ্বারে উপস্থিত। প্রিয়ভক্তের দুঃখ দেখিলে যে ইষ্টদেবতা স্থির থাকিতে পারেন না। রুইদাস ইষ্টদেবতার শ্রীমুখে পরিচয় পাইয়াও বলিলেন, "তুমি যদি আমার ইষ্টদেবতা রঘুবরই হইয়া থাক, তবে নিজরূপে দেখা দাও না কেন?" প্রভু প্রত্যুত্তরে রুইদাসকে বলিলেন, 'আগে স্পর্শমণি গ্রহণ কর। তারপর আমার স্বরূপ দেখাইব।' ভক্ত রুইদাস মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'প্রভু হয়ত স্পর্শমণি দিয়া আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন।'

প্রভু কহে এ পাথর লৌহে ছোঙাইলে।
তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে॥
এতো কহি চামকাটা রাম্পি ছোঙাইল।
দেখিতে দেখিতে রাম্পি সোণার হইল॥
তাহা তেঁহো দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া।
কহেন করিলে কিবা দিলে বিগরিয়া॥
দিন গুজরান মোর ইহাতেই হয়।
তুমি তা করিয়া স্বর্ণ কৈলে অপচয়॥
কে তুমি করিতে আইলে মোরে বিড়ম্বন।
কাজ নাঞি মোর তুমি নিঞা যাহ ধন॥

সেবার কাজ চলিয়া গেলেই ভক্ত কৃতার্থ। বাহুল্য ধনে কি প্রয়োজন? রুইদাস ভগবানের অনুগ্রহে সন্তুষ্টিলাভ করিলেন না। অর্থই যে অনর্থের মূল। বেশ তো দিন গুজরান হইতেছিল। এ আবার ভগবানের কি পরীক্ষা? রুইদাস ভগবৎপ্রদত্ত ঐশ্বর্যকে প্রত্যাখ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। আশঙ্কা, সম্পদ পাইয়া যদি ইষ্টদেবতাকে ভুলিয়া যান। সম্পদে ঐশ্বর্যে যে মানুষের গর্ব-অহংকার বর্দ্ধিত হয়।

প্রভু কহে স্বর্ণ হৈল অপচয় কহ।
তেঁহো কহে কাজ নাঞি তুমি নিঞা যাহ ॥
অর্থে মোর অপচয় সর্ব্বদাই হবে।
রজোগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্ব্বনাশ হবে ॥
তথাচ যতন করি প্রভু গছাইলা।
রুইদাস নিঞা চালে গুঁজিয়া রাখিলা ॥

ভক্ত রুইদাস শত যুক্তি দেখাইলেও. রঘুবরজীও নাছোড়বান্দা। স্পর্শমণি ভক্ত রুইদাসকে গছাইয়া তবে ছাড়িলেন। অর্থে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়, ভক্ত এই জঞ্জাল কেনই বা সংগ্রহ করিবেন? প্রদত্ত স্পর্শমণিকে ভক্ত রুইদাস চালে গুঁজিয়া রাখিলেন। রঘুবরজীর চরণ ছাড়া আর কোন ধনেই যে ভক্ত রুইদাসের বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই।

প্রেমানন্দ-রত্নে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ধায় ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দৃক্‌পাত না করে তাহে অতি তুচ্ছবুদ্ধি ॥
সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশরতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যাঁর সদানন্দ মন ॥

আসল পরশমণির স্পর্শ যিনি পাইয়াছেন, তিনি কি আর প্রাকৃত মণি পাইয়া ভুলিতে পারেন? ভগবানে রতি জন্মিলে অন্য বস্তুতে তুচ্ছবুদ্ধি না আসিয়া পারে না। ভক্ত রুইদাস যে ভগবৎপ্রেমে সর্বদা বিভোর হইয়া আছেন। অষ্টাদশ সিদ্ধিও যে তাঁহার নিকট তুচ্ছ! অর্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসক্তি দেখা দিলে, পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইতেই হইবে। রুইদাস যে প্রকৃত ভক্ত, তাঁহার কেন দুর্মতি হইবে?

এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর ছদ্মবেশে রঘুবরজী প্রিয় ভক্ত রুইদাসের খবরাখবর লইতে পুনঃ আসিয়া তাঁহার ঝোপড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কথোক দিবস পরে পুনঃ প্রভু আইলা।
পুছেন ভক্তেরে স্পর্শমণি কি করিলা॥

ভক্ত রুইদাস স্পর্শমণির কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া অন্য চিন্তাতে যে রুইদাসের রুচিই নাই। যাহা হউক ইষ্টদেবতার প্রশ্নের উত্তরে—

তেঁহো কহে তব সে পাথর আর রাম্পি।
চালে গুঁজি রাখিয়াছি ঘষিগুলা ঝাঁপি॥
বাহির করিয়া কহে এই নিঞা যাহ।
ও গুলা না আন হেথা অন্য কারে দেহ॥

ভক্তের প্রত্যাখ্যানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিরক্ত না হইয়া পুনঃ অন্য কিছু দিতে ব্যগ্র হইলেন। ভক্তবৎসল হরি যে ভক্তের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। এবার আর এক নূতন প্রস্তাব করিলেন প্রভু।

প্রভু পুনঃ কহে এই দুঃখে কেনে মর।
যৎকিঞ্চিত কিছু দেই তাহি অঙ্গীকর॥
তোমার যে ঠাকুর তাঁর আসনের তলে।
পাঁচটি মোহর পাবে নিত্য প্রাতঃকালে॥

অনন্তবিভূতিমণ্ডিত দয়াল ঠাকুরের কি বিভূতির অন্ত আছে? পার্থিব বস্তু দিয়া ভগবান্ ভক্তকে যতই ভুলাইতে চাহিতেছেন, ভক্তও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তের সুদৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মণি-মুক্তা-মোহর সব কিছুই আছে ; কাজেই পৃথক্ মোহরের ত কোন প্রয়োজন নাই !

তেঁহো কহে না না মোর তাতে কাজ নাই।
মোহর পাথর নিঞা দেহ অন্য ঠাঞি॥

ভগবদ্বাক্য অমোঘ। ভক্ত রুইদাস সত্যই রাত্রি প্রভাত হইলে দেখিতে পাইলেন, ঠাকুরের শয্যাতলে পাঁচটি মোহর পড়িয়া রহিয়াছে। মোহরকে মোহর না ভাবিয়া, ভক্ত রুইদাস জঞ্জাল মনে করিয়া টান মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরি মহাসমস্যায় পড়িয়া গেলেন। প্রতিগ্রহ না করায় রঘুবরজী পুনঃ আসিয়া ভক্ত রুইদাসের দুইটি হাত ধরিয়া পাঁচটি মোহর লইবার জন্য বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন।

তবে তেঁহো গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে।
পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে॥
দেখিয়া বড়ই মনে বেজার মানিল।
কহয়ে বড়ই মোর জঞ্জাল হইল॥
টান মারি দূরে ডারি দিল ক্রোধ করি।
পুনঃ প্রভু আইল তাহার কর্ম্ম হেরি॥
ভকতবৎসল হরি ভক্ত-দুঃখ হেরি।
পুনঃ পুনঃ আইসেন রহিতে না পারি॥
পুনঃ আসি কহে তাঁর দুটি হাথ ধরি।
একটি মোহর মোর রাখ অঙ্গীকরি॥
স্পর্শমণি না লইলে না লইলে ভাল।
পাঁচটি মোহর নিত্য লবে মোরে বল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছদ্মবেশী ঠাকুরকে এইবার ভক্ত রুইদাস এক আবেদন জানাইলেন। রুইদাস বুঝিতে পারিলেন না, কে এবং কেন, বারংবার তাঁহাকে এই অনুরোধ উপরোধ করিতেছেন? ভক্তের জন্য এত দরদ কাঁহার, স্বরূপত তিনি কে—জানিবার জন্য ভক্ত রুইদাসের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

সাধু বলে কে তুমি স্বরূপ কহ মোরে।
এতেক যতন কেনে কর মোর তরে॥
তেঁহো কহে আমি তোর রামচন্দ্র হই।
তব দুঃখ নেহারি অন্তরে দুঃখ পাই॥
পুনঃ সাধু কহে যদি মোর প্রভু হও।
স্বরূপ দেখায়ে মোর প্রতীতি করাও॥

ছদ্মবেশী ঠাকুর এবার আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বরূপে দর্শন দিয়া, ভক্ত রুইদাসের মনের ব্যথা বিদূরিত করিলেন। পীতাম্বর নবঘন শ্যামসুন্দররূপ দর্শন করিয়া ভক্ত রুইদাস বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন।

তবে হরি একবার নিজ মূর্ত্তি ধরি।
দেখা দিয়া ভক্তে গেলা অন্তর্দ্ধান করি॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু একবার হেরি।
স্থাবরের ন্যায় রহে অনিমিখ করি॥
চমৎকার চিত্ত জ্ঞানহত হয়ে রহে।
ক্ষণেক সম্বিত পায়ে ইতি উথি চাহে॥
পুনঃ দেখিবারে না পাইয়া চিত্ত ভ্রমে।
ঘুরিয়া বুলয়ে তাপ উঠয়ে মরমে॥
উচ্চস্বরে কান্দে কি দেখিনু আহা মরি।
হেন রূপ আর কি আছয়ে জগভরি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পীতাম্বর নবঘন শ্যামলসুন্দর।
কি দেখিনু অপরূপ সুন্দর অধর॥
একবার কি দেখিনু আর দেখি নাঞি।
কি দোষ করিনু মুঞি বিধাতার ঠাঞি॥
দিয়া ধন হৃদে হৈতে কাঢ়িয়া লইল।
এ-হেন রতন পায়্যা বঞ্চিত হইল॥

বিদ্যুচ্চমকবৎ দর্শন পাইয়া ভক্ত রুইদাসের অর্দ্ধবাহ্যদশা সমুপস্থিত হইল। কখনও বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া যান, কখনও বা বাহ্যদশা ফিরিয়া আসে। সব অবস্থাতেই তাঁহার মুখে এক বুলি, আমি কি হেরিলাম! সেই অপরূপ রূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল তাঁহার। মনে কেবলই আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন প্রভুকে আমি বারংবার প্রত্যাখ্যান করিলাম। কৃপার দানকে অস্বীকার করিবার দুর্মতি কেন হইল আমার?

পুনঃ পুনঃ কহে মোরে মুঞি তোর প্রভু।
প্রত্যয় না কৈনু মুঞি না বুঝিল তভু॥
তখন এমত যদি বুঝিতাম মনে।
ছাড়িয়া নাহিক দিতাম ধরিয়া চরণে॥
স্পর্শমণি আদি দিতে চাহিলেন মোরে।
বাক্যের হেলন তাঁর কৈনু বারে বারে॥
বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চনা করিলে।
নহে কেনে দেখা দিয়া পুনঃ লুকাইলে॥
আজ্ঞা হৈল অর্থ লৈতে বিচার করিল।
তবে সেই পঞ্চ স্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতেক বিলাপ করি সম্বরণ কৈল।
স্বর্ণ নিঞা কি করিব মনে বিচারিল ॥

ইষ্টদেবতার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের পর রুইদাসের মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। দয়াল শ্রীরামচন্দ্র যাচিয়া সাধিয়া কৃপা করিয়াছেন। এখন আর প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকৃতির ত কোন প্রশ্ন নাই। প্রত্যহ পাঁচটি মোহর লইয়া কি করিবেন, ভক্ত রুইদাসের মনে কেবল তাহারই জল্পনা-কল্পনা চলিল। বিলাপ সংবরণ করিয়া ভক্ত রুইদাস এবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বারংবার ইষ্টদেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিবার দুঃখ তাঁহাকে কাতর করিয়া ফেলিল। এবার আর প্রত্যাখ্যান নহে, ইষ্টের চরণে ভক্ত রুইদাস সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। এখন ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত হইলেন তিনি।

ঠাকুররের মন্দির আর ভোগের শৃঙ্খলা।
করিলা হইল বহু বৈষ্ণবের মেলা ॥
সদা গান বাদ্য নৃত্য যাত্রা মহোৎসব।
কৃষ্ণকথা বিনে আর নাহি অন্য রব ॥
স্বয়ং শ্রীল রামচন্দ্র ভোজন করয়।
যাথে স্থান দেখি মাত্র চমৎকার হয় ॥

ভগবানের অযাচিত কৃপার দান পাঁচটি মোহর প্রতিদিন তাঁহারই সেবাকার্য্যে নিয়োজিত হইতে লাগিল। শ্রীগুরুভগবৎসেবাতেই ধন-রত্নের সার্থকতা। এবার ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের জন্য সুন্দর মন্দির নির্মিত হইল, ভোগরাগের সুব্যবস্থা হইল। বৈষ্ণবসেবা এবং মহোৎসবও পরিপাটী সহকারে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এবার ভক্ত রুইদাসের আনন্দের সীমা নাই। রঘুবরজীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন তাঁহারই প্রিয় ভক্ত রুইদাস। এবার আর ইষ্টদেবতার অন্তর্দ্ধান বা অদৃশ্য হওয়ার পথ রহিল না; নবঘন শ্যামলসুন্দর মন্দিরে বসিয়া প্রত্যহ ভোগ-রাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভক্তের ভক্তিডোরে ভগবান্ বাঁধা পড়িলেন।

এবার ভক্তকে দিয়া জীবোদ্ধার-লীলা করিবার জন্য ভগবানের ইচ্ছা হইল।

ঝালি নামে এক রাণী দীক্ষা নাহি হয়।
গুরুর পরীক্ষা-চেষ্টা সদাই করয় ॥
কাশীর নিকটে রুইদাস ভাগবত।
গুরু রামানন্দ-শিষ্য পরম মহত ॥
দরশনে গেলা রাণী শুদ্ধভক্তিভাবে।
দরশন মাত্রেই রাণীর চিত্ত দ্রবে ॥
সেবক হইতে চিত্তে শ্রদ্ধা জনমিল।
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ বারণ করিল ॥

গুরু রামানন্দের শিষ্য মুচি রুইদাস এখন পরম ভাগবত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহার কথা শুনিয়া ঝালি নাম্নী এক রাণী দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভক্তপ্রবর রুইদাসকে দেখিয়া রাণীর চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া গেল। তাঁহার পদাশ্রয় লইবার জন্য রাণী স্থিরসঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে তার্কিক ব্রাহ্মণগণ রাণীকে মুচির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন।

মুচির সন্তান-স্থানে দীক্ষা যে করিবে।
লোক-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এ কেমন হইবে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিতা স্ববুদ্ধি রাণী কহে বিপ্রগণে।
কি কহিলে বিপরীত মুচির সন্তানে॥
আজন্ম তোমরা কর ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান।
কহ দেখি নিজ ত্রাণের কি কৈলে বিধান॥
স্বধর্ম্ম যাজন কর অধর্ম্মের ভয়ে।
না হয় অধিক হবে স্বর্গের বিষয়ে॥
অনিত্য সে তাহাও যে স্ববুদ্ধি দুর্ল্লভ।
বড় ফল করি মানো কৈবল্য অভব॥
সেহো মুক্তি ভুক্তি ধর্ম্ম হরির ভকত।
সাক্ষাতে আইলে নাহি কর্য়ে দৃক্‌পাত॥

রাণীর প্রতি গুরুর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই তার্কিক ব্রাহ্মণগণকেও কয়েকটি খাঁটী কথা শুনাইয়া দিলেন তিনি। তার্কিক ব্রাহ্মণগণ মুখে ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও, অন্তর তাঁহাদের রিক্ত—হাহাকারে পূর্ণ। হরিভক্তের নিকট কৈবল্যেরও কোন মূল্য নাই, স্বর্গকামনা তো অতীব তুচ্ছ। মুক্তি-মোক্ষবাঞ্ছা হরিভক্তের নিকট অগ্রাহ্য। তার্কিক ব্রাহ্মণগণ না হয় মুক্তি-মোক্ষকামী। হরিভক্তকে নীচ বলায় রাণীর মনে বড়ই দুঃখ হইল। নীচ কাহাকে বলে ব্রাহ্মণগণ তাহাও জানে না। ব্রাহ্মণগণকে উদ্দেশ করিয়া তাই রাণী বলিলেন—

নীচ যে কহিলে অতি অনুচিত এহ।
শাস্ত্র দূরে থাকু যুক্তি করিয়া বুঝহ॥
পরাৎপর জগন্নাথ পরম ঈশ্বর।
যে চরণে গঙ্গা হৈল ত্রৈলোক্যের সার॥
তাঁর শ্রীচরণে যেই হৃদয়ে ধরয়।
তারে নীচ কহিলেই অপরাধী হয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ পবিত্র জাতি হইয়া কি পায়।
নীচ জাতি হরিভক্তে কিনা লভ্য হয় ॥
স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্ম মৃত্যু হয়।
পুনর্ব্বার নীচ আদি কুলেতে জন্ময় ॥
নীচ জাতি হরিভক্ত পুনঃ না জন্ময়।
ব্রহ্মার প্রার্থনা যাহা হেন পদ পায় ॥
অপূর্ণ ভজনে যদি জনমিতে হয়।
উত্তম জনম পাঞা সাধুমার্গ পায় ॥
অতএব হরিভক্ত চণ্ডাল যে হয়।
ভুবন-পাবন সেহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
বেদে শাস্ত্রে এ প্রমাণ অনুভব সবে।
সাধারণ নাহি হয় রজের প্রভাবে ॥
রজঃ আর তমের যে এমতি প্রভাব।
দেখিয়াও প্রত্যক্ষে না হয় অনুভব ॥

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কোথায় রাণীকে সৎপরামর্শ এবং সৎশিক্ষা দিবেন, না ব্যাপার হইল তাহার বিপরীত। রাণীর শ্রীমুখ হইতে এমন সব যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বকথা বাহির হইল যে, ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হরিভক্ত যদি নীচ জাতিও হয়, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হইল ভগবদ্ভক্তি। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবানে রতি-মতি না হইলে সেই জন্মই যে বৃথা। পাণ্ডিত্য এবং তর্কবুদ্ধি এক কথা, আর ভগবানে অনুরাগ অন্য কথা। গুরু রামানন্দের শিষ্য রুইদাস যে পরম ভাগবত। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শনদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তকে যে নীচ বলিয়া সম্বোধন করে, সে-ই ভগবানের নিকট অপরাধী হয়। বিদ্যামদে এবং ধনমদে মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। ভক্তের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাদের চৈতন্যসঞ্চার হয় না। যাহা হউক, তার্কিক ব্রাহ্মণগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া ভক্তিমতী রাণী পরমভাগবত রুইদাসের চরণে আশ্রয় লইয়া কৃতকৃতার্থা এবং ধন্যা হইলেন।

এতো কহি রাণী গিয়া রুইদাস স্থানে।
শরণ লইয়া মন্ত্র করিলা গ্রহণে ॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরাত হৈল।
অনেক জন্মের ভাগ্যফল যে ফলিল ॥

উন্নত আধার রাণীর, পরমভাগবতের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভে ধন্যা হইলেন তিনি। রাণীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার সাহস ব্রাহ্মণদের নাই, তাহারা কেবল নিজেদের মধ্যে কাণাকাণিই করিতে লাগিল রাণীর দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপার লইয়া।

রাণীকে ব্রাহ্মণ কিছু কহিবারে নারে।
পরস্পর সব বিপ্র কাণাকাণি করে ॥
একদিন ঝালি রাণী গুরু রুইদাসে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল নিজ বাসে ॥
কথোগুলি ব্রাহ্মণ করিয়া নিমন্ত্রণ।
এক পংক্তি বসাইলা করিতে ভোজন ॥
বিপ্রগণ তাহা দেখি উকিঝুকি করে।
মুচিসহ কেমনে বসিবে একত্তরে ॥
রুইদাস-পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
সেখানেও রুইদাস বসিয়াছে পাশে ॥
পুনর্ব্বার তথা হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
পুনঃ দেখে রুইদাস বসিয়াছে পাশে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন এক ম্যাজিকের মত ব্যাপার ঘটিল। ভক্তিমতী রাণী তাঁহার গুরুদেব রুইদাসকে নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মণকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। রাণীর নিমন্ত্রণ পাইয়া ব্রাহ্মণগণ ধনরত্ন পাওয়ার লোভে আনন্দিতই হইলেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, এক সঙ্গে রাণী তাঁহার মুচিগুরু রুইদাসকেও আমন্ত্রণ করিয়াছেন। গুরু রুইদাসের সঙ্গে একপংক্তিতে ভোজনের ব্যবস্থা হইল। মুচির সঙ্গে একত্র ভোজন করিতে হইবে বলিয়া ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কি মুস্কিল! স্বধর্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ রুইদাসের নিকট হইতে যত দূরে সরিয়া বসেন, ততই দেখেন রুইদাস পাশেই রহিয়াছেন।

এই মত পরস্পর সভাই দেখয়।
বিব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয়॥
একি হৈল পাপ আজি মুচির সহিতে।
একপংক্তি বসি বুঝি হইল খাইতে॥
এমত্তি তমের ধর্ম্ম বুঝিয়া না বুঝে।
অলৌকিক দেখিয়া তথাপি নাহি সুঝে॥

এত অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াও ব্রাহ্মণগণের কিছুতেই চৈতন্যোদয় হইল না। ভগবানের প্রত্যক্ষ বিভূতি দেখিয়াও তার্কিক ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচৈতন্য হইল না। হইবেই বা কেমন করিয়া? ভক্তের কৃপাদৃষ্টি না পড়িলে কি তামসিক প্রকৃতির মনুষ্যদের জ্ঞানসঞ্চার হয়?

বিভু নিজ ভক্তের মহিমা প্রকাশিতে।
নানা খেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে॥
রাণী সেই রঙ্গ দেখি মুচকিয়া হাসে।
অভিমানী বিপ্রগণ না জানে বিশেষে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের অলৌকিক লীলা-রহস্য বুঝিতে সক্ষম একমাত্র তাঁহারই প্রিয় ভক্ত। অভিমানী বিপ্রগণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বুঝিবেই বা কেমন করিয়া? বুঝিতে দিলে তো! বুদ্ধিযোগদাতাও যে তিনি।

ভোজন করিয়া সভে উঠিলেন পরে।
স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া সাধুবরে॥
চামর ব্যজন রাণী করে নিজ করে।
বিপ্রগণ আরো কিছু চমৎকার হেরে॥
রুইদাস-অঙ্গে তেজ ঝলমল করে।
স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীত শোভয়ে স্কন্ধোপরে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল।
উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল॥
কাশীবাসী বিপ্রগণ জ্ঞানমার্গী হয়।
বৈষ্ণব যে সেব্য তার মর্ম্ম না জানয়॥

ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্য ভগবান আর এক বিভূতি প্রকাশ করিলেন। মুচিভক্ত রুইদাসের গলদেশে উপস্থিত সকলেই স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। এত দেখিয়াও কাশীবাসী জ্ঞানমার্গী বিপ্রগণের চৈতন্যোদয় হইল না। বৈষ্ণবের মহিমা জ্ঞানাভিমানীর ত বুঝিবার ক্ষমতা নাই। বিপ্রগণ এত দেখিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। লালদাসজীর সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বলি, 'কবে শ্রীমান রুইদাসের মত এবং শ্রীমতী রাণীজীর মত গুরু-শিষ্যের দর্শনলাভে নারকীয় জীবন ধন্য হইবে।'

শ্রীমান রুইদাস শ্রীমতী রাণীজীর।
চরণ ভরসা লালদাস নারকীর॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয়ভক্ত হয়

ভগবান্ ভক্তিবশ। শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ক্ষমতা একমাত্র ভক্তিরই আছে। ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহাকেই বলে ভক্ত। ভক্তিমাখা পত্র, পুষ্প, ফল, জল—ভগবান সাদরে গ্রহণ করেন। অনাদরে প্রদত্ত বস্তুতে তিনি সন্তুষ্ট হন না। ভাবগ্রাহী দেখেন ভক্তের আন্তরিক ভাবটি। আড়ম্বর-ঐশ্বর্য্যে তিনি ভুলেন না। ভক্তনিবেদিত শাকান্নেও তিনি পরিতুষ্ট হন, আবার অহঙ্কারী রাজসিক ভক্তের আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ রাগেও তিনি তৃপ্ত হন না। দরিদ্র সুদামাবিপ্রের চিপিটক খাইতে তিনি ব্যাকুল, আবার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় পাইয়াও তিনি উদাসীন। ভক্তপ্রদত্ত যে কোন বস্তুই হউক না কেন, তাহাতে ভগবান বেশী প্রীত হন। দীন-দরিদ্র ভক্তের উপহারকে সাদরে গ্রহণ করেন তিনি। রাজা-জমিদারপ্রদত্ত উপকরণে যত না সন্তুষ্ট হন ভগবান্, দীন-দরিদ্র ভক্তের সামান্য উপকরণেও তদপেক্ষা বেশী প্রীত হন তিনি। অন্তর্য্যামী ভগবানের নিকট বস্তু বড় নহে; বড় অন্তরের অকপট ভাব। আজ ভক্ত ত্রিপুরদাসের দিব্য চরিত্র আলোচনা করিয়াই আমরা ধন্য পবিত্র হইব।

শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস নামেতে কায়স্থ।
একান্ত শ্রীনাথজীর পদে মন ন্যস্ত ॥
মুহুরিয়া পাতসা সরকারে ধনবান।
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-অর্থে সকলি লোটান ॥
শীতকাল হৈলে গোবর্দ্ধনে নাথজীর।
জড়াও অনেক বস্ত্র দেন ভক্ত ধীর ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শালু পটু বনাত রেজাই নানামতে।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিমতে॥

ত্রিপুরদাস নামে এক ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। বাদশাহের সরকারে মহুরীর কাজ করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেন তিনি। ধনমদে গর্ব্বিত না হইয়া ভক্ত ত্রিপুরদাস কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সব ব্যয় করিয়া দিতেন। শ্রীনাথজীর চরণে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। শীতকালে শ্রীনাথজীর জন্য অনেক বস্ত্র দিতেন তিনি। এক এক দিন ভক্তপ্রদত্ত বস্ত্র দ্বারা এক এক রূপে সজ্জিত করিতেন শ্রীনাথজীর সেবাইতগণ।

কথোদিন পরে সেই ত্রিপুর কায়স্থ।
ধনশূন্য হইয়া হইল অসমর্থ॥
কিছুমাত্র নাহি অর্থ খাইতে না পান।
তথাচ জড়াও নাথজীর অঙ্গে দেন॥
পরে এক বৎসর যে শীতের সময়।
কিছুই সঙ্গতি নাঞি ভাবেন উপায়॥
গৃহে গিয়া নিজ ঘরে চৌদিকে নেহারে।
কিছু না দেখিয়া সাধু ফাঁপর অন্তরে॥
পিতলের দোয়াইত একটি আছিল।
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চলিল॥
একটি যে মুদ্রা তাহা বেচিয়া পাইল।
তাহে একখানি মোটা বসন কিনিল॥
কিঞ্চিৎ কুসুমী রং করিয়া তাহাতে।
লইয়া চলিল সাধু কান্দিতে কান্দিতে॥
সুকুমার সুন্দর শ্রীনাথজী আমার।
কেমনে এমন বস্ত্র অঙ্গে দিব তাঁর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষোভিত হইয়া বস্ত্রখানি লৈয়া দিলা।
ঠাকুরের ভাণ্ডারি তা লইয়া রাখিলা॥
আর আর বড় বড় মনুষ্য অনেক।
জড়াও আনিয়া দিছে শালাদি যতেক॥
তাহার বেঠন করি বান্ধিয়া রাখিল।
ভাল ভাল বস্ত্র নাথজীকে পরাইল॥

এখন আর আগের মত অবস্থা নাই ত্রিপুরদাসের। বলিতে কি, তিনি এখন নিঃস্ব দরিদ্র। কোন দিন অন্ন জোটে, কোন দিন বা জোটে না। দরিদ্র হইয়া পড়িলেও মনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্ববৎই আছে। প্রতি বৎসর শ্রীনাথজীকে বস্ত্র দেওয়া চাই-ই। এখন আর দামী শাল বা বেশী মূল্যের বস্ত্র দেওয়ার সামর্থ্য নাই তাঁহার। এবার ঘরের একটি পিতলের দোয়াত বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন, তাহা দ্বারা একটি মোটা বস্ত্র কিনিয়া ঈষৎ কুসুমী রং করিয়া শ্রীনাথজীকে দিয়া আসিলেন মনের দুঃখে। ভাল ভাল বস্ত্র থাকিতে ত্রিপুরদাসের মোটা বস্ত্র সেবাইতগণ কেনই বা পরাইবেন ঠাকুরকে? ভাণ্ডারী ত্রিপুরদাসের বস্ত্রে অন্যান্য মূল্যবান্ বস্ত্র বান্ধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিলেন। উৎকৃষ্ট শাল-বনাতাদি শ্রীনাথজীর অঙ্গে জড়াইয়া দেওয়া হইল।

সে রাত্রে গোসাঞিজীকে নাথজী কহিল।
মোর অঙ্গে শীত নিবারণ না হইল॥
তাহা শুনি গোসাঞি শাল পাগড়ী যতেক।
পরাইল যতনেতে শ্রীঅঙ্গে কতেক॥
তথাচ না যায় শীত পুনরপি কহে।
শত বস্ত্র দিলে শীত নিবারণ নহে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিপুরদাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে।
সে বস্ত্র নহিলে শীত নিবারণ নহে ॥

ভাল ভাল মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ জড়ানো সত্ত্বেও শ্রীনাথজীর শীত নিবারণ হইল না। ত্রিপুরদাসের বস্ত্র চাই। শ্রীনাথজী সেবাইত গোসাঞিকে প্রত্যক্ষ ভাবে আদেশ দিলেন, "ত্রিপুরদাসের বস্ত্র ব্যতীত তাঁহার শীত নিবারণ হইবে না।"

এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি চিন্তিয়া।
ভাণ্ডারে গোমস্তা স্থানে গেলেন ধাইয়া ॥
যাইয়া কহেন এ বৎসর ঠাকুরের।
জাড়াও না পঁহুছে কি ত্রিপুরদাসের ॥
ত্রিপুরদাসের বস্ত্র বিনে নাথজীর।
শীত নিবারণ নহে হইল অস্থির ॥
গোমস্তা শুনিঞা ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসিলা।
ভাণ্ডারী কহয়ে এই মোটা বস্ত্র দিলা ॥
লজ্জায় তোমার স্থানে নাহি দেখাইলা।
আমি তাহা অন্য বস্ত্রে বেষ্টন করিলা ॥

গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গোসাঞিজী আসল তথ্য জানিতে পারিলেন। ত্রিপুরদাস আগে কত মূল্যবান বস্ত্র দিতেন শ্রীনাথজীকে, এইবার তাঁহার প্রদত্ত বস্ত্র এত সাধারণ এবং মোটা যে তাহা শ্রীনাথজীর অঙ্গে দেওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই অন্য বস্ত্রের বেষ্টনীরূপে ত্রিপুরদাসের বস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধারণ ভাণ্ডারী ভগবানের মন বুঝিবে কেমন করিয়া? তাহার সেই বিশুদ্ধা ভক্তি থাকিলে ত? সে যাহা তুচ্ছ বলিয়া অন্য কাজে ব্যবহার করিয়াছে, ভগবানের যে তাহাকেই অঙ্গভূষণ করার অভিপ্রায়। পূর্ব্বের মত অবস্থা থাকিলে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ত্রিপুরদাস শ্রীনাথজীকে এইরূপ মোটা বস্ত্র দিতেন? ভক্তের মনোব্যথা ভাণ্ডারীর উপলব্ধির বিষয় নহে, বুঝিয়াছেন ত্রিপুরদাসের অভীষ্টদেবতা শ্রীনাথজী। শীতকালে ত মোটা বস্ত্রেরই প্রয়োজন বেশী।

শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয় ভক্ত হয়।
মহান-মহিম তাঁকে সকলে কহয়॥
দন্তে জিহ্বা কাটি তবে গোমস্তা কহয়।
হা হা কি করেছ কর্ম্ম অনুচিত হয়॥
শীঘ্র লইয়া আইস তাহাতেই কাম।
সেই যে সকল সার সেই অনুপাম॥
মোটা যে বসন সেহ জগতে উৎকৃষ্ট।
শাল পাগড়ি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ॥

গোসাঞিজী গোমস্তাকে অবিলম্বে ত্রিপুরদাসের সেই মোটা বস্ত্র আনিবার আদেশ দিলেন। ভগবানের অভিপ্রেত বস্তুর মূল্য যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বহুমূল্যবান শাল-পাগড়িও যে শ্রীনাথজীর নিকট উৎকৃষ্ট নহে। ভক্তপ্রদত্ত তুচ্ছ জিনিষও যে মহামূল্যবান এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মোটা বস্ত্র যে কত দরদ-প্রীতি-সমাদরমাখা তাহা তো কেহই জানে না!

শ্রদ্ধায় বিনাট সিঞ্চে দিয়া ভক্তি-ধাগা।
প্রেমরসে কষায়িত অনুরাগে রাঙ্গা॥
নয়ান-জলেতে ধোয়া উৎকণ্ঠা-আতপে।
শুষ্ক হইল যার কিরণের তাপে॥
এক সেই বস্ত্র আর গোপী-স্তনদ্বয়।
তাহা বিনে শীত নিবারণ নাহি হয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিপুরদাসের বস্ত্র তো আর যে-সে বস্ত্র নহে! ভক্তিসূত্রদ্বারা শ্রদ্ধায় এই বস্ত্র সেলাই করা। প্রেমরসে এই বস্ত্র বিধৌত করিয়া অনুরাগে রাঙ্গা করা হইয়াছে। ভক্তের নয়ন-জলে ভিজিয়া আবার উৎকণ্ঠা-আতপে এই বস্ত্র শুষ্ক হইয়াছে। কাজেই ত্রিপুরদাসের প্রদত্ত বস্ত্রের মত আর কোন্ বস্ত্রই বা ভগবানের এত প্রিয় মনোনীত হইবে? সত্যই ভক্তপ্রদত্ত বস্ত্র অপ্রাকৃত দিব্য। ত্রিপুরদাসের উৎকণ্ঠা যে কতখানি, সাধারণ লোক তাহা কি বুঝিবে? প্রতিবৎসর যেখানে মূল্যবান বস্ত্র দেওয়া হইত, আজ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াই না এই মোটাবস্ত্র শ্রীনাথজীর অঙ্গে জড়াইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরদাসের চোখের জল তো এই বস্ত্রে পড়িবেই। তারপর এই বস্ত্র ভগবান গ্রহণ করিবেন কিনা সে-ও তো উৎকণ্ঠার বিষয়। ভক্তের চোখের জলে অভিষিক্ত বস্ত্র আর কোনটি আছে কি? ভক্তির অশ্রুতে যে এই বস্ত্র বিধৌত—পবিত্র। ভগবানের নিকট এই বস্ত্রের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

তবে সেই বস্ত্রখানি আনিঞা ঝাড়িয়া।
নাথজীর শ্রীঅঙ্গে দিলেন জড়াইয়া॥
তখন যতেক শীত নিরারণ হৈল।
মহামহোৎসব মঙ্গলাচরণ কৈল॥
সেই যে ত্রিপুরদাস তাঁর অনুদাস।
জন্ম জন্ম লালদাস হৈতে করে আশ॥

ত্রিপুরদাসের বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেওয়াতে শ্রীনাথজীর শীতকষ্ট নিবারিত হইল। আনন্দে সেবাইতগণ মহামহোৎসব করিলেন। ত্রিপুরদাসের মত প্রিয়ভক্তের দাসানুদাস হইতে কাহার না আকাঙ্ক্ষা হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণকুমার

পতিতোদ্ধারই ভগবানের কাজ। দুষ্কৃতিকারীও জন্মান্তরীণ সুকৃতি-বশে ভগবানের কৃপালাভ করে। সৎসঙ্গে মানুষের সুমতি হয়, আবার অসৎসঙ্গে কুমতি দেখা দেয়। সঙ্গের উপর সব নির্ভর করে। মানুষ স্বরূপত ভগবানের দাস। খারাপ বা মন্দটা আগন্তুক, নতুবা কোন মানুষই স্বরূপত খারাপ নহে। মহাজনের সঙ্গলাভে বদ্ লোকও ভাল হইয়া যায়, আবার কুসঙ্গে পড়িয়া ভাল মানুষও খারাপ হইয়া যায়। সঙ্গের প্রভাব অমোঘ। এই জন্যই দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। সঙ্গ বন্ধনের কারণ হইলেও, সৎসঙ্গ দ্বারা অনিষ্টলাভের কোন আশঙ্কা নাই। সঙ্গ যদি করিতেই হয়, তবে সৎসঙ্গই করা একান্ত কর্ত্তব্য। মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় সৎসঙ্গের দ্বারা। কুসঙ্গে মানুষ অধঃপতিত হয়। ব্রাহ্মণকুমার অজামিলের কি ভাবে অধঃপতন হইয়াছিল, ভক্তমালবর্ণিত বিবরণ অবলম্বনে তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত অধর্ম্ম অপার॥
গো-ব্রাহ্মণ সহস্রহা মদ্যপ মাংসাশী।
ব্যাধের আচারে করে হত্যা রাশি রাশি॥
গৃহ-স্ত্রী-ত্যাগী বেশ্যাসনে বনে বাস।
তাহে চারিপুত্র এক গর্ভেতে নিবাস॥
দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা।
অজামিল আতিথেয় তুষ্টে কহি দিলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃসময় কাটিয়া যাওয়ার সময় হইলে সাধু-সন্তেরও আবির্ভাব হয়। অজামিল ব্রাহ্মণকুমার হইয়াও সঙ্গদোষে দস্যু-লম্পটে পরিণত হইয়াছিল। আপন স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অজামিল বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বেশ্যার গর্ভে অজামিলের চারিটি পুত্র জন্মিয়াছিল। এইবার আবার তাহার স্ত্রী অন্তঃসত্বা। এই অবস্থায় দৈবাৎ এক সাধু-অতিথি আসিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত।

অহো অজামিলের ত্রাণ উন্মুখ হইল।
ভাগ্যবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল॥
পত্নী তাঁর ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল।
সাধু তবে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখী দয়া উপজিল।
তাহার মঙ্গল কিছু মনে বিচারিল॥
কৃষ্ণনাম উপদেশ ইহারা না লবে।
কেমতে এ হেন পাপী উদ্ধার হইবে॥
ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা।
বিনয়ে বেশ্যার স্থানে কহিতে লাগিলা॥
ভোজন করাঞা মোরে তুষ্ট কৈলে যেবা।
তেমতি আমার এক নেহোরা রাখিবা॥
তোমার গর্ভেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে।
নারায়ণ বলি তার নামটি রাখিবে॥

অজামিলের পরিত্রাণ অবশ্যম্ভাবী, তাই তাহার বাড়ীতে সাধুসমাগম হইয়াছে। অতিথিকে অজামিলের বেশ্যাপত্নী খুবই সেবা-যত্ন করিল। তাহার মুখে পারিবারিক সব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাধুর মনে দয়া উপস্থিত হইল। পরদুঃখে বিচলিত সাধু-অতিথি বেশ্যাপত্নীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, আমার একটা কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। এইবার তোমার গর্ভে যে পুত্রসন্তান আছে, ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম রাখিবে নারায়ণ। সাধু-অতিথি বিচার করিয়া উদ্ধারের একটি সহজ পন্থা আবিষ্কার করিলেন। দস্যু—বেশ্যাসক্ত অজামিলকে ভজনের উপদেশ দিলে কোনই ফল হইবে না, কেননা, তাহার মন সর্ব্বদা কুচিন্তায় নিরত। ভাবী পুত্রের নামকরণের মাধ্যমে তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিলেন সাধু-অতিথি। বাজে নাম না রাখিয়া ভগবানের একটি নাম অর্থাৎ নারায়ণ নাম রাখিতে নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন তিনি। নামে ত মুক্তি হয়ই, এমন কি নামাভাসেও মুক্তি হয়। অবজ্ঞায়, অবহেলায় নাম না জানিয়াও যদি ঔষধসেবন করা যায়, তাহা দ্বারা যেমন রোগ আরোগ্য হয়, তেমনি ভগবানের নাম ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, রুচিতে অরুচিতে, শ্রদ্ধায়, অশ্রদ্ধায় যে ভাবে করা যাক না কেন সুফল দেখা দিবেই। বস্তুশক্তি বা বস্তুগুণ ক্রিয়া করিবেই। নামকরণ একটি পুণ্য এবং শুভকর্ম্ম। পূর্ব্বে সন্তান-সন্ততির নাম রাখা হইত ভগবন্নামে। অর্থহীন নাম রাখার কোন সার্থকতা নাই। নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে একটি ভাবের উদয় হয়। পতিতোদ্ধারের একটি সহজ উপায় বাৎলাইয়া দিলেন সাধু-অতিথি।

বেশ্যা হাসি হাসি কহে ইথে কি লাগিব।
ভাল ভাল ঐ নাম অবশ্য রাখিব॥
হাস্যরূপে সেদিন হৈতে সেই নাম দিল।
সাধু-দরশন-সুধা বিধাতা সিঞ্চিল॥

অতিথি-সাধুর কথায় অজামিলপত্নী পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখা হইবে স্বীকৃতি দিল। সাধুদর্শনের ফল বৃথা হইল না। এই সামান্য নাম-করণের ভিতর দিয়া মুক্তির বা পরিত্রাণের সুব্যবস্থা হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথোদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।
পিতা-প্রিয়তম দেহ পীড়িত আছিল॥
নারাযুক্ত হেতু পুনঃ নারায়ণ নাম।
দুই করে লয়ে পুত্রে রাখে অবিরাম॥

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু অজামিল তখন পীড়িত অসুস্থ। অন্তিম সময় উপস্থিত তাহার। পাপিষ্ঠকে লইবার জন্য যমদূতেরা আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে।

মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ডপাশ লঞা।
ঘেরিল আসিয়া সব পাপিষ্ঠ জানিঞা॥
ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ।
সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন॥

যমদূতের ভয়ে অজামিল নিজপুত্র নারায়ণকে ডাকিতে আরম্ভ করিল। ওষ্ঠস্পন্দনে নারায়ণ নাম হওয়ায়, তাহার ভয়-ভীতি সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হইয়া গেল। ভগবানের নামে যম-যাতনাও দূরীভূত হয়। ইহাই নামের মাহাত্ম্য। হেলায়-খেলায় ভগবানের নাম নিলেও উপকার হয়, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে নিলে তো কথাই নাই। পুত্রজ্ঞানে নারায়ণ নাম উচ্চারিত হইলেও, নামের মাহাত্ম্য যাইবে কোথায়?

শ্যামলসুন্দর দুই বৈকুণ্ঠের দূত।
হা হা হরিভক্তে দণ্ডে এ কি অদ্ভুত॥
বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে।
গদার প্রহার আর তাড়ন ভৎর্সনে॥
অস্ত দন্ত কার কার হস্তপদ ভাঙ্গি।
কহিতে লাগিলা অরে মূঢ়মতি ঢঙ্গি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্পাপ নির্গুণ অজামিল মহামতি।
এ হেন জনেরে দণ্ড কি তোর শকতি ॥

রূপে বৈকুণ্ঠের দূতগণও দেখিতে নারায়ণতুল্য। যেই অবশে অজামিলের কণ্ঠ হইতে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারিত হইল, তৎক্ষণাৎ শ্যামলসুন্দর দুইজন বৈকুণ্ঠের দূত আসিয়া হাজির হইলেন। যমদূতগণকে মারিয়া ভর্ৎসনা করিয়া বিতাড়িত করিলেন বৈকুণ্ঠের দূত দুইজন। যমদূতগণ বলিতে লাগিল—

ধর্ম্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও।
অপমান কর আর পাপীরে ছুটাও ॥
তেঁহো কহে তোর ধর্ম্মরাজ কি এমতি।
ধর্ম্ম তো সে নাহি জানে অহঙ্কারমতি ॥
জন্মিয়া যে একবার ডাকে নারায়ণে।
তারে পাপী কহে তবে কি ধর্ম্ম সে জানে ॥

যমদূত আর বিষ্ণুদূতে বচসা আরম্ভ হইয়া গেল। যম ধর্ম্মরাজ, পাপের শাস্তিবিধান করাই তাঁহার কাজ। যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণকে বলিতে আরম্ভ করিল "তোমরা কে হে বাপু! পাপীকে প্রশ্রয় দিতেছে?" বিষ্ণুদূতগণ আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "তোমাদের ধর্ম্মরাজের বিচার তো খুব ভাল! অহঙ্কারকলুষিত দাম্ভিক ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের রহস্য কি জানে? ভগবানের নাম যিনি মুখে উচ্চারণ করেন, তিনি কি করিয়া পাপী হইতে পারেন?"

ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া।
কান্দিয়া কহয়ে দণ্ডপাশ আছাড়িয়া ॥
কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার।
ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যমদূতগণ ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিতি হইয়া অশ্রুসজল আঁখিতে নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশা-লাঞ্ছনার কথা জ্ঞাপন করিল। "এইবার আর ধর্ম্মরাজের বিধান খাটিবে না। পাপীর সাজা হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা অক্লেশে মুক্ত হইয়া যাইবে।"

ধর্ম্মরাজ কহে দূত কি অন্যায় হৈল।
দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল ॥
অজামিল মহাপাপী নাহি পুণ্যলেশ।
তোমা লঙ্ঘি তারে লঞা গেল কোন্ দেশ ॥
কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয়।
পুত্রকে ডাকিল সেই নাম অনুযায় ॥
হেনকাল দুই মহাপুরুষরতন।
নবঘন জিনি রুচি কমল-নয়ন ॥
আসি মাত্র কৈল তার বন্ধন-মোচন।
মো-সভার গতি এই দেখ বিদ্যমান ॥

'অজামিল মহাপাপী, তাহাকে আমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল দুই মহাপুরুষরত্ন। তাহারা আসিয়া আমাদের কি দশা করিল, প্রত্যক্ষ তাহা দেখিতেই পাইতেছ। এই ভাবে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে, তোমার শাসন বা বিধানের কি মূল্য রহিল?' যমদূতগণ ধর্ম্মরাজের নিকট এইভাবে তাহাদের মনোব্যথা ব্যক্ত করিল।

ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ হর্ষ-ভয় পাইল।
ক্ষণকাল মৌনে স্তব্ধ হইয়া রহিল ॥
কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য স্বরভেদ।
প্রেমের বিকাশ হৈল নানামত ভেদ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধৈর্য্য হয়্যা কহে রাজা গিয়াছিলা কোথা।
কি কার্য্য করিলে বাপু খাঞা মোর মাথা॥
হের আইস শুন কহি অতিগুহ্য কথা।
প্রভুর নাম নৈল কেনে গিয়াছিলে তথা॥
ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাস।
তাঁর নাম নৈল সেই মুঞি যাঁর দাস॥
কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়।
অগ্নিযোগে তুলারাশি যৈছে ভস্ম হয়॥

দূতমুখে ধর্ম্মরাজ যম সব বৃত্তান্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন—"ভগবানের নাম যেখানে, সেখানে ত যমদূতের প্রবেশাধিকার নাই। আমি পর্য্যন্ত যাঁহার দাস, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরির নাম যেখানে হয়, সেখানে ত তোমাদের প্রবেশ করিতে নাই। তোমরা অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছ। তুলারাশি যেমন অগ্নিসংযোগে ভস্ম হইয়া যায়, তেমনি নামের অলৌকিক প্রভাবে কোটি কোটি মহাপাপও নিমেষে ধ্বংস হইয়া যায়।"

ইহা শুনি দূতগণ চমৎকার চিত্তে।
অনিমিখে রহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥
ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্ম্মরাজ-আগে।
হেন যদি তবে কেনে না কহিলে আগে॥
তোমার প্রভুর জনে কিবা রীতি হয়।
তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায়॥

ধর্ম্মরাজের মুখে আসল রহস্য-কথা শুনিয়া দূতগণ চিত্রপুত্তলিকার মত অনিমেষনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা বলিতে লাগিল 'আগে কেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের তুমি এ কথা বল নাই? আর কখনো আমরা এইরূপ কার্য্য করিব না।' ধর্ম্মরাজ বলিয়া চলিলেন—

হরিনাম গুণকথা যেথায় শুনিবে।
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে॥
নমস্কার করি তথা দূরপথে যাবে।
মুঞি তাঁরে নমস্কারি কায়মন-রবে॥
মোর বাক্য না শুনিলে পাবে অনুতাপ।
দূত কহে বুঝিলাম আর না রে বাপ॥

যেখানে হরিগুণগান কীর্ত্তন হইতেছে, গলায় তুলসীর মালা এবং কপালে তিলক আছে যে মহাজনের, খবরদার, সেই স্থানে এবং সাধুদের নিকটে কখনও যাইবে না। দূর হইতে তাঁহাদের প্রণাম করিবে। অতঃপর আমার সতর্ক-বাণী অবহেলা করিলে তোমাদের অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাড়ির ঠাকুর নাম তাঁহার হইল

হাড়ি, ডোম, মেথর, মুচি—নীচজাতি হইলেও, ভগবানের কৃপা-করুণা হইতে বঞ্চিত নহে। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ এইরূপ শাস্ত্রবাণী আছে। ভগবানের নিকট জাতিভেদ নাই। সকলেই তাহার সন্তান। যে ভজনা করে, সেই তাঁহার প্রিয়। নীচকুলেও ভজনানুরাগী ভক্ত দেখা যায়, আবার উচ্চকুলেও ভজনবিমুখী মানুষ জন্মগ্রহণ করে। ভজন-রুচি নির্ভর করে জন্মান্তরের সুকৃতির উপর। নীচ-পতিত দেহেও উন্নত মন থাকিতে পারে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলবিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণভজনে জাত-কুলের বিচার নাই। দীনের প্রতি তাঁহার অধিক দয়া। হাড়ি-ডোমের প্রশ্ন সমাজে থাকিতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিকট সব সমান। ভগবদ্ভক্তগণ সবই এক জাতি। ভক্ত-সমাজে ছোট-বড়র প্রশ্ন নাই। আজ এক হাড়িভক্তের প্রসঙ্গ করিয়া জীবন-জনম সার্থক করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবৰ্দ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির।
ঝাড়ু কসি করিয়া ছিটায় সদা নীর॥
মন্দিরের পাছে এক আছয়ে ঝরকা।
নাথজীর শ্রীচরণ তাতে যায় দেখা॥
সেই স্থান হৈতে হাড়ি দরশন করে।
আনন্দে মগন হৈয়া পুলকেতে ভরে॥
নিতি নিতি হাড়ি দরশন করি যায়।
গোসাঞি দেখিয়া তাহা মনে দুঃখ পায়॥
ঝরকার পথে হাড়ি উঁকি মারি দেখে।
খাদ্য পানীয় যে ঠাকুরের আগে থাকে॥
অনুচিত হয় বলি মন্দির-পশ্চাত।
এক ভীত বানাইয়া দিল সাত হাত॥

শ্রীকালা নামে হাড়িশ্রেণীর এক ভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ গোবর্দ্ধন-নাথজীর পুরীর বাহিরে তিনি ঝাড়ু দিতেন এবং রাস্তাঘাটে জল ছিটানো কার্য্য করিতেন। শ্রীনাথজীর মন্দিরের পাছে এক জানালা ছিল। ভক্ত কালা সেই জানালা দিয়া প্রত্যহ গোবর্দ্ধননাথজীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতেন এবং আনন্দে ডগমগ হইতেন। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গোবর্দ্ধননাথজীর দর্শন করেন বলিয়া সেবাইত গোসাঞিজীর মনে বড় দুঃখ হইল। ঠাকুরের সম্মুখে খাদ্য-পানীয় থাকে, সুতরাং অস্পৃশ্য ভক্ত কালার এইরূপ দর্শন অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন গোসাঞিজী। প্রতিকারের জন্য মন্দির-পশ্চাতে সাত হাত উঁচু করিয়া এক দেওয়াল নির্ম্মাণ করাইলেন তিনি। সেবাইতের উদ্দেশ্য, যাহাতে অস্পৃশ্য ভক্ত কালা আর উঁকি মারিয়া গোবর্দ্ধননাথজীকে দর্শন করিতে না পারে। ভাল করিয়া দর্শনের তো উপায়ই নাই, জানালা দিয়া দর্শন করাও-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধ হইয়া গেল। ভক্ত কালা বড়ই মনোবেদনা পাইলেন তাহাতে। অস্পৃশ্যের মনের দুঃখ মনেই থাকিয়া গেল। আর কেহ জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও ভক্তিপ্রিয় মাধবের নিকট তো তাহা গোপন রহিল না! ভক্তপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপারে রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জীবিকার জন্য ঝাড়ুদারের কার্য্য করিলেই কি ভক্ত কোন দিন ভগবানের নিকট হেয়-নগণ্য হইয়া যান? সেবার কার্য্যে আবার ছোট-বড় বিচার কি? ঠাকুরের পূজারী, মন্দির-মার্জ্জনাকারী, আবর্জ্জনা-পরিষ্কারকারী সকলে যে তাঁহারই সেবক। সকলেরই লক্ষ্য ভগবৎপ্রীতি। ভগবানের যে-কোন সেবার নামই তো ভক্তি। 'ভক্তিঃ সেবা ভগবতঃ'—ইহা যে মহাজনেরই সিদ্ধান্তবাণী।

যাহা হউক ভক্ত কালা ইষ্টদেবতার দর্শনে বঞ্চিত হইয়া প্রাণে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। ভক্তের বুকের আঘাত গিয়া ভগবানের বুকে বাজিল।

পরদিন হাড়ি দরশন না পাইয়া।
অনেক করুণা কৈল শিরে হাত দিয়া॥
রাত্রিযোগে নাথজী গোসাঞি-আগে কহে।
মুঞি বড় দুঃখ পাইনু পরাণে না সহে॥
ঝরকা করিলে রোধ দেওয়াল গাঁথিয়া।
হাড়ির যে দরশন দিলে ছুটাইয়া॥
তাহে মোর বড় দুঃখ হইল অন্তরে।
দেয়াল পাতিলে মোর বুকের উপরে॥

দর্শন হইতে ভক্তকে বঞ্চিত করায় ভক্তের ভগবান গোবর্দ্ধন-নাথজীও প্রাণে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন রাত্রিযোগে গোসাঞিজীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া শ্রীনাথজী বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুমি যে দেওয়াল দিয়া ভক্তের ইষ্টমূর্ত্তিদর্শনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলে, ইহাতে আমি খুবই দুঃখিত এবং ব্যথিত। এই দেওয়াল তুমি আমার বুকের উপরই তুলিয়াছ। শ্রীমূর্ত্তিদর্শনাভিলাষী-ভক্তকে বঞ্চিত করা মোটেই তোমার উচিত হয় নাই।

এতেক স্বপন দেখি চমকি গোসাঞি।
দেয়াল ভাঙ্গিয়া দিলা সেই রাত্রে যাই॥
হাড়ির বাটীতে গিয়া স্তুতি নতি করি।
চরণে ধরিয়া আনে অতি সমাদরি॥
নাথজীর মন্দিরের দুয়ারে আনিয়া।
দরশন করাইল সভাই বেড়িয়া॥
হাড়ির ঠাকুর নাম তাহার হইল।
ভাগবত বলি সভে পূজিতে লাগিল॥

গোবর্দ্ধন-নাথজীর সেবাইত গোসাঞিজী রাত্রে এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রাত্রেই গিয়া দেয়াল ভাঙ্গিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, অস্পৃশ্য হাড়ির বাড়িতে নিজে গিয়া তাহাকে সমাদর করিয়া আনিয়া মন্দির-সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধন নাথজীকে দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভক্তের দর্শন পাইয়া ভগবানও প্রীত-সন্তুষ্ট হইলেন। সেই দিন হইতে হাড়িভক্ত কালার জীবিকা বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং নিত্যপ্রসাদপ্রাপ্তির সুব্যবস্থাও হইয়া গেল। ভক্তের সমাদর দেখিয়া ভগবানও সুপ্রসন্ন হইলেন। পরস্পর দর্শনাভিলাষী ভক্ত-ভগবান উভয়ই। ভক্ত ভগবদ্দর্শনে আনন্দিত আবার ভগবানও প্রিয়ভক্তের দর্শনে সন্তুষ্ট। ভক্তের অনাদর ঠাকুরের প্রাণে সহ হয় না। ভক্ত যে তাঁহার প্রাণের প্রাণ! এক্ষেত্রে জাতিবিচারের কোনও প্রশ্ন নাই।

১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরিরাম ব্যাস বৈষ্ণব-প্রধান

ব্রজবাসী হওয়ার অভিলাষ বৈষ্ণব-মহাজন মাত্রেরই প্রবল। লীলাস্মরণের উপযুক্ত স্থান ব্রজধাম। এই ধামে কত নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী বৈষ্ণব যে মাধুকরী করিয়া লতা-পাতা-নির্ম্মিত ভজন-কুটীরে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন এবং এখনো কাটাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীবৃন্দাবনধাম অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ লীলাভূমি। এই পবিত্র তীর্থে আসিলেই ভজন-সাধনের পিপাসা সাধকের অন্তরে জাগিয়া ওঠে। ভজন-পরায়ণ সাধককে এই ধাম অকৃপণভাবে সাহায্য করেন। সমগ্র প্রকৃতিই এইখানে ভজনপরায়ণা। প্রকৃতির আনুকূল্য না পাইলে ভজন-সাধনে উন্নতিলাভ অসম্ভব। আকাশে-বাতাসে অনাহত নাদ-ধ্বনিতে ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার নামই এখানে ঝঙ্কৃত। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র পথ, শ্রীরাধিকার আনুগত্য। আনুগত্যের ভজনেই হয় ইষ্টসিদ্ধি। ভাবের অনুকূল স্থান বলিয়া বৈষ্ণব-মহাজনদের এই ধামের প্রতি রহিয়াছে দুর্ব্বার আকর্ষণ। শ্রীহরিরাম ব্যাস গোস্বামীও ছিলেন ব্রজবাসী একজন সিদ্ধ মহাত্মা। ঝনাপনা নামক দেশ ছিল তাঁহার মাতৃভূমি। শ্রীমান্ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীমাধবের শিষ্য ছিলেন শ্রীহরিরাম ব্যাসজী। মাধ্বী-সম্প্রদায়ী ছিলেন তিনি। শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীমন্ কিশোরীজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা-পূজাতেই তিনি সময় অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীহরিরাম ব্যাস বৈষ্ণবপ্রধান।
করি তাঁর গুণগান লভিবারে ত্রাণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্ হরিরাম নাম ব্যাস যে গোস্বামী।
মনে অনুভাব ভক্তিমান মহাপ্রেমী॥
ঝনাপনা নামে দেশ তথায় নিবাস।
সর্ব্বত্যাগী সাধু যেই ব্রজে কৈলা বাস॥
শ্রীমান্ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর।
শিষ্য যেই শ্রীমাধব শিষ্ট শান্ত ধীর॥
তাঁর শিষ্য শ্রীল হরিরাম যে গোসাঞি।
অতএব বংশ তাঁর মাধ্বী সম্প্রদায়ী॥
শ্রীমন্ হরিরাম কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবন।
বিনে নাহি ভায় জ্ঞাতি কুটুম্ব ভোজন॥

বৈষ্ণব-সেবাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন—এই ধারণা শ্রীহরিরাম ব্যাসজীর বদ্ধমূল। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যের সেবাকে তিনি বৃথাই মনে করেন।

একদিন গৃহে কোন বিবাহ-উৎসাহ।
ভাই ভাতিজায় করে পক্কান্ন সমূহ॥
মিষ্টান্নাদি সামগ্রীর ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী।
আপনি হইল মনে পরামর্শ করি॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে।
বৈষ্ণবের যোগ্য যাথে কৃষ্ণ তৃপ্ত হবে॥

একদিন বাড়ীতে বিবাহ-উৎসব লাগিয়াছে, ব্যাসজী ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাণ্ডারীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে মিষ্টান্ন, পক্কান্ন অনেক কিছু আয়োজন করিয়াছে ভাই-ভাতিজারা। ব্যাসজীর মনে হইতে লাগিল, এই আয়োজন সার্থক হইবে যদি বৈষ্ণব-ভোজন করানো হয়। ইতর জনেরা খাইলে কি লাভ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতেক ভাবিয়া কারো কিছু না কহিয়া।
বৈষ্ণব নিমন্ত্রি সব দিল খাওয়াইয়া॥
ভ্রাতা আদিগণ গালি পাড়িয়া কহয়।
বিবাহের কার্য্যে তবে কি হবে উপায়॥
তেঁহো কহে অনর্থক কেনে কর এত।
বৈষ্ণব খাওয়াও যাহা সাধুর সম্মত॥

বিবাহের আয়োজন বৈষ্ণব-ভোজনে লাগাইয়া শ্রীমন্ ব্যাসজী আনন্দে আত্মহারা। পরে কি হইবে এই চিন্তা মোটে নাই তাঁহার।

ব্যাসজীর চরিত্র যে অপূর্ব্ব কথন।
পরম নৈষ্ঠিক নাহি যাঁহার সমান॥
একদিন মহোৎসব হৈল কোন স্থানে।
উচ্ছিষ্ট যে অন্ন নিঞা যায় হাড়িগণে॥
ব্যাসজীউ জিজ্ঞাসিলা সেই হাড়িগণে।
কোথায় পাইলি অন্ন ভোজ কোন স্থানে॥
হাড়িগণ কহে আজি অমুকের স্থানে।
মহোৎসব হইল যে খাইল সাধুগণে॥
তাহা শুনি ব্যাসজীউ আনন্দিত হৈল।
তাহা হৈতে একমুষ্টি লইয়া খাইল॥

মহোৎসবের মহাপ্রসাদ লইয়া একদিন নিম্নশ্রেণীর হাড়িগণ যাইতেছে দেখিয়া, আর কি ব্যাসজী স্থির থাকিতে পারেন? বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য ব্যাসজী ব্যাকুল হইয়া হাড়িগণের নিকট হইতে মাগিয়া এক মুষ্টি লইলেন। মহোৎসবের মহা-মহাপ্রসাদ লাভ কি কম ভাগ্যের কথা? মহাপ্রসাদসম্পর্কে জাতিবিচার নাই, এই তত্ত্ব ব্যাসজী ভালমতেই জানিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট এমতি গুণ তার।
খাইবা মাত্রেতেই হৈল প্রেমের বিকার ॥
জ্ঞাতি গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল অসংগ্রহ।
ব্যাসজীর তাহে কিছু না হৈল অসহ ॥
ঠাকুরাণী সহ যবে বৃন্দাবনে গেলা।
মহিমা দেখিয়া সভে চমৎকার হৈলা ॥
সেই জ্ঞাতি গোষ্ঠী আসি চরণে পড়িলা।
প্রার্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলা ॥

বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট খাইবামাত্র পরমভাগবত ব্যাসজীর শরীরে প্রেমের বিকার উপস্থিত হইল। মহাপ্রসাদের এমনি গুণ। কিন্তু জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর হইল অন্যরূপ ক্রিয়া।

অস্পৃশ্য হাড়িগণের নিকট হইতে লইয়া উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা ব্যাসজীকে সমাজচ্যুত করিলেন। ব্যাসজী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বৈষ্ণব-সমাজ হইতে তো তিনি বিতাড়িত হন নাই, কাজেই দুঃখই বা কিসের? আর হরিভক্তের সমাজ তো হরি এবং হরিভক্তকে লইয়া। ইতরজনের আচরণে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। বরঞ্চ এই ঘটনায় ঠাকুরাণী সহ শ্রীমন্ ব্যাসজীর বৃন্দাবন-যাত্রা ত্বরান্বিত হইল। বৈষ্ণব-সমাজে বাস না করিয়া অভক্তের সমাজে বাস করিবেনই বা কেন শ্রীমন্ হরিরাম ব্যাসজী? যে জ্ঞাতিগোষ্ঠী একদিন ব্যাসজীকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল, তাহারাই আবার ব্রজবাসী মহাত্মা হরিরাম ব্যাসজীকে ভোজন করাইবার জন্য পরে কত চেষ্টাই না করিয়াছে! হরিভক্ত ব্যাসজী জ্ঞাতিগোষ্ঠীকেই পরিত্যাগ করিলেন বৈষ্ণবের মর্য্যাদাহানি করিয়াছে বলিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস।
তথায় নর্ত্তকগণ করে লীলা রাস॥
নাচিতে নাচিতে রাধিকার যে নূপুর।
ছিণ্ডিয়া পড়িল খসি অঙ্গুলীর ডোর॥
ব্যাসজী উঠিয়া ছিণ্ডি যজ্ঞ উপবীত।
নূপুর বান্ধিয়া দিলা গদগদ চিত॥
সাধু কহে আজি মোর এ যজ্ঞোপবীত।
সফল হইল কর্ম্মে লাগিল উচিত॥

হরিরাম ব্যাসজী এখন বৃন্দাবনবাসী। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ উৎসবানন্দ লাগিয়াই আছে। একদিন রাসলীলা হইতেছে। যিনি রাধিকার বেশে সজ্জিত, তাঁহার পায়ের নূপুর হঠাৎ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। ব্যাসজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার গলার যজ্ঞোপবীত-সূত্র দিয়া অঙ্গুলীর ডোর ঠিক করিয়া দিলেন। ব্যাসজী আনন্দে গদগদ চিত্ত হইলেন এই জন্য যে, আজ তাঁহার যজ্ঞোপবীত-সূত্র সমুচিত কার্য্যেই নিয়োজিত হইল। শ্রীরাধিকার পায়ের নূপুরের ডোর হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? ভক্তিমতী শ্রীরাধিকার চরণে স্থান পাইবার জন্য কত সাধু-সন্ত-ভক্তই না উদ্‌গ্রীব! আজ যজ্ঞসূত্রের মহাভাগ্য যে শ্রীরাধিকার চরণে তাহার স্থান হইয়াছে। রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি! এই প্রেমের কাঙাল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত। তাঁহারই শ্রীমুখের উক্তি—

না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন বল।
যে বলে আমারে করে সদাই বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরিরাম ব্যাসজীরা ছিলেন তিন সহোদর। সকলেই সাধু এবং অশেষ গুণে বিমণ্ডিত। সংসারসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সকলেই ব্রজবাসী হইয়াছিলেন। ব্যাসজীর তিনটি পুত্র ছিল।

তিন পুত্রে ব্যাসজীউ আপনার ধন।
বাঁটোয়ারা করিয়া দিবার কৈল মন॥
পুনঃ বিচারিল অর্থ পাইয়া সভাই।
না ভজিবে কৃষ্ণ কেহো হইয়া বিষই॥
বৈরাগ্য জন্ময় যাহে শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।
পরামর্শ করি মনে চিন্তিল উপায়॥
ধন ধান্য আদি করি আর গৃহ ঘর।
এক বাট ঠাকুর শ্রীকিশোরী-কিশোর॥
এক বাটে মালা শ্যামবন্ধনী তিলক।
তিন বাটে কৈল এক শুনিতে কৌতুক॥
গুলি বাঁট করি উঠাইলা তিন জন।
তিন জনে তিন বস্তু করিলা গ্রহণ॥

শ্রীবৃন্দাবনধামে যাওয়ার পূর্ব্বে হরিরাম ব্যাসজী তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। অর্থ পাইলে পুত্রগণ ভজনবিমুখী হইবে, এই জন্য ব্যাসজী এক সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন। তিন পুত্রের জন্য তিন ভাগ হইল সম্পত্তির। ধন-ধান্য ঘর-বাড়ি ছাড়া ঠাকুর শ্রীকিশোর-কিশোরী হইলেন এক বাটে, আরেক বাটে ভজন-মালা, আরেক বাটে শ্যামবন্ধনী তিলক। তিনটি কাগজের গুলিতে তিন বাট লিখিয়া তিন পুত্রকে ইচ্ছামত গুলি গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনজনের ভাগ্যে তিন বস্তু পড়িল। সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তিন পুত্র ভজনমুখী হইতে বাধ্য হইলেন। ঠাকুরসেবা, মালার সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর তিলকসেবা—তিনজনের উপর তিন সেবার ভার ন্যস্ত করিয়া ব্যাসজী বৃন্দাবনবাসী হইলেন।

ব্যাসজীর স্ত্রী অতি পতিব্রতা সতী।
বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পতি॥
ব্যাসজী তাঁহারে গৃহে যাইতে কহেন।
তেঁহো নাহি যান বনে পড়িয়া রহেন॥
তবে সাধু দূরে থাকি বৈষ্ণব-সেবনে।
রাখিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহি মনে॥

শ্রীমন্ ব্যাসজী তো বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীর কি ব্যবস্থা? স্ত্রী বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত, পতিকে সংসারে ফিরাইয়া লইবার জন্য। ব্যাসজী উল্টা আদেশ দিলেন স্ত্রীকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে। স্ত্রী কিছুতেই আর সংসারে ফিরিবেন না। অগত্যা তিনি বনকেই আশ্রয় করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হরিরাম ব্যাসজী দূরে থাকিয়া স্ত্রীকে বৈষ্ণব-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে অনুমতি দিলেন।

একদিন ব্যাসজীউ বৈষ্ণবের সহ।
প্রসাদ পাইতে বৈসে করিয়া উৎসাহ॥
ঠাকুরাণী দুগ্ধ পরিবেশন করিতে।
সরখানা ডারি দিল ব্যাসজীর পাতে॥
ব্যাসজী কহেন হাঁরে দুষ্টিনী কুমতি।
বড় সরখানা দিলে মোরে জানি পতি॥
আজি হৈতে মুখ নাহি দেখিব তোমার।
এতো কহি তাঁহারে করিলা তিরস্কার॥
সুবোধ সুশীলা তেঁহো পরামর্শ কৈল।
নিজ অলঙ্কার দশ সহস্রের ছিল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা সব ব্যাসজীর নিকটে ধরিয়া।
করযোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥

একদিন হরিরাম ব্যাসজীউ অন্যান্য বৈষ্ণব-সহ প্রসাদ পাইতে বসিলেন। পরিবেশন করিতেছিলেন তাঁহারই স্ত্রী। দুগ্ধ পরিবেশন করিবার সময় ব্যাসজীর পাতে দুধের সর পড়িয়া গেল। ইহাতে ব্যাসজী বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, স্ত্রী বোধ হয় পক্ষপাতিত্ব করিয়া স্বামীর পাতে সরটুকু দিয়াছে। ব্যাসজী তিরস্কার করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, 'আজ হইতে আর তোমার মুখদর্শন করিব না আমি'। মহা চিন্তায় পড়িয়া স্ত্রীর মাথায় এক বুদ্ধি খেলিল। প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার ছিল ব্যাস-গৃহিণীর। গায়ের সব অলঙ্কার খুলিয়া স্ত্রী স্বামী হরিরাম ব্যাসজীর হস্তে সেগুলি সমর্পণ করিলেন। উদ্দেশ্য, এই অলঙ্কারবিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা শ্রীমন্ কিশোরীজীর মন্দির নির্ম্মিত হউক।

শ্রীমন্ কিশোরীজীর মন্দির যে নাঞি।
মন্দির বানাও এই গুলিকে ভাঙ্গাই ॥
তাহার চরিত্র দেখি সন্তোষ হইল।
তাহাতে কিশোরীজীর মন্দির হইল ॥
ব্যাসজীর প্রভাব কতেক কহা যায়।
যুগলের প্রেমানন্দে দিবানিশি যায় ॥

ব্যাসজীর আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহার আশয় বা অভিপ্রায় বুঝিয়া স্ত্রী কার্য্য করাতে খুবই প্রসন্ন—সন্তুষ্ট হইলেন তিনি। যুগলের প্রেমানন্দে শ্রীমন্ হরিরাম ব্যাসজীর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনে তখন তিনজন বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাত্মা ভজন-নিরত ছিলেন। একজন হইলেন হরিরাম ব্যাসজী, আর একজন শ্রীআনন্দঘন এবং অন্যজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদাস স্বামী। এই তিনজন মহাত্মার প্রভাবে শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

হরিরাম ব্যাস আর শ্রীআনন্দঘন।
আর হরিদাস স্বামী এই তিনজন॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শুনিয়া পাতসা।
দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিষা॥
লইয়া যাইতে রাজা এই তিনজনে।
যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
ঞহারা যাইতে কেহো সম্মত নহিলা।
তথাপিহ একান্ত করিয়া নিঞা গেলা॥
তিন যে বিরক্ত অবধুত-বেশ হয়।
অর্দ্ধ-উন্মীলিত দৃষ্টি উন্মত্তের প্রায়॥
পাতসা লইয়া বহু সম্মান করিল।
নির্জ্জন পবিত্র স্থানে সভারে রাখিল॥
কৃষ্ণকথা পুছে ষট্-সন্দর্ভের মতে।
সাধুগণ অতি তুষ্ট হইলা তাহাতে॥

বৃন্দাবনধামের তিন মহাত্মার প্রভাব তখন সর্ব্বত্র। স্বয়ং বাদশাহ এই তিন জন মহাত্মাকে দেখিবার জন্য অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাদের জন্য যান-বাহন পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমত মহাত্মাগণ যাইতে রাজী হন নাই, পরিশেষে বাদশাহের ব্যাকুলতার জন্য যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিন মহাত্মার জন্য নির্জ্জনে একটি স্থান নির্দ্ধারিত হইল। বাদশাহ সেই স্থানে গিয়া সাধু মহাত্মাদের দর্শন করিতে এবং ষট্সন্দর্ভের সিদ্ধান্তানুকূলে কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিন মহাত্মাই কৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিবার সুযোগ পাইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, এই ভাবে দুই তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর, মহাত্মাগণ স্বস্থানে ফিরিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

দুই তিন দিন থাকি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
বৃন্দাবনে যাইবারে রাজারে কহিলা॥
রাজা কহে এতেক উৎকণ্ঠা কেনে হও।
কার কোন্ সেবা তোমা-সভাকার কও॥

তিন মহাত্মাই সেবা লইয়া আছেন ব্রজধামে। এক এক জনের উপর এক এক সেবার ভার ন্যস্ত। বাদশাহ সেই সেবার কথাই উৎসুক হইয়া জানিতে চাহিলেন তাঁহাদের নিকট। রাজার জিজ্ঞাসাতে তিন মহাত্মাই পরম সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ সেবাপ্রণালীর কথা ব্যক্ত করিলেন।

ব্যাসজীর সেবা সদা পিকদানী হাথে।
থাকেন যুগল পার্শ্বে রঙ্গমহলেতে॥
হরিদাস ঠাকুরের চামর সেবন।
আনন্দঘনের সেবা পাদসম্বাহন॥

মহাত্মাদের শ্রীমুখে বিভিন্ন সেবার কথা অবগত হইয়া বাদশাহ একটু বিচার করিলেন। বিচারের রহস্য আর কিছুই নহে, কাঁহাকে আগে যাইতে দিবেন, আর কাঁহাকে একটু পরে।

এতেক শুনিঞা রাজা আনন্দিত হইল।
কিছু ভাব উদয় হইয়া বিচারিল॥
ব্যাসজীকে অতি শীঘ্র কহিলা যাইতে।
সদা কার্য্য পীকদানির পীকাদি ডারিতে॥
আর দুই জনাকে কহেন স্তুতি করি।
তোমরা চামর-পাদসেবা-অধিকারী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে কিঞ্চিৎ গৌণ হৈল ক্ষতি নাহি।
কৃপা করি রহ দিন দুই এই ঠাঁই॥

বৃন্দাবনবাসী সকল মহাত্মারাই যুগলের সেবিকা। সেবাধন্য জীবন প্রত্যেকের। প্রত্যেকের সেবা শ্রীগুরুই নির্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন। সেই মত সেবার কার্য্য পরিপাটিসহকারে সম্পন্ন হয়। ব্যাসজীর সেবা হইল, সর্ব্বদা তিনি যুগলের পাশে পিকদানী হস্তে দাঁড়াইয়া থাকেন। পীকাদি ফেলাই শ্রীহরিরাম ব্যাসজীর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব। সেবার দায়িত্ব এবং প্রয়োজন বিচার করিয়া ব্যাসজীকে সর্ব্বাগ্রে যাইতে বলা হইল। চামর এবং পাদসেবার অধিকারী যে দুই মহাত্মা, তাঁহাদিগকে আরও দুই তিনদিন কৃপা করিয়া অবস্থানের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন বাদশাহ।

ব্যাসজী চলিয়া গেলা তাঁহারা রহিলা।
দিন দুই তিন বাদে তাঁহারাও গেলা॥
অতএব ব্যাসজীর অলৌকিক লীলা।
কিঞ্চিত কহিল সব কহিতে নারিলা॥

বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া অপর দুই মহাত্মাও দুই তিন দিন বাদে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

সমাপ্ত

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রণীত

নিগম-প্রসাদ গ্রন্থাবলী

১। গুরুশিষ্যপরম্পরা

গুরুশিষ্যপরম্পরাই যে ভারতীয় আর্যজাতির সনাতন ধারা, এই পুস্তিকায় তাহা শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের উক্তি অবলম্বনে প্রমাণিত হইয়াছে। দক্ষিণা—চারি আনা মাত্র।

২। বেদান্তবিদ্ গুরু

এই পুস্তকে সংক্ষেপে বেদান্তের মতবাদ, তাহার শিক্ষা ও সাধনা, সন্ন্যাসজীবনের লক্ষ্য এবং বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশের জন্যই যে সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠা, তাহা সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। দক্ষিণা—চারি আনা মাত্র।

৩। জয়গুরু

এই পুস্তকে 'জয়গুরু' শব্দের বিশ্লেষণ, 'জয়গুরু' নামের অর্থ এবং 'জয়গুরু' নামের মহিমা খ্যাপন করিয়া 'জয়গুরু' যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য অসাম্প্রদায়িক নাম, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে মহামিলনসূত্র, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। দক্ষিণা—চারি আনা মাত্র।

৪। সাধন-জীবনে

সাধন-জীবনের পাথেয় এবং পথনির্দ্দেশসম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। সাধক-জীবনের কণ্ঠহার। আত্মকল্যাণকামী সাধক এই গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতে পারিবেন—সঞ্চয় করিতে পারিবেন শক্তি ও সাহস, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন সবলে দুর্ব্বলতাকে—যে দুর্ব্বলতায় আনে সাধকের পতন বা মরণ। দক্ষিণা—আট আনা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। শ্রেষ্ঠ দান

'আত্মার স্বরূপজ্ঞান দানই শ্রেষ্ঠ দান'—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণী অবলম্বনে রচিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দক্ষিণা—চারি আনা মাত্র।

৬। শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস

ভক্তিরসপিপাসু জনগণের নিত্য পাঠ্য। পড়িতে পড়িতেই ভক্তির সঞ্চার হয়। দক্ষিণা—আট আনা মাত্র।

৭। গুরুশক্তিসঞ্চারমাহাত্ম্য

সদ্‌গুরু কি ভাবে শিষ্যের প্রাণে ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করেন, তাহার অলৌকিক বর্ণনা এবং প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই পুস্তিকায়। গুরুপদাশ্রিত শিষ্যমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। দক্ষিণা—চারি আনা মাত্র।

৮। তাঁহারি প্রকাশ

ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশ গুরুমূর্ত্তি। জ্ঞান এবং ভক্তিপথের সিদ্ধান্তানুযায়ী গুরুকে কি ভাবে ভাবিতে হইবে, তাহারই অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই পুস্তিকায়। দক্ষিণা—চারি আনা মাত্র।

৯। শিক্ষাষ্টক

'শিক্ষাষ্টক' শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ রচিত সংস্কৃত শ্লোক। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি, তাঁহার রচিত এই পুস্তিকায় আটটি শ্লোকেই পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। দক্ষিণা—আট আনা মাত্র।

১০। মায়েদের ঠাকুর

প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার মাধ্যমে স্বামীর ভিতর জগৎস্বামী বা জগদ্‌গুরুর দর্শন কি করিয়া লাভ করা যায়, তাহারই অভিনব সঙ্কেত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে। গৃহিণী মায়েদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য। দক্ষিণা—দুই টাকা মাত্র।

১১। গুরু-পূর্ণিমা

রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত দার্শনিক মনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণজী-লিখিত 'গুরু-পূর্ণিমা-পরিচিতি'-সম্বলিত অভিনব গ্রন্থ। গুরু-পূর্ণিমা সকল অধ্যাত্ম সম্প্রদায়েরই অবশ্যপালনীয় তিথি। এই পুণ্য তিথির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে 'গুরু-পূর্ণিমা' গ্রন্থখানি প্রত্যেকেরই অবশ্যপাঠ্য। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে এই গ্রন্থ আদরণীয়। দক্ষিণা—দুই টাকা।

১২। ভক্তমালের ভক্ত-চরিত

ভক্তচরিত পাঠে ভক্তির উন্মেষ অনিবার্য্য। ভক্তমাল নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ হইতে পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থ চারিটি খণ্ডে সম্পাদিত হইয়াছে। সাধু-সন্ত-মহান্ত কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত এই অভিনব গ্রন্থ উপহার দেওয়ার উপযুক্ত। দক্ষিণা প্রথম খণ্ড—এক টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড—দুই টাকা, তৃতীয় খণ্ড—তিন টাকা, চতুর্থ খণ্ড—তিন টাকা।

১৩। ভাগবতোত্তম

উত্তম, মধ্যম এবং প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই পুস্তিকায়। ভক্তের পূজায় স্বয়ং ভগবানও সুপ্রসন্ন। দক্ষিণা—বার আনা মাত্র।

১৪। সন্ন্যাসীর সাধনা

মহাবাক্যবিচারই যে সন্ন্যাসীর একমাত্র সাধনা, সদ্গুরুর উপদেশাবলম্বনে তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই পুস্তিকা পাঠে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি তাহা উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে চিত্তে। দক্ষিণা—আট আনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫। হরিদাসের বিজয়োৎসব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদের নির্য্যাণ-লীলা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে এই পুস্তিকায়। ভক্তমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। এই গ্রন্থ পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—ভক্ত-ভগবানের মাহাত্ম্যে। দক্ষিণা—এক টাকা।

১৬। আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ

সদ্‌গুরু নিগমানন্দের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই জীবনী-গ্রন্থখানা অবশ্য পাঠ্য। মহাপুরুষের জীবন—সাধন-জীবন। তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ এবং প্রেমভক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বামী নিগমানন্দের নিগূঢ় পরিচয় এই গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণা—তিন টাকা মাত্র।

মহামনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণজীর লেখনী-প্রসূত

প্রবচন—১ম খণ্ড ১॥০, ঐ ২য় খণ্ড ২৲ টাকা, ঐ তৃতীয় খণ্ড ২॥০। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই তিনখণ্ড অমূল্য পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রশ্নের প্রাঞ্জল উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এই গ্রন্থত্রয়ে।

বিদুষী সাধিকা নারায়ণী দেবীর অনুবাদ-গ্রন্থ
নিবেদিতা ৭॥০, ঈশানুস্মরণ ৫৲

—প্রাপ্তিস্থান—

মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রণীত

নিগম-প্রসাদ গ্রন্থাবলী

(১) গুরুশিষ্য-পরম্পরা (দ্বিতীয় প্রকাশ) ॥০ (২) বেদান্তবিদ্ গুরু ।০ (৩) জয়গুরু ।০ (৪) সাধন-জীবনে ॥০ (৫) শ্রেষ্ঠ দান ।০ (৬) শ্রীশ্রীজগন্নাথী মাধব দাস ॥০ (৭) গুরুশক্তিসঞ্চারমাহাত্ম্য ।০ (৮) তাঁহারি প্রকাশ ।০ (৯) শিক্ষাষ্টক ॥০ (১০) মায়েদের ঠাকুর ১৲ (১১) গুরুপূর্ণিমা ২৲ (১২) ভক্তমালের ভক্ত-চরিত—১ম খণ্ড ১৲ (১৩) ভাগবতোত্তম ৷৴০ (১৪) সন্ন্যাসীর সাধনা ॥০ (১৫) হরিদাসের বিজয়োৎসব ১৲ (১৬) ভক্তমালের ভক্ত-চরিত—২য় খণ্ড ২৲ (১৭) আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ ৩৲ (১৮) ভক্তমালের ভক্ত-চরিত—৩য় খণ্ড ৩৲ টাকা (১৯) ভক্তমালের ভক্ত-চরিত—৪র্থ খণ্ড ৩৲ টাকা।

অনির্ব্বাণজীর লেখনীপ্রসূত

প্রবচন ১ম খণ্ড ১৷০, ঐ ২য় খণ্ড ২৲ টাকা, ঐ ৩য় খণ্ড ৩৲ টাকা

নারায়ণী দেবীর অনুবাদ-সাহিত্য

নিবেদিতা ৭৷০ টাকা, ঈশানুস্মরণ ৫৲ টাকা,

ইউরোপীয় সাহিত্যে ঠাকুর নিগমানন্দ ।০ আনা

—প্রাপ্তিস্থান—

মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi